আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ক্যাথি হোকুলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। গত নভেম্বরের চেয়ে এখন তিনি বেশি জনপ্রিয়। গত এক বছরে এই প্রথম তার জনপ্রিয়তায় ইতিবাচক পরিবর্তন **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ ॥ সংখ্যা ১৮ ॥ সোমবার ॥ মাঘ ১৬ ॥ ১৪৩০ ॥ রজব ১৭ ॥ ১৪৪৫ ॥ Vol. 28 ॥ Issue 18 ॥ January 29 ॥ 2024 ॥ USA. **FREE** in NY, Other State **$1**

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আর্নড ইনকাম, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বেড়েছে

২৯ জানুয়ারি-১৫ এপ্রিল : ট্যাক্স রিটার্ন শুরু

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে আজ সোমবার (২৯ জানুয়ারী) থেকে। কোনো জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে ২০২৩ সালের ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইলিং। তবে কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। যারা ট্যাক্স রিটার্ন-এর ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়বাট্টা এড়াতে চান, তারা আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করতে চাইছেন। এ জন্য তারা সিপিএ কিংবা ট্যাক্স ফাইল করেন এমন আইআরএস এনরোল এজেন্টদের সাথেও কথা বলে রেখেছেন। নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা শুরু করবেন। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলছেন। ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইল করা তারিখ ঘোষণাসহ এসংক্রান্ত ঘোষণা দিয়েছে আইআরএস গত ১০ জানুয়ারী। সেখানে ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইল করা সংক্রান্ত সকল নিয়ম **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

IRS
Department of the Treasury
Internal Revenue Service



গাজা যুদ্ধে ভূমিকার জের

মিশিগানে মুসলিম নেতারা ফিরিয়ে দিলেন বাইডেন ক্যাম্পেইনকে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আরব তথা মুসলিম কমিউনিটিতে বড় ধরনের আস্থার সঙ্কটের মুখে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ২০২৪ সালের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সামনে রেখে তাকে হোচট খেতে হচ্ছে। গাজা যুদ্ধে বাইডেন প্রশাসনের ভূমিকার জের হিসেবেই এই ধাক্কা আসছে। যা সামলে ওঠা হয়তো কষ্টকরই হবে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে। সবশেষ বাইডেন ক্যাম্পেইন টিমকে মিশিগানে আরব তথা মুসলিম নেতাদের রক্তচক্ষু দেখতে হলো। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হলো ক্যাম্পেইন নেতাদের। মিশিগানে আরব ও মুসলিম নেতারা বাইডেন ক্যাম্পেইনের নেতাদের কথা শুনতেই চাইলেন না। গত ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার বিকেলে ছিলো এই কর্মসূচি। মুসলিম নেতাদের বক্তব্য হোয়াইটহাউজ তাদের ভোটারদের ভোট যেনে মুফতে পাওয়া মনে করছে। আর অব্যহত ভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

স্কুলে ধর্মভিত্তিক ভীতি আর সকল ঘৃণার বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ করে তুলতে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

জ্যাকসনহাইটসে ৬টি পতিতালয় বন্ধ করলো এনওয়াইপিডি



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইনস বোরোর ৬টি পতিতালয় বন্ধ করে দিয়েছে এনওয়াইপিডি। কুইনসের করোনায় ম্যাসাজ পার্লারের আড়ালে পতিতাবৃত্তি ও যৌনপাচারের অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে এগুলো বন্ধ করা হয়। এর আগে রুজভেল্ট এভেনিউর বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা এসব ম্যাসাজ পার্লারের বিরুদ্ধে তাদের উদ্বেগের কথা **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

ঢাকায় দুই বাংলাদেশী-আমেরিকান ডলারসহ গ্রেফতার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক) হাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত দুই আমেরিকানকে গ্রেফতার করা ও জেলগেটে **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

নিউইয়র্কে নির্মাণ শ্রমিকের মজুরি ফাঁকি

আবাসন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ৪০ মিলিয়ন ডলারের মামলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের এক আবাসন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ৪০ মি-লিয়ন ডলার ক্ষতিপুরণের মামলা ঠুকে দিয়েছেন সিটি কম্পট্রোলার'র ব্যুরো অব লেবার ল'। বিল্ডিং ৪৪ ডেভেলপারস (বিডিএলজি ৪৪) নামের শীর্ষস্থানীয় আবাসন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ন্যুনতম মজুরি প্রদানে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাকা ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday / January 29 // 2024

ধর্ষণের মামলায় ৮৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ ট্রাম্পকে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ধর্ষণ ও মানহানির মামলায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৮৩ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত। ভুক্তভোগী নারী এলিজাবেথ জেন ক্যারলকে ক্ষতিপূরণের এই অর্থ দিতে হবে। গত ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতের নয় সদস্যের প্যানেল ট্রাম্পকে এই নির্দেশ দেন। নয় বিচারকের মধ্যে সাতজন পুরুষ ও দুজন নারী। আদালত জানিয়েছে, ভুক্তভোগী এলিজাবেথ জেন ক্যারলকে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬৫ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে ট্রাম্পকে। আর সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ায় ক্যারল ১১ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পাবেন। মানসিক ক্ষতিসাধনের জন্য ক্যারলকে বাকি ৭ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। এলিজাবেথ জেন ক্যারল সাবেক সাংবাদিক-কলাম লেখক। বয়স ৮০ বছর ছুঁয়েছে। গত বছর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলেন ক্যারল। গুরুতর এই অভিযোগ তুলেই ক্ষান্ত হননি ক্যারল, ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে মামলা করেন।
ক্যারলের অভিযোগ, ১৯৯৬ সালে ম্যানহাটনের একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ড্রেসিংরুমে ট্রাম্প তাকে ধর্ষণ করেছিলেন।



কুলাউড়ায় বন্ধুদের মিলনমেলা ও চড়ুইভাতি

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) : 'আমরা দৃঢ় হতে চাই ঐক্যের বন্ধনে' এই স্লোগান হৃদয়ে ধারণ করে এসএসসি৯৪ কুলাউড়া উপজেলা শাখার আয়োজনে বন্ধুদের চড়ুইভাতি ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয় ২০ জানুয়ারি শনিবার। কুলাউড়ার সিরাজনগর চা বাগানে চড়ুইভাতির এই মিলনমেলা তিনটি পর্বে উদযাপিত হয়। ১ম পর্বে ছিলো বন্ধুদের প্রতীক সম্বলিত টি-শার্ট পরিধান ও ফটোসেশন। ২য় পর্বে খাওয়া-দাওয়া এবং শেষ পর্বে বন্ধুদের মধ্যে র ্যাফেল ড্র, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। শীতের চড়ুইভাতিতে বন্ধুদের এই আয়োজনে দিনব্যাপী ছিলো বন্ধুত্বের খুনসুটি, স্মৃতি রোমন্থন, স্মৃতিমাখা স্নিগ্ধ অতীতের হরেকরকম গল্প।



মিলনমেলায় নাসির জামান খান জাকি, কাওসার আহমেদ নিপার, শফিকুল ইসলাম জায়েদ ও নুরুল ইসলাম খান বাবলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২য় পর্বের ভোজন সম্পন্ন হয়। খাদ্যতালিকায় ছিলো- বিরইন ভাতের সাথে বোয়াল মাছভাজা, মাসকোভি হাঁসের (চীনা হাঁস) মাংস, ডিম, টকের ঝোল, দই।
মো. ছাদিকুর রহমানের সঞ্চালনায় শেষ পর্বের অনুষ্ঠানে র ্যাফেল ড্র ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন আহমেদ কবীর রাসেল, নাসির জামান খান জাকি, শাহরিয়ার আফজল মাসুম। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ১ম পুরস্কার অর্জন করেন ফাতেহা ফেরদৌস চৌধুরী পপি, ২য় পুরস্কার সঞ্জয় দেবনাথ, ৩য় পুরস্কার শাহীন আহমেদ। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি সিরাজনগর চা বাগানের ব্যবস্থাপক শামীম আহমেদ চৌধুরী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
এসএসসি ৯৪ ব্যাচের আহবায়ক সঞ্জয় দেবনাথ কুলাউড়া ও কুলাউড়ার বাইরে অবস্থানরত বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগিতায় এইরকম একটি আয়োজন সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
চড়ুইভাতির এই মিলনমেলায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ছিলেন বন্ধু সামছুর রহমান সমছু, শাহীন আহমদ, মিশকাত মজিদ রুহিন, তাফহীম আহমদ শিমুল, শাহীন আহমেদ, মঈন উদ্দিন, সামছু খান, শাহরিয়ার আফজল মাসুম, সুধাংশু বৈদ্য, হাসান আহমেদ, আশিকুল চৌধুরী, উসমান খান ফয়েজ, আমিনুল ইসলাম লিটন, জিয়াউর রহমান জিয়া, মোস্তফা কামাল পাপলু, সফিকুর রহমান, আজিজুর রহমান কাজল, খন্দকার মোস্তাকিম, মোস্তফা মিয়া প্রমুখ।
প্রসঙ্গত, 'আমরা দৃঢ় হতে চাই ঐক্যের বন্ধনে' এই শ্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে এসএসসি ৯৪ ব্যাচ কুলাউড়া উপজেলা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি প্রবাসে অবস্থানকারী বন্ধুরা দেশে এলে তাঁদের সম্মানে আড্ডার আয়োজন করে আসছে অনেকদিন ধরে। যার ফলে বন্ধুদের মাঝে একে অপরের প্রতি যোগাযোগেরও সেতু রচনা করছেন তাঁরা।







মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার

সাবেক সভাপতি



সৈয়দ জুবায়ের আলী

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের

বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য

নির্বাচিত হওয়ায়

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা



ফজলুর রহমান
সভাপতি

মিজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক



মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন
অব নর্থ আমেরিকা ইনক

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

International Mother's Language Day 2024

অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৪ উপলক্ষে

প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে



মতবিনিময় সভা

তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, সোমবার ২০২৪
সময় : সন্ধ্যা ৬:০০ টা
স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন
86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হবে

সুধী,
আগামী ২৯ জানুয়ারি ২০২৪, সোমবার, সন্ধ্যা ৬:০০ টায় বাংলাদেশ সোসাইটি ভবনে প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস সম্মিলিত উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভা আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সম্মিলিত একুশ উদ্‌যাপন উপ-কমিটি ২০২৪

ফারুক চৌধুরী — আহ্বায়ক — ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭
মোঃ নওশেদ হোসেন — প্রধান সমন্বয়কারী — ৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫
মোহাম্মদ টিপু খান — সমন্বয়কারী — ৬৪৬-৬২৩-৯৬২২
মাইনুল উদ্দিন মাহবুব — সদস্য সচিব — ৭১৮-৩১২-৯৭২১
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী — যুগ্ম-আহ্বায়ক — ৬৪৬-৩২১-৪১১৭
মোঃ মহিউদ্দীন দেওয়ান — সাংগঠনিক সম্পাদক — ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪
সুশান্ত দত্ত — যুগ্ম-সদস্য সচিব — ৭১৮-৭১০-৫৬১৭

নিবন্ধন উপ-কমিটি (সংগঠন নিবন্ধন বিষয়ক যোগাযোগ)
আবুল বাশার ভূঁইয়া (৯১৭-৬৯২-৭১৯৬), প্রদীপ মজুমদার (৩৪৭-৪৭৬-৫৩৬৫), মো: আবার বক্স (৬৪৬-৫৭৫-৯০৫৩), শহ মিজানুর রহমান (৯১৭-৩৪৫-৪৪৯৫)

সাময়িকী উপকমিটি (৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সাময়িকীর লেখা ও বিজ্ঞাপন পাঠানো জরুরী যোগাযোগ)
ফয়সল আহমদ (৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩), রিজু মোহাম্মদ (৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭), ফারহানা চৌধুরী (৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি
ডা: শাহনাজ লিপি (৯১৭-৭১৬-৭০৩৯), আবুল বাশার ভূঁইয়া (৩৪৭-২৭৯-২৬৪০), মোঃ সালী মিঠু (৭১৮-৮২০-৩৬১৯)

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৫৯৫-৯৮১২

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক || www.bangladeshsocietyinc.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সমুদ্র সম্পদ : আহরণের উদ্যোগ নিতে হবে

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাকে বলা হয় মাছের সোনালি ভান্ডার। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সমুদ্রসীমা থেকে মাছ আহরণ একেবারেই কম। শুধু মাছ নয়, সমুদ্রসীমার বিপুল সম্পদ আহরণেও রয়েছে ঘাটতি। ব্লু ইকোনমির মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার সুযোগ হারাচ্ছে বাংলাদেশ এ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবে। এক যুগ আগে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বিশাল জলরাশিতে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এতে রয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সম্পদ। বঙ্গোপসাগরের আহরিত বিশাল মৎস্য সম্পদের ক্ষুদ্র এক শতাংশ ঘরে তোলা সম্ভব হচ্ছে। বাকি ৯৯ শতাংশ সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে অন্য দেশগুলো। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় নানা প্রজাতির মূল্যবান মাছ ছাড়াও সমুদ্রসীমায় নানা ধরনের প্রবাল, গুল্মজাতীয় প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির চিংড়ি, তিন প্রজাতির লবস্টার, ২০ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ৩০০ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক পাওয়া যায়। মাছ ছাড়াও বঙ্গোপসাগরের কিছু উদ্ভিদ এবং শামুক-ঝিনুকের চাহিদা রয়েছে বিশ্ববাজারে। মাছ থেকে শুঁটকি তৈরি করে তা বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমেও বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় সম্ভব। তবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তির অভাবে ব্লু ইকোনমির সুফল ঘরে তুলতে পারছে না বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরের অন্য দেশগুলো সেই সুযোগ ঘরে তুলছে। দুই বছর আগের হিসাবে বলা হয়েছে, প্রতি বছর বঙ্গোপসাগর থেকে ৮০ লাখ টন মাছ ধরা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের জেলেরা ধরতে পারে মাত্র ৭ লাখ টন মাছ। উপকূলীয় এলাকায় ৫ লাখের বেশি জেলে প্রায় ৭০ হাজার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের সহায়তায় মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত। এসব নৌযানের বেশির ভাগই সনাতন পদ্ধতির। ছোট আকারের কিছু যান্ত্রিক ট্রলার থাকলেও সেগুলোও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। এ সুযোগে বাংলাদেশের মহীসোপান এলাকার বিশাল জলরাশিতে মৎস্য সম্পদের বেশির ভাগ অন্য দেশগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের সমুদ্রসীমার সম্পদ আহরণে সরকারকে কার্যকর পরিকল্পনা নিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ জনবল। মাছ চুরি বন্ধে সমুদ্রসীমার প্রহরা বাড়াতে হবে। সমুদ্রসীমার তেল-গ্যাস অনুসন্ধানেও নিতে হবে যথাযথ উদ্যোগ।

আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যেসব নির্দেশ জারি হয়েছে

॥ আরিশা লোদি ॥

গত ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা যুদ্ধবিষয়ক ছয়টি আদেশ জারি করেছে। তবে আদালত স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করার কোনো নির্দেশ দেননি। এ মাসের প্রথম দিকের শুনানির ভিত্তিতে রায়ের শুরুতেই কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। মামলায় দক্ষিণ আফ্রিকা গাজায় ইসরায়েলের কর্মকান্ডকে গণহত্যা বলে তুলে ধরে, কিন্তু ইসরায়েল এ অভিযোগ অস্বীকার করে। ইসরায়েল তাদের কর্মকান্ড 'আত্মরক্ষা' থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে এবং হামাস নির্মূলে এসব প্রয়োজন ছিল বলে যুক্তি তুলে ধরে। স্পষ্টত, তারা এটিও জানিয়ে দেয়, লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

ইসরায়েল দাবি করে, আইসিজে দক্ষিণ আফ্রিকার এ মামলার শুনানির এখতিয়ার রাখে না। বিচারক জোয়ান ডনোঘ তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ইসরায়েল এও বলে, দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে আবেদন করার আগে এ বিষয়ে তেল আবিবের সঙ্গে যথাযথভাবে যোগাযোগ করেনি। আদালতের নিয়ম অনুযায়ী এই রীতি মেনে চলা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। আদালত উত্তরে বলেন, প্রিটোরিয়ায় ইসরায়েলি এম্বাসিতে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযোগ দাখিল করেছিল এবং ইসরায়েল স্পষ্টত তার সাড়াও দিয়েছিল। এসব যুক্তি তুলে ধরে আদালত ইসরায়েলি কৌসুলিদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। যদিও যুক্তিতর্কে গণহত্যা নিয়ে 'বিতর্ক' নিরসন করা সম্ভব হয়নি। আদালত এ বিষয়ে রুল জারি করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা আদালতকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ৯টি পদক্ষেপ জারি করার অনুরোধ জানায়। আদালত এর মধ্যে ছয়টি বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।

আইসিজের দেওয়া রুলিং

রুলিং ১: আদালত জোর দিয়ে বলেন, ইসরায়েল ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশনের ২ নম্বর আর্টিক্যালের বিবরণ অনুযায়ী প্রযোজ্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকবে। যেমন–ফিলিস্তিনী কাউকে হত্যা করা যাবে না, কোনো ধরনের শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে তাদের পর্যুদস্ত করা যাবে না। এমনকি তাদের নির্মূলের উদ্দেশ্যে জীবনযাপনকে বাধাগ্রস্ত করে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। এ ছাড়া কোনো ধরনের নীলনকশা করে তাদের স্বাভাবিক জন্ম রোধ করা যাবে না। ১৫ জন বিচারক এ রুলিংয়ের পক্ষে এবং উগান্ডার বিচারক জুলিয়া সেবুটিনডে ও ইসরায়েলের প্রতিনিধি বিচারক আহারন বারাক বিপক্ষে ভোট দেন।

২: ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী উল্লিখিত কোনো কর্মকান্ড সংঘটিত করবে না। আগের অনুপাতে রুলটির পক্ষে-বিপক্ষে ভোটাভুটি হয় এবং সেবুটিনডে ও বারাক বিপক্ষে অবস্থান নেন।

৩: গাজায় ফিলিস্তিনীদের ওপর গণহত্যায় যারা সরাসরি জড়িত কিংবা ইন্ধন দিচ্ছে, ইসরায়েল তাদের শাস্তির আওতায় আনবে এবং প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে। এই রুলিংয়ের পক্ষে ১৬ জন রায় দেন এবং এবারও সেবুটিনডে বিপক্ষে অবস্থান নেন।

৪: ইসরায়েল গাজাবাসীর মৌলিক সেবা ও প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে। বিচারকদের মধ্যে সেবুটিনডে বিপক্ষে এবং বাকি ১৬ জন রুলিংয়ের পক্ষে ভোট দেন।

৫: ইসরায়েল গাজায় চলমান যুদ্ধাপরাধ ঠেকানোর পদক্ষেপ নেবে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে অবাধ সহযোগিতা করবে। ১৫ জন বিচারক রুলিংয়ের পক্ষে এবং সেবুটিনডে ও বারাক বিপক্ষে ভোট দেন।

৬: ইসরায়েল সরকার জারিকৃত সব ধরনের আদেশ মেনে চলার পদক্ষেপ নিয়েছে–এমন একটি রিপোর্ট রায়ের এক মাসের মধ্যে আদালতে পেশ করবে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ধাপে এ প্রতিবেদন যাচাই করতে পারবে। এ রুলিংয়ের পক্ষে ভোট পড়ে ১৫টি, এবং উগান্ডার বিচারক সেবুটিনডে ও ইসরায়েলি বিচারক বারাক বিপক্ষে ভোট দেন।

রুলিং মেনে চলা কি বাধ্যতামূলক? কিংবা বাস্তবায়নে বাধ্য করবেইবা কে?

জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসরায়েল আদালতের রুলিং মানতে বাধ্য। তা ছাড়া তাদের



পক্ষে রায়ের বিপক্ষে আপিল করারও সুযোগ নেই। এদিকে আইসিজে চাইলেই তাদের জারিকৃত আদেশগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকা বা অন্য কোনো দেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের (ইউএনএসসি) কাছে ধরনা দিতে পারে। সেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলো আদালতের জারিকৃত জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণে ইসরায়েলের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে ভোট দিতে পারবে।

সামনে আইসিজেতে কী ঘটতে পারে?

ইসরায়েলকে ফেব্রুয়ারীর ২৬ তারিখের মধ্যে জরুরি নির্দেশগুলোর ব্যাপারে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ শুক্রবার রায় ঘোষণার এক মাস পর। দক্ষিণ আফ্রিকা রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করার সুযোগ পাবে। তারপর আদালত রিপোর্ট ও গাজার বাস্তবতা যাচাই করে দেখবে। পরিশেষে এটি হতে পারে, ইসরায়েল প্রথম নির্দেশগুলো মেনে চলছে না এবং তখন নতুন করে আদেশ আরোপের প্রয়োজন হবে। প্রত্যেক বিচারক গাজায় চলমান গণহত্যাবিষয়ক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান দাবিগুলো খতিয়ে দেখবেন। সব শেষে আদালত বেশির ভাগ বিচারকের ভোটাভুটির ভিত্তিতে রুলিং দেবেন। আদালত তাঁর রায়ে বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা সংঘটনের যে অভিযোগ তুলেছে, তা 'আপাতদৃষ্টিতে' অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এ কারণে মামলাটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে।

সামনে ইসরায়েল ও গাজায় কী ঘটতে যাচ্ছে?

যদিও আইসিজে শর্ত দিয়েছিল, ইসরায়েল ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশন মেনে চলবে। তবে আদালত ইসরায়েলকে যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার কিংবা শত্রুতা না করে যুদ্ধবিরতির জন্য কোনো ডাক দেয়নি। লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নেভ গর্ডন বলেছেন, 'ইসরায়েল শত্রুতা না থামিয়ে অন্যান্য অস্থায়ী আদেশ মেনে চলবে বলে আমার মনে হয় না।' মানবিক সহায়তা বাড়ানোর জন্য যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন আছে। আগের রিপোর্টগুলোতে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে কীভাবে রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার চিত্র ফুটে উঠেছিল। সেই পরিস্থিতিতে ছিটমহলগুলোতে সহায়তা পৌঁছাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

আলজাজিরা থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

নামাজের সময়-সূচী

জানু/ফেব্রুয়ারি	২৯	৩০	৩১	০১	০২	০৩	০৪
ফজর	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫
সূর্যোদয়	৭.০৮	৭.০৭	৭.০৬	৭.০৫	৭.০৪	৭.০৩	৭.০২
জোহর	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.১০	১২.১০
আসর	৩.২৮	৩.৩০	৩.৩১	৩.৩২	৩.৩৩	৩.৩৪	৩.৩৬
মাগরিব	৫.০৯	৫.১০	৫.১২	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৭
এশা	৬.২৮	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৪

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সময়ের সাংবাদিকতা : সাংবাদিকতার জন্য সময় কোথা?

॥ মাহমুদ মেনন ॥



সাংবাদিকতা কি? সাংবাদিকতা হচ্ছে কিছু তথ্য সংগ্রহ, তা যাচাই করা, তার ভিত্তিতে খবর তৈরি করা আর সবশেষে তা পরিবেশন করা। মূলত এসব প্রক্রিয়া, ধাপ কিংবা কাজের একটি উৎপাদন কিংবা পণ্যই হচ্ছে খবর। সেই খবরের বেসাতিই সাংবাদিকতা। প্রতিটি সংবাদপত্র, যা আপনি পড়ছেন, প্রতিটি নিউজ স্টেশন, যা আপনি দেখছেন কিংবা অনলাইনে যে প্রতিটি নিউজ আর্টিকেল আপনি পড়ছেন তারই একত্রিত প্রোডাক্ট হচ্ছে এই সাংবাদিকতা। সে সাংবাদিকতায় একটিই বিবেচ্য বিষয়, তা যেনো সাধারণের ভালোর জন্য হয়। আর সেই ভালো করতে হলেই জনগণকে যে তথ্য সেবাটি আপনি দিতে চান তা যেনো হয় সম্পূর্ণভাবে যাচাইকৃত এবং সঠিক।

কিন্তু এই ওপেন ওয়েবের যুগে তা কতটা সম্ভব? আগেই বলেছি, ইন্টারনেট তথা মুক্ত ওয়েব সব কিছু বদলে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় করে বদলেছে মানুষের খবর গ্রহণ কিংবা অনুধাবনের ধরন। আপনি যত গুছিয়ে খবর দেন না কেনো, মানুষ তার খবরের রুচি মাফিক তা গ্রহণ বা বর্জন করবে। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের খবরের মানে ছাড় দেওয়ার কোনো জো আছে? নিশ্চয়ই নেই।

খবরের উপাদানগুলোর মধ্যে একটি উপাদান টু পারসুয়েড। অর্থাৎ আপনার খবর কিংবা কনটেন্ট মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করবে। তা কতটা করে কিংবা করতে পারে? তা কিন্তু এখন প্রশ্নবিদ্ধ। একটা সময় বলা হতো- ওয়াশিংটন পোস্ট আজ যা ভাবে তা আগামীকাল ভাবে গোটা আমেরিকা। অর্থাৎ ওয়াশিংটন পোস্টের খবর মানুষের মনে ভাবনার উদ্রেক ঘটায়। কিন্তু সে কথা কি আজ আর সত্য? সেটাও বলবো নিশ্চয়ই নয়। এখন সংবাদমাধ্যম মানুষের রুচি মেপে খবর দেয়, খবরের ঢঙ পাল্টায়, খবরে রঙ চড়ায়। একটা কথা তো মোটামুটি রাখঢাক ছাড়াই বলা হয়- পাঠক যা খায়!!! অর্থাৎ পাঠক বা খবরের ভোক্তা যা খাবে তাই খবর। তাহলে পারসুয়েশনটা হবে কি ভাবে? এই পাঠক যা খায় এর ধারনাই সাংবাদিকতাকে তার কক্ষচ্যুত করেছে, এমন একটা সরল মন্তব্য আমি করতেই চাই। কেনো করতে চাই সে প্রশ্ন উঠবে জানি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার একটা জনপ্রিয় ডায়ালগ লিখতে চাই- 'এলিটরা ঠিকই বুঝবেন!!' তবে কে বুঝলো কি না বুঝলো তাতে কিছু যায় আসে না। সাংবাদিকতার মূল শিক্ষা এটাই শেখায় মানুষের রুচিবোধ তৈরিতেও মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। গড্ডলিকায় গা ভাসালে মিডিয়ার চলবে না।

অথচ সেটাই হচ্ছে। তা না হলে মূলধারার সংবাদমাধ্যমেও আমরা এমন সব সংবাদ শিরোনাম দেখি যাকে স্রেফ সুরসুরির কনটেন্ট না বলে উপায় থাকে না। বোদ্ধারা নাম দিয়েছে ক্লিটবেইট। অর্থাৎ এমন কিছু দাও যেনো ভার্চুয়াল জগতের বিচরণকারিরা গিলে খায়। আর যত গিলে খাবে ততই বাড়বে পাঠক। অ্যালগোরিদমের কল্যাণে। ইন্টারনেট এক জাল। সে জাল বেয়ে বেয়ে আপনার কাছে সেই খবরই আসবে, যেসব খবরে আপনার অপার আগ্রহ। এখন আপনি খবর গিলছেন, একসময় সেই খবরের বন্যা আপনাকে গিলে খাবে। আর তাতে আপনার রুচিটাই যাবে পাল্টে। সংবাদপত্র কি রুচি তৈরি করবে? উল্টো আপনার রুচি যাতে গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকাবে এই অ্যালগরিদম। আপনার ডিভাইসে সেসবই আসতে থাকবে যাতে আপনি একদা আসক্ত ছিলেন কিংবা আগ্রহী ছিলেন, কিংবা এখনো আছেন।

এখান থেকে বেরুবার উপায় কি? সে প্রশ্ন আসবেই। সে উপায় অবশ্যই আছে। তার আগে আপনাকে সচেতন হতে হবে। সে সচেতনতা কি করে আসবে? যখন মিডিয়া আপনাকে সচেতন করবে! কারণ আপনি স্ব-উদ্যোগে সচেতন হবেন এমনটা বিশ্বাস করার বোকামো আর কেউ করে না। তো মিডিয়া কেমন করে পারবে? যতক্ষণ না আপনি সচেতন হন। বিশ্লেষকরা এর নাম দিয়েছেন মিডিয়া লিটরেসি। আমি হলফ করে বলতে পারি বিশ্বে এখন সবচেয়ে বেশি অভাব মিডিয়া লিটরেসির। কোন মিডিয়া ভালো কোনটি মন্দ সে প্রশ্ন নয়। কিন্তু কোন মিডিয়াটিকে তথা কোন মিডিয়ার খবরটিকে আপনি খবর বলে ধরবেন ও বিচার করবেন সে বিচার তো আপনারই।

সুতরাং আপনার মিডিয়া লিটরেসিই পারবে এর উত্তরণ ঘটাতে। কিন্তু বাস্তবতা কি জানেন? সমাজে, পরিচিত মহলে এমন অনেক মানুষের সাথে কথা হয়, যারা সমাজে উঁচু দরের মানুষ। কেউ শিক্ষক, কেউ চিকিৎসক কিংবা কেউ আইনজীবী। জ্ঞানে গরিমাও তাদের প্রচুর। কিন্তু দু-চারটে কথা বললেই বোঝা যাবে তিনি মিডিয়া ইলিটারেট। অর্থাৎ অশিক্ষতেরও অশিক্ষিত। কারণ তিনি মিডিয়া, খবর এসবের কোনো ধারণাই রাখেন না। বরং হোক্সে বিশ্বাস করেন। হয়তো আপনার সাথে কোনো একটি জানা খবর নিয়ে, যা প্রকৃতার্থে গুজব, তিনি কথা বলতে চাইবেন। আর আপনি যদি জানতে চান, কোথায় পেলেন তিনি এই খবর? তাহলে এমন এক পত্রিকা কিংবা খবরের উৎসের রেফারেন্স টানবেন, আপনার আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে।

এটাই সবচেয়ে বড় সঙ্কট। এরা কখনোই সচেতন হবেন না, যতক্ষণ না তাদের সচেতন করে তোলা হবে। আবার তাদের সচেতন করে তোলা কখনোই সম্ভব হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেরা সচেতন হবেন। সুতরাং বৃথাই প্রচেষ্টা।

এই বৃথা এই কারণে বলছি কারণ সমাজ সার্বিকভাবে তাদের সচেতন করতে চায় না, কিংবা রাজিই নয়। কারণ একদল মুর্খের মুর্খামির পাশাপাশি কায়েমী স্বার্থবাদী একটা গ্রুপও কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তর। ফলে ফেক নিউজ ফ্যাক্টরির মতো উদ্যোগ সমাজে রয়েছে। এরা ঘরে বসে মিথ্যা বানোয়াট খবর বানায় নিজস্ব কারখানায়। তা বাজারে ছাড়ে। অ্যালগরিদমের সুবিধাকে কব্জা করে তারা সে খবর মানুষের ফিঙ্গারটিপে নিয়ে আসে। ফলে মিডিয়া পাড়া যতই ভালো খবর, ভালো মিডিয়া বলে চিল্লাক এর প্রতিকার খুব একটা করতে পারে না।

হ্যাঁ তারপরেও থেমে থাকা যাবে না। কারণ যা কিছু ভুল, অন্যায় কিংবা অযাচিত তার দিন শেষ হবেই। ফলে হৃত গৌরব ফিরে পেতে আধুনিক সাংবাদিকতা ফ্যাক্ট চেকিংয়ের নতুন নতুন পদ্ধতি বের করে নিচ্ছে। সাংবাদিকতা গুরুত্ব দিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টলিজেন্স) এর ব্যবহার কতটা কি করে করা সম্ভব তা নিয়ে।

চ্যালেঞ্জ অন্যত্রও রয়েছে। আমাদের সনাতনি বা প্রচলিত মিডিয়াগুলোতে এসব ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত কথা বলা যেতো। যেমন বই, খবরের কাগজ কিংবা প্রামাণ্যচিত্র। এসব মাধ্যমে একটি কনটেন্ট সাজিয়ে গুছিয়ে একটি ফিনিশড প্রোডাক্ট হিসেবে জনসমক্ষে আনা যায়। কিন্তু ওপেন ওয়েবে ডিজিটাল নিউজের ক্ষেত্রে আপনার সংবাদ পরিবেশনা অনেকাংশেই লাইভ। যেনো জীবন্ত। শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। ফলে এটা সর্বদাই পাল্টে যাচ্ছে, নতুন রূপ নিচ্ছে। আর সারাক্ষণই নতুন ভাবে তৈরি হচ্ছে। ডেভেলপিং স্টোরি হিসেবেই তা বাজারে আসে। পাঠকের সামনে হাজির হয়। এর একটা সুবিধা আছে, আপনিই এই খবর ইচ্ছামতো পাল্টাতে পারেন, এডিট করতে পারেন, বারবার রিভাইস করতে পারেন। ফলে পাঠক যখন চায়, তখনই যেমন পায় তেমনি পরিবেশন যখন চায় তখনই তা পাল্টাতেও পারে। পাঠককে কেবল পকেট থেকে ডিভাইসটি বের করে আনতে হয়। আর পরিবেশককে অনলাইন এডিটিং অপশনে গিয়ে এডিট করে দিতে হয়।

এতে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে! হতে পারে কনফিউজড! কারণ তার একটি মিনি স্ক্রিনে খবরটি একেক সময় একেকভাবে ধরা দেয়। এটা পাঠক তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করে। আর তাছাড়া এখনকার সাংবাদিককে তথা সংবাদ কর্মীকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে অতিদক্ষও হতে হয় না। কিংবা হতে দেখা যায় না। কিন্তু পাঠক বড় অস্থির। তারা কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা দেখলে সেখান থেকে দ্রুত সটকে পড়ে। তাদের আর ফেরানো যায় না। সেটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। পাঠককে তার পছন্দের কনটেন্ট না দিলে সে দূরে সরে যাবে। কারণ তার কাছে আছে অজস্র বিকল্প। ফলে সঙ্কটটি ঘনীভূত হয়। পাঠককে সঠিক তথ্য দিতে গিয়ে মিডিয়া নিজেই পাঠক হারিয়ে বসে। আর সেই পাঠক হারানোর ভয়ে মিডিয়া নিজেই আবার ভুল পথে পা বাড়ায়। ক্লিকবেইট জার্নালিজম করে কিংবা ফেক নিউজ ফ্যাক্টরির ফাঁদে পা ফেলে। তখন মিডিয়াকে সারিয়ে তোলাই দায় হয়ে পড়ে।

এযেনো সেই পুরোনো সঙ্কট, কুইনাইন ম্যালেরিয়া সারাবে, কুইনাইন সারাবে কে?

এর উত্তর খুব একটা দিতে পারবো না। তবে সাংবাদিকতা থেকে আজকাল আরও যেসব হারিয়ে যাচ্ছে তার ওপর একটু আলোকপাত করা যেতে পারে। এই ২৪/৭ নিউজ স্টেশন, সামাজিক মাধ্যম, স্মার্টফোনের যুগে সাংবাদিকতা কেনো আজ গৌরব হারালো।

উত্তরটা সহজ ও এক শব্দের। তা হচ্ছে 'সময়'!

একটি বিষয়ই সাংবাদিকরা আজ আর তাদের পাশে পাচ্ছে না তা হচ্ছে সময়। তাদের প্রথম হতে হবে। অর্থাৎ সবার আগে খবরটি দিতে হবে। তাদের দ্রুত হতে হবে। অর্থাৎ সবচেয়ে দ্রুত খবরটি যোগাড় ও সাজাতে হবে। ফলে খবরের গভীরে ঢুকে তা সঠিকতা যাচাইয়ের সময় আর তাদের হাতে নেই। যে খবরটি কিংবা নিউজ স্টোরিটি সে প্রচার বা প্রকাশ করতে যাচ্ছে তা সম্পর্কে আরও ভালো করে জানার সময়ও তাদের হাতে নেই। স্রেফ কিছু কথা শুনে, তথ্য নিয়েই তারা তাদের খবরটি সাজিয়ে ফেলছে।

ফলে সত্যিকারের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ধীরে ধীরে লয় হয়ে যাচ্ছে। একটা সময়ে অর্থের অভাবে এটা করা সম্ভব হতো না। কিন্তু এখন আর সে যুক্তি খাটে না। কারণ মিডিয়ার হাতে অর্থ আছে। এখন যা নেই তা হচ্ছে সময়। কারণ সময় যত বয়ে যাবে, অর্থ আয় ততই কমে আসবে। সুতরাং যা আছে, যা পাচ্ছো দিয়ে দাও। মানুষ ওটাই খাবে। ওটা থেকেই অর্থ আসবে।

সুতরাং খবরের ভেতরের খবর, ঘটনার গভীরের ঘটনা এসব আর টেনে হিঁচড়ে লাভ নেই। বরং যদি কিছু থেকেও থাকে তাকে দাও ৮-১০ ভাগ করে। আলাদা আলাদা কনটেন্ট বানাও। অনলাইনে ছাড়ো। এভাবেই চলছে। এভাবেই চলবে। আর কটা দিন গেলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বলে কিছু ছিলো কোনো দিন, সেটাই হয়তো মুছে যাবে সাংবাদিকতা থেকে। সাংবাদিকতার হৃতগৌরব ফিরে পাওয়া? সেতো 'দিল্লি বহুদূর'!

লেখক: সাংবাদিক ও শিক্ষক

> ***খবরের উপাদানগুলোর মধ্যে একটি উপাদান টু পারসুয়েড। অর্থাৎ আপনার খবর কিংবা কনটেন্ট মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করবে। তা কতটা করে কিংবা করতে পারে? তা কিন্তু এখন প্রশ্নবিদ্ধ। একটা সময় বলা হতো- ওয়াশিংটন পোস্ট আজ যা ভাবে তা আগামীকাল ভাবে গোটা আমেরিকা। অর্থাৎ ওয়াশিংটন পোস্টের খবর মানুষের মনে ভাবনার উদ্রেক ঘটায়। কিন্তু সে কথা কি আজ আর সত্য? সেটাও বলবো নিশ্চয়ই নয়। এখন সংবাদমাধ্যম মানুষের রুচি মেপে খবর দেয়, খবরের ঢঙ পাল্টায়, খবরে রঙ চড়ায়। একটা কথা তো মোটামুটি রাখঢাক ছাড়াই বলা হয়- পাঠক যা খায়!!! অর্থাৎ পাঠক বা খবরের ভোক্তা যা খাবে তাই খবর। তাহলে পারসুয়েশনটা হবে কি ভাবে? এই পাঠক যা খায় এর ধারনাই সাংবাদিকতাকে তার কক্ষচ্যুত করেছে, এমন একটা সরল মন্তব্য আমি করতেই চাই। কেনো করতে চাই সে প্রশ্ন উঠবে জানি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার একটা জনপ্রিয় ডায়ালগ লিখতে চাই- 'এলিটরা ঠিকই বুঝবেন!!' তবে কে বুঝলো কি না বুঝলো তাতে কিছু যায় আসে না। সাংবাদিকতার মূল শিক্ষা এটাই শেখায় মানুষের রুচিবোধ তৈরিতেও মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। গড্ডলিকায় গা ভাসালে মিডিয়ার চলবে না।***



নতুন সরকারের সামনে যত চ্যালেঞ্জ

॥ তৌহিদুল হাসান নিটোল ॥

নির্বাচন শেষ হয়েছে। কিন্তু এ নির্বাচনের অসংগতি নিয়ে আলোচনা দেশি-বিদেশি রাজনীতির ময়দানে রয়েই যাবে। নির্বাচন শেষ হলেও বাংলাদেশ নিয়ে, বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে ভূ-রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হবে না। কূটনৈতিক তৎপরতাও বন্ধ হবে না। ফলে শেখ হাসিনার নতুন সরকারের সামনে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আজকের লেখায় সব চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা যাবে না, প্রধান দু-তিনটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বা সংকট হলো দেশে-বিদেশে এ নির্বাচনের বৈধতার সংকট মোকাবিলা করা। একই সংকট ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরও ছিল। সরকার সে মেয়াদ সফলভাবেই শেষ করেছে। এবারের নির্বাচনে আমেরিকাসহ বিদেশি কিছু রাষ্ট্র বা জোটের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল নজিরবিহীন। সরকারবিরোধী পক্ষ দেশে-বিদেশে বাংলাদেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে বলে প্রচার চালিয়েছে। বাংলাদেশ বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চার দেশ। এদেশের সংবিধান মতে বহুদলীয় মত-পথ নিয়েই এ রাজনীতি চলমান থাকার কথা; কিন্তু সেখানে ফাটল রয়েছে। বর্তমান সংসদে প্রকৃত সরকারবিরোধী দল বা জোট নেই। এ সংসদ নিয়ে আইনগতভাবে বৈধতার প্রশ্ন না থাকলেও নৈতিকতার প্রশ্ন আছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ এ নির্বাচনের ভোটে অংশ নেয়নি। নির্বাচন কমিশন বলেছে, এবারের নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪১.৮ শতাংশ। আমরা একটু অতীতের দিকে তাকাই। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন থাকায় সেগুলো বাদ দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৮৭ শতাংশ। এর আগে ২০০১ সালে ৭৫.৫৯ শতাংশ, ১৯৯৬ সালে ৭৫.৬০ শতাংশ এবং ১৯৯১ সালে ৭৪ শতাংশ। ফলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, এবারের নির্বাচনে বর্জনকারী অংশটি ভোট দিতে আসেনি। নতুন সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নির্বাচন বর্জনকারী অংশ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে এনে সরকার পরিচালনা করা। তাদের সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা। পাশাপাশি বিদেশি রাষ্ট্র, যারা এ সরকারের ব্যাপারে সমালোচনামুখর, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। আমরা চাই বা না চাই, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল না হলে বিদেশি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতা চলতেই থাকবে।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আমূল পরিবর্তন করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা দেশে-বিদেশে সবাই করছে। তবে বেশকিছু মানবাধিকার সংস্থা বলছে, শেখ হাসিনা উন্নয়ন করেছেন ঠিকই, কিন্তু দেশ থেকে গণতন্ত্র নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। গণতন্ত্রহীনতার এ ভাষ্য রাজনৈতিকভাবে মীমাংসা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে কিনা আমার জানা নেই। একদলীয় শাসনব্যবস্থার তকমা থেকে বেরিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আমূল পরিবর্তন করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা দেশে-বিদেশে সবাই করছে। তবে বেশকিছু মানবাধিকার সংস্থা বলছে, শেখ হাসিনা উন্নয়ন করেছেন ঠিকই, কিন্তু দেশ থেকে গণতন্ত্র নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। গণতন্ত্রহীনতার এ ভাষ্য রাজনৈতিকভাবে মীমাংসা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে কিনা আমার জানা নেই। একদলীয় শাসনব্যবস্থার তকমা থেকে বেরিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এরপরের চ্যালেঞ্জ অর্থনৈতিক। বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে ভালো সময় ছিল করোনাপূর্ব ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯-এ বছরগুলো। সে বছরগুলোতে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ৭ শতাংশের উপরে। ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো চলছিল, দ্রব্যমূল্য ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। এরপরই করোনার বছরে ২০২০ সালে জিডিপি কমে আসে ৫ শতাংশের কাছাকাছি। ২০১৯ সালের পর বাংলাদেশের জিডিপি আর ৭ শতাংশের ঘরে যেতে পারেনি। জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সঙ্গে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে এনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা এবং ডলার সংকট কাটিয়ে দেশে আমদানি-রপ্তানির বাজার গতিশীল রাখাও সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ। যদিও বিষয়টি সহজ হবে না বলেই মনে হচ্ছে। তার কারণ উল্লেখ করছি।

২০২৩ সালে বিশ্ব যেভাবে যুদ্ধ দেখেছে, ২০২৪ সালে সেটি বাড়বে বৈ কমবে না। ইসরাইল-গাজা যুদ্ধের ১০০ দিন পার হয়ে গেলেও যুদ্ধবিরতির কোনো লক্ষণ নেই। এ একই যুদ্ধের কারণে নতুন করে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজ চলাচলে সংকট দেখা দিয়েছে। ফিলিস্তিনে যুদ্ধ বন্ধের দাবি তুলে ইসরাইলগামী জাহাজ বন্ধের নামে মূলত লোহিত সাগর পাড়ি দেওয়া প্রায় সব জাহাজেই হামলার চেষ্টা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। লোহিত সাগর বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ এ পথ ব্যবহার করে আনা-নেওয়া করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক এ পথ ব্যবহার করেই ইউরোপে পাঠানো হয়। লোহিত সাগরের পথ পরিষ্কার না হলে বাংলাদেশসহ এশিয়ার পণ্যবাহী জাহাজ ঘুরপথে অর্থাৎ পুরো আফ্রিকা ঘুরে ইউরোপে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে জাহাজ ইউরোপে যেতে দশ দিন সময় বেশি লাগে এবং খরচ বেড়ে হয় দ্বিগুণ। বেতন-ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলন, ডলার সংকট এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিয়ে বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টর নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। তার মাঝে মধ্যপ্রাচ্য সংকট শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য এক বড় ধাক্কা। সহসাই মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সমাধান হচ্ছে না। ফলে অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে এনে করোনাপূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া বাংলাদেশ সরকারের জন্য সহজ হবে না।

আওয়ামী লীগ সরকারের ইশতেহারের মূল স্লোগান হলো- 'উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান'। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও সরকারকে বেগ পেতে হবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। আমরা যদি বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকাই তাহলে দেখব, বিশ্বমন্দার কারণে সারা বিশ্বেই কর্মী ছাঁটাই চলছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে দেশে যে হারে কর্মসংস্থান বাড়ছিল, এখন তা হ্রাস পেয়েছে। এদিকে প্রতিবছর লক্ষাধিক গ্র্যাজুয়েট পাশ করে বেরোচ্ছে, যাদের অধিকাংশই কাঙ্ক্ষিত চাকরিতে প্রবেশ করতে পারছে না। শুধু বাংলাদেশ নয়, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থবির অবস্থা বিরাজমান। আর এ স্থবির অর্থনীতিতে বেকারত্বের হার বাড়বে। এরই মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের (এআই) আবির্ভাবের ফলে বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র আরও সংকুচিত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে নীরব বেকারত্ব চলছে, এ বেকারত্ব দূর করে ইশতেহার বাস্তবায়ন করাও সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ উন্নতি করছে। ইতোমধ্যে দেশের তরুণরা প্রযুক্তি খাতে আশার আলো দেখাচ্ছে। সরকার নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে বা স্টার্টআপে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। তবে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির কাজ আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতি এদেশের তরুণ সমাজের বিপুল সমর্থন ছিল। অথচ যে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে তরুণ সমাজ আশা করেছিল, তা হয়নি। তবে এখনই আশাহত না হয়ে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকারকে আরও টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। স্টার্টআপের জন্য ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থা সহজ করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেমিকন্ডাক্টর, মাইক্রো চিপ, স্মার্টফোন ইত্যাদি উৎপাদনের পথে হাঁটবে বাংলাদেশ। ফলে তরুণদের জন্য দেশে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। এক হিসাবে দেখা গেছে, দেশের মন্ত্রণালয়গুলোতে প্রায় পাঁচ লাখ সরকারি পদ খালি পড়ে আছে। নিয়োগ হচ্ছে না। খালি পদগুলোতে একযোগে শিক্ষিত তরুণদের নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। সরকার জেলায় জেলায় ইকোনমিক জোন তৈরি করেছে। সেখানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

দেশের রপ্তানিমুখী পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে। শুধু গার্মেন্ট পণ্য রপ্তানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর কথা বহু বছর ধরেই অর্থনীতিবিদরা বলে আসছেন। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বাংলার ঐতিহ্য; অথচ সেই ঐতিহ্য থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ শিল্প খাতে জাগরণ তৈরি হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। সরকার সেদিকে নজর দিলে দেশে কর্মসংস্থান আরও বাড়বে।

লেখক: সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড লিবার্টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনানে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারিংসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কোনো এক সাঙ্কারার প্রতীক্ষায়

॥ খান হাবিব মোস্তফা ॥

মার্কিন, ফরাসি ও আইভরিকোস্টের সহায়তায় ১৯৮৭ সালে সাঙ্কারার প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু ক্যাপ্টেন কম্পেওর তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। ১৪টি বুলেট তার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেল স্বাধীন, স্বনির্ভর ও উন্নত দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা টগবগে এক তারুণ্য।

পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ, নাম বুর্কিনা ফাসো। এক লাখ পাঁচ হাজার ৯০০ বর্গমাইলের এই দেশটিই একসময় শোষিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের দ্বারা। তখন দেশটির নাম ছিল আপার ভোল্টা। ১৯৪৯ সালে এই ভূখন্ডেই জন্ম নিয়েছিল এক কালজয়ী বিপ্লবী, নাম থমাস সাঙ্কারা। ১৯৬০ সালে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর শাসক শ্রেণীর বিলাসিতা, শোষণ, দুর্নীতি আর ভূস্বামীদের দৌরাত্ম্য দারুণভাবে আঁচড় কেটেছিল সাঙ্কারার কিশোর মনে। তখনই তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন সব কিছু বদলে দেয়ার। তাই তো যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে। ১৯৮৩ সাল, সাঙ্কারা তখন ক্যাপ্টেন। প্রচন্ড এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হয়ে গেলেন আপার ভোল্টার প্রেসিডেন্ট, বয়স মাত্র ৩৩ বছর। ক্ষমতায় এসেই জাতিকে চমকে দিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের বেতন ৪৫০ ডলার নির্ধারণ করলেন। কর্তন করলেন সব মন্ত্রী, পার্লামেন্ট মেম্বার ও সরকারি কর্মকর্তার বেতন। ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য বিক্রি করে দিলেন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা মার্সিডিজ বেঞ্চের বিশাল বহর। আর সরকারি কাজে বরাদ্দ দিলেন তৎকালীন বাজারের অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের গাড়ি। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিদেশে চিকিৎসা নেয়া নিষিদ্ধ করলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অবিস্মরণীয়ভাবে ২৫ লাখ শিশুকে বাতজ্বর, কালাজ্বর ও হামের টিকাদান সম্পন্ন করলেন।

১৯৮৪ সালে সাংবিধানিকভাবে দেশের নাম বদলে দিলেন। নতুন নামকরণ করা হলো- বুর্কিনা ফাসো, অর্থাৎ- সৎ মানুষের দেশ।

ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সব জমি কেড়ে নিয়ে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তার দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে হেক্টর প্রতি গমের উৎপাদন এক হাজার ৭০০ কেজি থেকে বেড়ে দাঁড়াল তিন হাজার ৮০০ কেজিতে। তিনি চার বছরে ১০ মিলিয়ন বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সাহেল অঞ্চলসহ দেশকে মরুকরণের কবল থেকে বাঁচাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ঠিক একইভাবে শিক্ষা বিস্তারে ৩৫০টি গোত্রকে একযোগে কাজে লাগিয়ে মাত্র চার বছরে সাক্ষরতার হার ১৩ থেকে ৭৩ শতাংশে উন্নীত করেন। জাতিকে স্বনির্ভর করতে সব বৈদেশিক ঋণ এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়ে জাতির উদ্দেশে এক ঐতিহাসিক উক্তি করলেন- 'যে তোমাদের খাওয়াবে, সেই তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে।' তার এমন সব বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তের কারণে আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যেতে থাকে দেশ। আর তিনি হয়ে ওঠেন জনতার অবিসংবাদিত নেতা।

এ দিকে একটি দিনের জন্যও থেমে থাকেনি ফরাসি-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। তারা প্রতিনিয়ত উসকানি দিয়ে গেছে জাতিগত বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসবাদে। সেগুলো তিনি সফলভাবে দমন করতে সক্ষমও হয়েছিলেন। সব কিছু বুঝেই তিনি আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আফ্রিকাজুড়ে বৃহত্তর ঐক্যের ডাক দেন। আর মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন- 'বিপ্লবীরা প্রত্যেকেই আলাদা সত্তা। মানুষকে হত্যা করা যায়, কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায় না।'

মার্কিন, ফরাসি ও আইভরিকোস্টের সহায়তায় ১৯৮৭ সালে সাঙ্কারার প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু ক্যাপ্টেন কম্পেওর তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। ১৪টি বুলেট তার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেল স্বাধীন, স্বনির্ভর ও উন্নত দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা টগবগে এক তারুণ্য।

ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এই তরুণ বিপ্লবী তার জীবন ও কর্ম দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, কারো চরিত্রে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকলে সব কিছু বদলে দেয়া সম্ভব। আর তা হলো-

১. সঙ্কল্প; ২. সাহস; ৩. নৈতিকতা ও ৪. দেশপ্রেম, যদিও নব্বই দশকের শেষের দিকেই সমাজতন্ত্র তার জন্মভূমিতেই একপ্রকার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। আর অন্যান্য দেশে তার আবেদন হারিয়ে অকার্যকর রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে হিমঘরে চলে যায়। তবুও ব্যক্তি থমাস সাঙ্কারা বিশ্বব্যাপী তরুণদের মধ্যে রেখে যান সমাজ বিপ্লবের উন্মাদনা। সেই উন্মাদনা আজো দুর্বিনীত। পিনাকী ভট্টাচার্যের সময়ের আলোচিত এই উক্তি যেন সাঙ্কারার মতো বীরদের জন্যই রচিত হয়েছে- 'মানুষ বিজয়ীকে মনে রাখে না, মনে রাখে বীরদের।'

নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের প্রতিটি মিছিলের জনপ্রিয় সোগান ছিল- 'রুশ ভারত মার্কিন চীন, ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন।' বর্তমান বাস্তবতায় সেই সোগান আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ওদের দিন ফুরিয়ে যায়নি; বরং আরো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে আমাদের। রাজনৈতিক সমস্যা বাংলাদেশে, বৈঠক বসে দিল্লিতে। নির্বাচন হয় বাংলাদেশে, পলিসি নির্ধারিত হয় দিল্লিতে। দেশের রাজধানী ঢাকা, অথচ কূটনৈতিক ব্রিফিং দেয়া হয় দিল্লিতে গিয়ে। এক পক্ষ দিল্লি গিয়ে আবেদন জানায়, 'যেকোনো মূল্যে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে হবে।' আরেক পক্ষ দরখাস্ত নিয়ে বসে থাকে আরো পশ্চিমে, 'আমাদের জন্য কিছু একটা করো'। এ কেমন স্বাধীনতা? আজ শাসক শ্রেণীর বিলাসিতা, দুর্নীতি, অবিরত নির্লজ্জ মিথ্যাচার আর আইনের অপপ্রয়োগে বিক্ষুব্ধ ও দিশেহারা জাতি।

প্রচলিত ধারার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর রক্ষণাত্মক ও দুর্বল কৌশল আর প্রৌঢ় নেতৃত্বের গতিহীনতায় বীতশ্রদ্ধ ও আস্থাহীন হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ যার ফলে এখন দায়িত্ব এসে বর্তেছে তরুণদের ওপর। জাতির এই সঙ্কটকালে সাহস ও উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে ওই সব তরুণদের, যাদের বয়স ৩০ থেকে ৫০-এর মধ্যে, যাদের অনুপ্রেরণা হতে পারে থমাস সাঙ্কারার সাহসী নেতৃত্বগুণ ও সিদ্ধান্ত। জাতির বর্তমান প্রজন্ম ও বৃহত্তর অংশ যেন প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে শুরু করেছে কোনো এক সাঙ্কারার উত্থান ও নেতৃত্বের যিনি হবেন উন্নত নৈতিকতায় সমৃদ্ধ, দুর্বার গতিসম্পন্ন সাচ্চা এক দেশপ্রেমিক।



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল,এল,এম, করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ভিসা বুলেটিন
ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার

প্রথম (এফ-১)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ১ জানুয়ারী ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরাঃ

এ. (এফ২এ)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েরাঃ ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০২০।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরা (২১ বছর বা তদুর্ধবয়সী ছেলে ও মেয়েরাঃ অক্টোবর ০১, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ২২ এপ্রিল ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই-বোনঃ ২২ মে ২০০৭।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে এবং চাকরিভিত্তিক অগ্রাধিকার জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

ইমিগ্রেশন কেস ফাইল করাঃ

আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে ইমিগ্রেশনে কেস ফাইল করা সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করছি। ইমিগ্রেশনের অধিকাংশ কেস ফাইল করা খুব সাধারণ এবং সহজ। ইমিগ্রেশনের ওদের সাইটও অত্যন্ত সহায়ক। এই ওয়েব সাইটটি খুব সতর্কতার সঙ্গে দেখে নেবার জন্য আমরা পরামর্শ দেই। কিংবা না বুঝতে পারলে বা কোন সুনির্দিষ্ট পরামর্শ থাকলে ইউএসসিআইএস'র সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়াও কোন কেস ফাইল করার আগে কোন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞের সার্থে পরামর্শ করা যেতে পারে। কেস ফাইল করার আগে নিম্নে উল্লেখিত কয়েকটি ধাপ যা অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপযুক্ত ফরমঃ

উল্লেখ্য যে, একটি ইমিগ্রেশন ফরম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার পরই কেবল কেস শুরু হতে পারে। প্রতিটি কেসের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ফরম পূরণ করতে হবে। সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ হবে



উপযুক্ত ফরম বা ফরমসমূহ নির্ধারণ করা এবং ফরম সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর আরো নিশ্চিত হতে হবে যে সাম্প্রতিক ভার্সনের ফরম পূরণ করা হচ্ছে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ফরম সংশোধন করে থাকে। নতুন ভার্সন প্রবর্তন করার পর পুরানো ভার্সনের ফরম আর গৃহীত হয় না। যদি কেউ পূরণো ফরম ব্যবহার করে তবে তার কেস প্রত্যাখ্যান হবে এবং তা ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট থেকে ফরমটি নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। ইউএসসিআইএস'র কাছে আবেদন করে মেইলেও ফরম পাওয়া যেতে পারে।

ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে নিচের নির্দেশাবলী ভালো করে পাঠ করে সেটা অনুসরণ করতে হবে। প্রত্যেক ফরমের নীচে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। সঠিক স্থানে স্বাক্ষর করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডুকুমেন্টেসঃ

প্রত্যেক আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট জরুরী। প্রত্যেক ফরমে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তালিকা রয়েছে নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথাও বলা আছে ফরমে। উদাহরণস্বরূপ ফরমে জন্ম সনদ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনার জন্ম সনদ কখনো রেজিস্টার করা হয় নি। এক্ষেত্রে আপনি আপনার জন্ম সনদের পরিবর্তে জন্মের দুটি এফিডেভিট সাপোর্টিং হিসেবে সংযুক্ত করাতে পারেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাপোটিং ডকুমেন্ট অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে অথবা অন্য ভাষার সঙ্গে অবশ্যই ইংরেজি অনুবাদের কপি সংযুক্ত করে দিতে হবে। ফরমের সঙ্গে অরিজিনাল কপি পাঠালে সেটা রেকর্ডের অংশ বলে গণ্য হবে এব ইমিগ্রেশন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত দেবে না। সাপোর্টি ডকুমেন্টগুলো কাগজের একদিকে লিখিত হতে হবে।

ইমিগ্রেশন ফিঃ

প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন তখনই গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদান করা হবে। যদি নির্দিষ্ট ফি'র অধিক ফি প্রদান করা হয় তখন সেক্ষেত্রে আবেদন ফেরত পাঠানো হয়। যেমন আই-১৩০ ফরমের জন্য পাঠাতে হবে ৫৩৫ ডলার। সেক্ষেত্রে আপনি যদি ৪৫০ ডলার চেক পাঠান তবে ইমিগ্রেশন সেটা আপনার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ইমিগ্রেশন মাঝে মধ্যে ফি সংশোধন করে। আবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

কোথায় আবেদন ফাইল করতে হবেঃ

ইমিগ্রেশন মেইলেও আবেদন গ্রহণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন লাইনেও আবেদন করা যায়। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে সঠিক ঠিকানায় আবেদন মেইল করা হচ্ছে কিনা। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে সঠিক ঠিকানা পাওয়া যাবে। অধিকাংশ সময় এক্সপ্রেস মেইলের ঠিকানা ইউএস পোস্ট অফিসের ঠিকানা থেকে পৃথক হয়। একটি এনভেলাপে একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামর্শ থাকবে আমাদের। উদাহরণঃ আপনি একজন ইউএস সিটিজেন আপনি আপনার মা-বাবার গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে চান। সেক্ষেত্রে আপনাকে দুটি আই-১৩০ ফরম পূরণ করতে হবে এবং ইমিগ্রেশনে ফি'র জন্য দুটি পৃথক চেক পাঠাতে হবে। আপনি একসঙ্গে উভয় ফরম মেইল করতে চাইলে আপনাকে উভয় ফরম আলাদা করে পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

আসলে অধিকাংশ ইমিগ্রেশন ফরম পূলণ করাই সহজ এবং সাধারণ। তবে প্রয়োজনে একজন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো। ফরম, ফি এবং মেইলিং ঠিকানা নির্দিষ্ট থাকে না। মাঝে মধ্যে পরিবর্তন হয় কোন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করলে আপনার সময় বাঁচবে। সেই সাথে জটিলতা এড়ানো যাবে। ভুল এবং বেঠিক তথ্য দিলে কতিপয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট সাধারণ তথ্য এবং ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া জানা যাবে। তবে আপনার পরিস্থিতি যদি ব্যতিক্রমী হয় তবে সেক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন প্রফেশনালের সাথে পরামর্শ করা ভালো। কারণ সমস্যা সঠিক এবং সুস্পষ্টকরে উল্লেখ করলে তবেই তার জন্য সঠিক পরামর্শ এবং সমাধান পাবার উপায় খুঁজে পাওয়অ সম্ভব।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

দিল্লি

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥



খুশবন্ত সিংয়ের বইটি পড়ার পর আমার মধ্যে একধরনের পাগলামো শুরু হয়ে গেল। নতুনভাবে দিল্লিকে জানার জন্য আমি বইপুস্তক ঘাঁটতে শুরু করে দিলাম এবং দিল্লির মাটি ও মানুষ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা নেয়ার জন্য নিজেকে ইবনে বতুতা, মার্কো পলো অথবা হেরোডোটাস সাজিয়ে লম্বা সময় নিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিলাম। মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থ কিংবা মৌর্য সম্রাট অশোকের জমানার শ্রীনিভাস পুরীর সাথে মুসলমানদের তৈরি দিল্লির কী সম্পর্ক তা জানার জন্য আমি সেবার যে কষ্ট করেছিলাম তা স্মরণ করলে নিজের হাসি থামাতে পারি না। ব্রিটিশরা কেন দিল্লিকে ১০০ বছর ধরে পাঞ্জাব প্রদেশের অধীন একটি ছোট শহর বানিয়ে রেখেছিল এবং ১৯১১ সালে হঠাৎ করে কেনই বা কলকাতা থেকে তাদের রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে গেল তা চিন্তা করতে গিয়ে আমার মাথার চুল পড়তে শুরু করল। আর কেন বাংলাদেশের ভূখণ্ড গত পাঁচ হাজার বছর ধরে দিল্লিকে ঘৃণা করে তা খুঁজতে গিয়ে আমি প্রায় মরিমরি অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম।

আজকের নিবন্ধে দিল্লি নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গেলে রীতিমতো মহাভারত রচনা করতে হবে। সুতরাং ইতিহাস বর্ণনা না করে বরং ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমার মনে কেন দিল্লি নিয়ে নিবন্ধ রচনার সাধ জাগল সে ব্যাপারে কিছু বলি। বাংলাদেশের ডামি নির্বাচনের কলকাঠি যে দিল্লি থেকে নাড়ানো হয়েছে তা এখন এই দেশের পাগলরাও বুঝে গেছে। অন্য দিকে যারা কলকাঠি নেড়েছে তাদের লোকজন মশকারা করে স্বামী বলার চেষ্টা করছে। অথচ শব্দটির রয়েছে বহুমাত্রিক অর্থ। সংস্কৃত শোয়ামি থেকে স্বামী শব্দের উদ্ভব যা প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুযায়ী একটি সম্মানজনক উপাধি। কোনো নারী কিংবা পুরুষ দীর্ঘ দিন ত্যাগের পথ অনুসরণ করে যে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেন এবং তপস্যা করতে করতে যখন সিদ্ধি লাভ করেন তখন তাদের স্বামী উপাধি দেয়া হয়।

আমাদের দেশে স্বামী বলতে সাধারণত পুংলিঙ্গ বোঝালেও মূলত আদি উৎস সংস্কৃত ভাষায় স্বামীর কোনো লিঙ্গ নেই। এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ উপাধি যা নারী-পুরুষ যে কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। হিন্দিতে স্বামী বলতে প্রভু, শিক্ষক, রাজ-পুত্র, দেবতার প্রতিচ্ছবি অথবা দেবালয় অর্থাৎ মন্দির বোঝানো হয়ে থাকে। এটি সাধারণত ভারতের উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থানে ব্যবহৃত আঞ্চলিক উপাধি যার সাথে দিল্লি-ভারতবর্ষ এবং বাংলার কী সম্পর্ক রয়েছে তা নিয়েও আজকের নিবন্ধে সাধ্যমতো আলোচনার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে বাংলা ভাষায় স্বামী বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলে নিই। একজন নারীকে বিয়েশাদির মাধ্যমে অবাধে শারীরিক সম্পর্কে জড়ানার যিনি অধিকারী তিনিই স্বামী। তিনিই স্বামী যিনি তার স্ত্রীর ওপর অধিকার প্রয়োগ করেন এবং ইচ্ছেমতো বিধিনিষেধ আরোপ করেন। স্বামীর ঔরসে উৎপন্ন এবং স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব সীমাহীন। বৈবাহিক সম্পর্কে স্বামী একগামী কিংবা অনায়াসে বহুগামী হতে পারে, অর্থাৎ একই সাথে বহু পাত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখতে পারে। স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন পুরুষের স্বামীত্ব বজায় থাকে। স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর উপাধি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তখন তাকে বিপত্নীক বলে ডাকা হয়। কিন্তু স্ত্রী যদি আইনসঙ্গতভাবে পরিত্যাজ্য হন তবুও স্বামীত্ব চলে যায় না-সে ক্ষেত্রে স্বামীকে বলা হয় প্রাক্তন স্বামী।

ডামি মার্কা নির্বাচনের পর দিল্লির বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা ও ক্রোধে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। দিল্লির কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামীরা যেভাবে বাংলাদেশের ওপর গত ৫২ বছর ধরে ক্রমাগত ছড়ি ঘুরিয়ে আসছে সেই ছড়ির পরিণতি অনাগত দিনে কিরূপ হতে পারে তার কিছু নমুনা ইতিহাস থেকে বর্ণনা করছি। বাংলা নিয়ে সুলতানি আমলে কিংবা মোগল আমলে যখন দিল্লির তৎকালীন স্বামীরা বাড়াবাড়ি করেছে ঠিক তখনই বাংলা বিদ্রোহ করে বসেছে। সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য গিয়াস উদ্দিন বলবন, ফিরোজশাহ তুঘলক, সম্রাট আকবরের সেনাপতি মহ-ারাজা মানসিংহ ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মীর জুমলা বাংলাদেশে এসেছেন বটে কিন্তু যুদ্ধ করে বাঙালিকে দমাতে পারেননি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের জমানায় দু'দফায় সুবেদার শায়েস্তা খান ২০ বছরের জন্য শান্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু শেষ অবধি টিকতে পারেননি। পরে নবাব মুর্শিদ কুলি খান রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় নতুন প্রেক্ষাপট।

ইংরেজ জমানার পুরোটা সময় পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ, বিহার-আসাম সবসময়ই ছিল অগ্নিগর্ভ। বারবার প্রশাসনিক রদবদল-বিভক্তি ও শত দমন-পীড়নেও বাংলার মাটি থেকে সূর্যসেনের মতো বিপ্লবী তৈরি হওয়া বন্ধ করতে পারেননি; বরং ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে বাংলা ব্রিটিশদের কাছে কতটা গলার কাঁটা হয়েছিল তা সদরঘাটের বাহাদুর শাহ পার্কের ইতিহাস পড়লেই টের পাওয়া যায়। পাকিস্তান জমানায় দিল্লি পূর্ববঙ্গে প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও তাদের তাঁবেদার খয়ের-খাঁ ও এজেন্টদের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের শিল্পায়নের সর্বনাশ করেছিল এবং রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়ে আরো সব কী করেছিল তা আমরা কমবেশি সবাই জানি।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের ওপর অনৈতিক চাপ, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য আওয়ামী লীগে বিভক্তি, ছাত্রলীগে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত এবং জাসদ-সর্বহারাদেরকে মদদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের আজকের দিন পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে যা কিছু করছে তার ফলে এ দেশের বৃক্ষ-লতা-পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে মানুষের দেহে যে বিষ ব্যথা তৈরি হয়েছে তা ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে।

ডামির আগে ভারত দেশের ছোট-বড় রাজনৈতিক দলের সাথে সমানতালে খেলেছে। প্রেস ক্লাবের সামনে যেসব ছোট ছোট দল ছোটখাটো পথসভা করে তাদের মধ্যেও সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি হওয়ার লোভের বীজ বপন করেছে। দেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সাথে তাদের কেমন যোগাযোগ ছিল তা তরিকত ফেডারেশনের নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারি কিংবা তার ভাতিজা নবগঠিত সুপ্রিম পার্টির নেতা সাইফুদ্দীন মাইজভাণ্ডারির নির্বাচনী প্রতীক একতারার তারের বেহাল দশা দেখলেই বোঝা যাবে। হেফাজতের একাংশ, সিলেটের ফুলতলী পীর কিংবা আটরশির ফয়সালের গোলাপ ফুলের করুণ দশার পর তাদের কাছে যদি এখন কোনো ভারতীয় এজেন্ট কথা বলতে যায় তবে মাজারপন্থীদের মেজাজ ঠিক থাকবে না।

ডামির আগে বিএনপি-জামায়াত-জাতীয় পার্টিকে নিয়েও ভারত খেলেছে এবং সবাইকে ফাঁকি দিয়ে জুয়ার ধন তুলে দিয়েছে প্রিয়জনের হাতে। ফলে ডামি নির্বাচন-পরবর্তী সময় পরিবেশ ও প্রতিবেশ এখন দিল্লির জন্য দুর্বোধ্য, ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর হয়ে পড়েছে।

দিল্লি সম্পর্কে এত কিছু বলার অর্থ হলো, দিল্লির প্রকৃতি ও পরিবেশ মহাকাল থেকেই জীবাণুযুক্ত। দিল্লির কবলে পড়লে ফেরেশতা কিভাবে শয়তানে পরিণত হয় তা খুশবন্ত সিংয়ের দিল্লি উপন্যাসের পরতে পরতে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ফিরিসতা রচিত তারিখ-ই-ফিরিসতা গ্রন্থে এবং গুলশান-ই-ইব্রাহিমি গ্রন্থে মুসলিমদের ভারত বিজয়ের আগের সর্বভারতীয় ইতিহাস বর্ণনা করে গেছেন। দিল্লিকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারত, আফগানিস্তান ও উত্তর ভারতের হাজার বছরের ক্ষোভ ফি-রিসতা গ্রন্থে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন। দিল্লির প্রতাপশালী শাসকদের মধ্যে একমাত্র সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির মাটি ও মানুষের বিষাক্ত রসায়ন বুঝতে পেরে তার রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেছিলেন। পৃথিবীর তাবৎ সুসভ্য ও মেধাবী অভিযানকারী দিল্লিতে স্থায়ী হননি। আলেকজান্ডার, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, পৃথ্বিরাজ চৌহান, মুহাম্মদ ঘুরি প্রমুখ দিল্লির মাটি স্পর্শ করেননি। হর্ষবর্ধন-শশাঙ্ক, শিবাজি রাও, রণজিৎ সিং যেমন দিল্লির নাম শুনতে চাননি তদ্রূপ মহাভারতের পান্ডব-কৌরবরা দিল্লির পার্শ্ববর্তী হরিয়ানায় যুদ্ধ করেছে কিন্তু তৎকালীন দিল্লি অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থের ধারেকাছেও যায়নি।

নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ আবদালি এবং তৈমুর লং ভারত জয় করলেও দিল্লিতে অবস্থান করেননি। এমনকি দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো যথা অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা অঞ্চলে বিগত হাজার বছরের ইতিহাসে অনেক বড় রাজবংশ, রাজাধিরাজ তৈরি হয়েছেন কিন্তু তারা দক্ষিণ ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও মহাত্মা গান্ধী ছাড়া অন্য কেউ দিল্লির কেন্দ্রীয় রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। আর সেই দক্ষিণ ভারত থেকেই নরেন্দ্র মোদি বাবরি মসজিদ ভেঙে উগ্র হিন্দুত্ববাদের দেবতা হয়ে দিল্লির মসনদে বসে দিল্লির বিষাক্ত ইতিহাসের সাথে নিজের রক্তাক্ত হাতের ছোঁয়া লাগিয়ে ভারতবর্ষে কী সব কান্ড করে চলেছেন তা আমরা সবিস্তারে না জানলেও বাংলাদেশে যা কিছু করেছেন তা আমাদের রক্ত-মাংসের ভেতর এমনভাবে ঢুকে গেছে যার প্রতিক্রিয়া জন্ম-জন্মান্তরে আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকবে।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। দিল্লির স্বামীদের অনাগত পরিণতি বাংলার জমিনে কী হবে তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে হালআমলে তারা আফগানিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপ থেকে যেভাবে বিতাড়িত হয়েছে তার চেয়েও করুণ পরিণতি তাদের উপহার দেয়ার জন্য বাংলার আকাশ-বাতাস-স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



মিয়ানমারের গৃহদাহে বাংলাদেশ ‘চা পড়া’ খাবে?

॥ শেখ রোকন ॥

মিয়ানমারবিষয়ক দুই সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ ডাচ কূটনীতিক লাতিশিয়া ফন ডেন আসুম ও থাই কূটনীতিক কোবসাক চুটিকুল যৌথভাবে একটি নিবন্ধ লিখেছেন বুধবারের ব্যাংকক পোস্টে। আজ রোববার থেকে লাওসের প্রাচীন রাজধানী লুয়াঙ প্রাবাঙে শুরু হওয়া আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দু’দিনব্যাপী বৈঠক সামনে রেখে তারা আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মিয়ানমার সংকট নিয়ে কোনো স্পষ্ট পথ দেখাতে পারছে না। এখনও ‘চা পড়া’ খেয়ে যাচ্ছে।

ইংরেজি ভাষার ‘চা পড়া’ প্রবচনের উৎস প্রাচীন চীন। তখন গরম পানিভর্তি কাপে চায়ের পাতা দিয়ে কাউকে পান করতে বলা হতো। তার পর তলানিতে চায়ের পাতাগুলো পড়ে থাকার নকশা দেখে গুনিনরা তার ভবিষ্যৎ গণনা করে দিতেন। কিন্তু নাফ নদের ওপারের পরিস্থিতি এতটাই স্পষ্ট, ভবিষ্যদ্বাণী করতে চা পড়া প্রয়োজন হয় না।

গত ২৭ অক্টোবর ‘অপারেশন ১০২৭’ শুরুর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা হারাচ্ছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। বাংলাদেশের সীমান্তলাগোয়া চিন ও রাখাইন স্টেটেও পরিস্থিতি তথৈবচ। বিশেষত রোহিঙ্গা অধ্যুষিত রাখাইন স্টেটে রাজধানী শহর ‘সিত্তে’ বা প্রাচীন আকিয়াব ছাড়া বাকি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সামরিক বাহিনী। রাখাইন ও চিন স্টেটের ‘প্রাণপ্রবাহ’ কালাদান নদীর উজানে পলেটু ও মোহনায় পকটু শহরের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে গোটা অঞ্চলেই সামরিক জান্তার অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পরিবহন কঠিনতর হয়ে পড়েছে।

অভিযানটির তিন মাস পূর্তি উপলক্ষে মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম ‘ইরাবতী’ সামরিক জান্তার ভূমি, অস্ত্র ও জনবল হারানোর হিসাব প্রকাশ করেছে। দেখা যাচ্ছে, মিয়ানমারে ৭৪টি ‘টাউন’ বা জেলা সদরের অন্তত ৩৬টি এবং ৩২৫টি ‘টাউনশিপ’ বা উপজেলা সদরের মধ্যে দেড় শতাধিক এখন বিদ্রোহীদের দখলে। এসব দখল-পুনর্দখল লড়াইয়ে সামরিক বাহিনী তিনটি যুদ্ধবিমান, চারটি সামরিক কপ্টার, আটটি ট্যাঙ্ক, ১৬টি সাঁজোয়া যান, ২০টি কামান, দুটি রকেট লঞ্চার, বিপুল পরিমাণ হালকা ও মাঝারি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ হারিয়েছে। অন্তত ছয়জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলসহ দুই শতাধিক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাও আত্মসমর্পণ করেছেন।

মাঝে যদিও চীনের মধ্যস্থতায় দু’পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতির কথা শোনা গিয়েছিল, কার্যত সেটি টেকসই হয়নি। গত বৃহস্পতিবার মিয়ানমারে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত চেন হাই সামরিক জান্তার তিন মন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন। কেবল মিয়ানমারে ‘প্রভাববলয়’ নিয়ে নয়; রাখাইন স্টেটে চীনা অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন গভীর সমুদ্রবন্দর ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্পের নিরাপত্তাও চায় বেইজিং। রোহিঙ্গা ইস্যু যে তাদের আলোচ্য ছিল না, সেটি বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই।

ভূরাজনৈতিক দিক থেকে চীন ছাড়াও মিয়ানমারের সরাসরি প্রতিবেশীগুলোর মধ্যে রয়েছে–বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড ও লাওস। এর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত থাইল্যান্ডের সঙ্গে ২ হাজার ৪০০ কিলোমিটার। চীনের মতোই সীমান্তবর্তী শান স্টেটের সঙ্গে রয়েছে নৃতাত্ত্বিক যোগসূত্র। যে তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত ‘ভ্রাতৃ জোট’ অক্টোবর থেকে ‘অপারেশন ১০২৭’ পরিচালনা করছে, তার অন্যতম ‘টাঙ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি’ বা টিএনএলএ থাইল্যান্ডেরও বাসিন্দা। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পারনপ্রি বাহিদ্ধা-নুকারা গত সপ্তাহে ব্যাংকক পোস্টে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেছেন, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর উচিত মিয়ানমার পরিস্থিতিতে সম্পৃক্ত হওয়া। সেখানে যদিও তিনি বাংলাদেশেরও নাম নিয়েছেন, কার্যত দেশটির অভ্যন্তরে সাধারণ নাগরিকের জন্য ‘মানবিক সহায়তা’ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সীমান্ত পার হয়ে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কিছু বলেননি।

ভারতের সঙ্গেও মিয়ানমারের রয়েছে দীর্ঘ সীমান্ত–১ হাজার ৬৪৩ কিলোমিটার। নয়াদিল্লি যদিও শুরু থেকেই নেপিদোর সামরিক সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে অবস্থান বদলের লক্ষণ স্পষ্ট। নভেম্বরেই ভারতের মিজোরামের সঙ্গে মিয়ানমারের চিন স্টেটের একমাত্র সড়ক সংযোগ টিয়াউ নদীর ওপরের বেইলি ব্রিজটি সেখানকার বিদ্রোহী গোষ্ঠী ‘চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স’ দখলে নিয়েছিল। ভারত তাদের সঙ্গেই দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে গেছে। প্রথম দিকে যদিও মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর সীমান্ত অতিক্রমকারী সদস্যদের আশ্রয় বা মণিপুর দিয়ে নিরাপদ এলাকায় পার করে দিচ্ছিল; এখন বলছে সীমান্ত বন্ধ করে দেবে। প্রয়োজনে সীমান্তজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া হবে। অর্থাৎ, সামরিক জান্তার খাতির ফুরিয়েছে ভারতের কাছে।

আসিয়ানের বর্তমান চেয়ারম্যান লাওসও সক্রিয় হয়েছে। মিয়ানমারের প্রতিবেশী দেশগুলো নিজেদের মতো করে এগোচ্ছে। দেশটির পররাষ্ট্রবিষয়ক উপমন্ত্রী আলোংকিও কিত্তিখনকে মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূত নিয়োগ এবং ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের একই বিষয়ক দুই বিশেষ দূতের সমন্বয়ে ‘ট্রয়কা’ গঠন করা হয়েছে। তিনি ১০ জানুয়ারি মিয়ানমার জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। মিয়ানমারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিবেশীরা সবাই যখন যার যার মতো সক্রিয়, এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কী করবে? রোহিঙ্গা ইস্যুতে ঢাকা প্রথম থেকেই জাতিসংঘের দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু ক্রমেই প্রভাব খুইয়ে ফেলা সংস্থাটি বর্তমানে ইউক্রেন ও গাজা পরিস্থিতি নিয়ে এতটাই ব্যতিব্যস্ত, মিয়ামনারবিষয়ক বিশেষ দূতের পদ ছয় মাস ধরে খালি থাকলেও পূরণ করার সময় পাচ্ছে না।

> **ইংরেজি ভাষার ‘চা পড়া’ প্রবচনের উৎস প্রাচীন চীন। তখন গরম পানিভর্তি কাপে চায়ের পাতা দিয়ে কাউকে পান করতে বলা হতো। তার পর তলানিতে চায়ের পাতাগুলো পড়ে থাকার নকশা দেখে গুনিনরা তার ভবিষ্যৎ গণনা করে দিতেন। কিন্তু নাফ নদের ওপারের পরিস্থিতি এতটাই স্পষ্ট, ভবিষ্যদ্বাণী করতে চা পড়া প্রয়োজন হয় না।**

এটা সত্য, নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ দায়িত্ব নিয়েই মিয়ানমার ইস্যুতে দৃশ্যত সক্রিয় হয়েছেন। উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ১৯তম ন্যাম সম্মেলনের ফাঁকে মিয়ানমারের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পরাষ্ট্রমন্ত্রী থান শোয়ের সঙ্গে তিনি একটি বৈঠক করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনসহ অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে কথা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তব্যেও রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে ব্যাপক উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন (বাসস, ২০ জানুয়ারী ২০২৪)। অবশ্য মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে বৈঠকটি নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে, সেখানে রোহিঙ্গা ইস্যুর উল্লেখ নেই। বাংলাদেশ ছাড়াও আরব আমিরাত ও উগান্ডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ‘দ্য গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমার’ বলছে, ‘মিয়ানমারের সর্বসাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং শান্তি, উন্নয়ন ও গণতন্ত্র সম্পর্কে সরকারের উদ্যোগের ব্যাপারে তাদের জানানো হয়েছে।’ (২২ জানুয়ারী ২০২৪)।

তার মানে, বেকায়দা সত্ত্বেও মিয়ানমার জান্তার এখনও রোহিঙ্গা ইস্যুতে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নেই। এ ক্ষেত্রে রাখাইনে ও বাকি মিয়ানমারে শক্তিশালী হয়ে ওঠা বিদ্রোহী গোষ্ঠী কিংবা প্রবাসে গঠিত ‘জাতীয় ঐক্য’ সরকারের সঙ্গে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সমান্তরাল যোগাযোগ বা আলোচনায় দেরি কেন? চীন ও ভারত তো বটেই, থাইল্যান্ড ও লাওসের মতো প্রতিবেশীরাও যে সেই পথে অগ্রসর হচ্ছে, সেটি সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে স্পষ্ট। ১৩-১৪ লাখ রোহিঙ্গার বোঝা মাথায় নিয়ে হিমশিম খাওয়া বাংলাদেশের পক্ষে বসে থাকার অবকাশ নেই।

মিয়ানমারে সম্ভাব্য পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে যদি আসন্ন ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিয়ে বোঝাপড়া না করা যায়, তাহলে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর বিষয়টি ফের ঝুলে যেতে পারে। ২০১০ সালের নভেম্বরে অং সান সু চির মুক্তি এবং ২০১২ সালের জানুয়ারিতে উপনির্বাচনের মাধ্যমে বিরোধীদলীয় নেতা কিংবা সেখান থেকে ২০১৬ সালের এপ্রিলে ক্ষমতায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত পাঁচ বছরের বেশি সময় হাতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে বিপুল জনপ্রিয় সু চির পূর্ণ ক্ষমতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উল্টো ফল হয়েছে।

এবারও ‘চা পড়া’ কী বলে, সেটা দেখতে গিয়ে দেরি করার সুযোগ নেই।

লেখক: লেখক ও গবেষক; সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক সমকাল

মেজরিটি মানে টোটালিটি নয়

॥ মযহারুল ইসলাম বাবলা ॥

গণতন্ত্র কেবল নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গণতন্ত্রের পরিধি অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। গণতন্ত্র অনিবার্যরূপে সংস্কৃতি। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল শক্তিটা থাকে চর্চার ভেতরেই। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার অভাবে গণতন্ত্র আগাগোড়া ঝুঁকির কবলে, সেটা তো অস্বীকার করা যাবে না। গণতন্ত্র আমাদের সামগ্রিক জীবনাচারে যেমন, তেমনি সামাজিক মূল্যবোধে, সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিপদাপন্ন হলে রাষ্ট্র ও সমাজে অগণতান্ত্রিকতার প্রকাশ ঘটে এবং চূড়ান্তে কর্তৃত্ববাদে পরিণত হয়।

বিশ্বের অসংখ্য দেশে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। প্রতিটি নির্বাচিত সরকারের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। দেখা যায়, মোট প্রদানকৃত ভোটের ৩০-৩৫ শতাংশ পেয়ে এগিয়ে থাকা দলই বিজয়ী হিসেবে সরকার গঠন করে। বাকি ভোট বিভক্ত হওয়ার ফলে একচেটিয়াভাবে ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রদানকৃত ভোট অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে বণ্টনের ফলে ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৫ শতাংশ ভাগ হয়ে যে দল সর্বোচ্চ শতাংশ ভোট বা আসন লাভ করে তাদেরই বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত বলা হয়। তবে সাধারণত যে পরিমাণ ভোট পেয়ে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে তা কিন্তু মোট ভোটের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকেরও কম হয়ে থাকে। তাই নির্বাচিত দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সম্পূর্ণ নয়। এই সত্যটা চাপা পড়ে যায় বিজয়ী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোয়ারে।

নির্বাচিত সরকারমাত্রই গণতান্ত্রিক সরকার, আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তা বলে না। আমাদের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে মোটেও গণতান্ত্রিকতার বার্তা দেয় না। দেশে নির্বাচিত সরকারের সমান্তরাল একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের আবশ্যিকতা গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার অন্তর্গত। সরকারের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা করা এবং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে বাধ্য করা বিরোধী দলের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, গঠনমূলক বিরোধিতাই কাঙ্ক্ষিত। বিরোধী দলকে সুযোগ দেওয়া সরকারি দলের কর্তব্য। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলকেও ভূমিকা রাখতে হয় সংসদ ও রাজপথে। বিরোধী দলবিহীন গণতন্ত্রের বিকাশ অসম্ভব। তাই কার্যকর বিরোধী দলের সরব উপস্থিতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

> বিশ্বের অসংখ্য দেশে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। প্রতিটি নির্বাচিত সরকারের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। দেখা যায়, মোট প্রদানকৃত ভোটের ৩০-৩৫ শতাংশ পেয়ে এগিয়ে থাকা দলই বিজয়ী হিসেবে সরকার গঠন করে। বাকি ভোট বিভক্ত হওয়ার ফলে একচেটিয়াভাবে ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রদানকৃত ভোট অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে বণ্টনের ফলে ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৫ শতাংশ ভাগ হয়ে যে দল সর্বোচ্চ শতাংশ ভোট বা আসন লাভ করে তাদেরই বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত বলা হয়। তবে সাধারণত যে পরিমাণ ভোট পেয়ে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে তা কিন্তু মোট ভোটের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকেরও কম হয়ে থাকে।

সম্প্রতি দেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ৪১.৮ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন বলে দাবি আছে। অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার ভোট দেননি। আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা সর্বাধিক আসনে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল দ্বিতীয় অবস্থানে নেই। দ্বিতীয় অবস্থানে ৬২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। এই ৬২ জনের মধ্যে মাত্র চারজন নির্ভেজাল স্বতন্ত্র প্রার্থী। অন্য ৫৮ জনই আওয়ামী লীগদলীয় বিভিন্ন পদে নিযুক্ত। গত সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি মাত্র ১১টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। কাজেই এবারের জাতীয় সংসদে বিরোধী দল হিসেবে কোন দল ভূমিকা পালন করবে–এ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছেই। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন পেয়েছেন। তাদের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। তাই গণতন্ত্রের অভিযাত্রা বিপৎসংকুল বলেই মনে হচ্ছে। সরকারি দলের একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য শুভফল বয়ে আনতে পারে না। বর্তমান সরকার নিশ্চয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কেননা তারা মোট ভোটারের এক-তৃতীয়াংশের রায় পেয়েছে। সমষ্টিগত ভোটারের নয়। এই সত্যটি যদি সরকার বিবেচনায় না নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে রাষ্ট্র পরিচালনার পথে অগ্রসর হয়, তবে সেটি গণতন্ত্রের জন্য যেমন, তেমনি সরকারের জন্য শুভকর হবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপৎসংকুল হলে সামষ্টিক মানুষকে চরম মূল্য দিতে হয়। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণের কোনো সুযোগ থাকে না।

আমাদের সনাতনি ধারণা নির্বাচিত সরকার মানেই গণতান্ত্রিক সরকার। এই ধারণা যে সঠিক নয়, তা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনে এসেছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অতি আবশ্যক। কিন্তু প্রশ্ন থাকে–জবাবদিহিতা কার কাছে; আর স্বচ্ছতাইবা কতটুকু? নির্বাচনে বিজয়ীর প্রধানতম প্রাপ্তি হচ্ছে ভোট। আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভোটের অবাধ কেনাবেচা, পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য, রাষ্ট্রের অনিরপেক্ষ ভূমিকা ইত্যাদি। পৃথিবীতে দেখা যায় বহুদলের স্থলে প্রধান হয়ে পড়েছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় এদল-ওইদল পালাক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগপ্রাপ্ত হয়। এতে ভোটারদের সামনে দুই দলের বাইরে প্রকৃত পছন্দের কোনো দল থাকে না। দুই দলের শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও তাদের বেছে নিতে হয় দুই দলের একটিকে। অর্থাৎ জনগণই নির্ধারণ করে তারা কোন দল দ্বারা শাসিত হবে। এর বাইরে তাদের সামনে কোনো বিকল্প থাকে না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে সব মানুষের সমঅধিকার ও সমসুযোগ প্রাপ্তি। এছাড়া ক্ষমতাকে এককেন্দ্রে আটকে না ফেলে বিকেন্দ্রীকরণে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। সর্বস্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। এতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে উঠবে; সব মানুষের স্বাধীনতা, সার্বিক নিরাপত্তার বিকাশ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে নামের ভিন্নতা ছাড়া কোনো বিরোধ-বিভাজন নেই, নেই পার্থক্যও। মূল কথা সব মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করা।

গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় মেজরিটি মানে টোটালিটি নয়, এই সত্যটি আমলে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারকে অবশ্যই মান্য করে সমষ্টিগতদের আস্থা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়াই হবে প্রধান কর্তব্য। এতে সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়ার পাশাপাশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে নবজীবনের সূচনা করবে বলে মনে করি।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, নতুন দিগন্ত

নতুন মধ্যপ্রাচ্যের বার্তা

॥ মো: বজলুর রশীদ ॥

মধ্যপ্রাচ্য, আরব বিশ্ব ও এর বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে একটি নতুন মধ্যপ্রাচ্য উত্থিত হচ্ছে। নতুন এই বাস্তবতা রূপ নিচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান ও দেশটির সাথে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের অংশীদারিত্ব, বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অবকাঠামো ক্ষেত্রে। এই অঞ্চলে মার্কিন প্রভাব ও স্বার্থ হ্রাস, পাশাপাশি রাশিয়া ও তুরস্কের চ্যালেঞ্জ, যা আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব ও বিষয়গুলোতে আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো অর্থনীতির আধুনিকীকরণ ও বৈচিত্র্যকরণ এবং তেল ও গ্যাস রাজস্বের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে তাদের তরুণ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য আরো সুযোগ তৈরি করতে চাইছে। এই অঞ্চলের সমাজগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর এখন আরো প্রগতিশীল, বাস্তববাদী ও সহনশীল হয়ে উঠছে। নারী অধিকার, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কারের সমর্থনও এখানে এক ফ্যাক্টর। এই পরিবর্তনগুলো এ অঞ্চল এবং বিশ্বের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ তৈরি করছে। নতুন মধ্যপ্রাচ্য জলবায়ু পরিবর্তন, শান্তি ও সুরক্ষার মতো বৈশ্বিক ইস্যুতে আরো সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে। এসব কিছুতে ইসরাইল ও জিওনিজমের প্রসার একটি বড় ফ্যাক্টর। ইসরাইল তাদের মতাদর্শের প্রসার, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে।

ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র ও চারটি আরব দেশ ২০২২ সালের মার্চে, নতুন নিরাপত্তা স্থাপত্য তৈরির জন্য শীর্ষ সম্মেলন করেছিল। সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার পোশাকি নাম ছিল 'নেজেভ সামিট'। ইয়ার ল্যাপিড, অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, বাহরাইন, মিসর, মরক্কো ও আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সেখানে ছিলেন। ২০২০ সালে ট্রাম্পের সময় তিনটি আরব দেশ দখলদার রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। মিসর ১৯৭৯ সালে প্রথম শান্তি চুক্তি করে। ইয়ার ল্যাপিড গোপনে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

মি. ইয়ার 'আমাদের অভিন্ন শত্রু' বোঝাতে ইরান ও তার প্রক্সিগুলোর নাম উল্লেখ করেন। তিনি চেয়েছেন, এই সদস্য দেশগুলো একটি ফোরামের মতো নিয়মিত বসবে। সোজা কথায়, ইরানবিরোধী একটি জোট বোঝাতে চেয়েছেন। তবে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

ব্লিঙ্কেন বলেছিলেন, 'এমন একটি সম্মেলন কয়েক বছর আগে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল'। তবে তিনি এটিও বলেছিলেন, এটি ফিলিস্তিনি ইস্যুর কোনো বিকল্প নয়। এ কথায় পরিষ্কার যে, নেজেভ সামিটের ইসরাইল-মার্কিন উদ্দেশ্য হলো ফিলিস্তিন। তবে আরব রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনি ইস্যু তুলে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পূর্ব জেরুসালেমকে ফিলিস্তিনিদের রাজধানী করার কথা তুলেছিলেন।



দক্ষিণ ইসরাইলের ছোট্ট মরুভূমির শহর বোকারে গোপন সম্মেলনটি হয়েছিল, যে বাড়িতে হয় সেটি ছিল বেন-গুরিয়নের বাড়ি। বাইরে কিছু লোক ব্যানার ধরেছিল যেখানে লেখা 'কেউ নিখোঁজ নয়'। ফিলিস্তিনিরা এই সম্মেলনের নাম দেয় 'নেজেভে লজ্জার সম্মেলন' 'ফিলিস্তিনিদের পিঠে ছুরিকাঘাত' 'ইহুদিরা বর্বর' ইত্যাদি।

সম্মেলনের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল, 'আরব-জায়োনিস্ট জোট' গঠন। যার ফলে ন্যাটো সম্প্রসারিত হবে, ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলো ন্যাটোর আগ্রাসনে অর্থ ও সামরিক শক্তি দিয়ে অংশগ্রহণ করবে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে প্রয়োজনের মুহূর্তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে, প্রয়োজনে চীনের বিরুদ্ধেও। এই উদ্যোগ পুরো সফল হলে বর্তমান অবস্থা কী দাঁড়াত তা শুধু কল্পনা করা যায়। তাই হামাসের ৭ অক্টোবরের আক্রমণ কৌশলগত দিক দিয়ে যথাযথ ছিল যা ইহুদি ষড়যন্ত্র নস্যাত করতে সক্ষম হয়েছে। সামরিক বিজয়- ভিন্ন ইস্যু।

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮ নম্বর অধিবেশনে নতুন মধ্যপ্রাচ্যের ধারণার বিষয়ে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু একটি 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যের' ম্যাপ প্রদর্শন করেছিলেন। জার্মানি তার সমালোচনা করে। নেতানিয়াহু যে মানচিত্র উপস্থাপন করেছেন, সেখানে অধিকৃত পশ্চিমতীর, পূর্ব জেরুসালেম বা গাজা দেখানো হয়নি। সেই মানচিত্রে ইসরাইলি বন্দর থেকে লোহিত সাগর পথটি বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল। যাতে হাইফা বন্দর থেকে সবধরনের জাহাজ আরব সাগর বা ভারত মহাসাগরে যাতায়াত করতে পারে। হুথিরা যে বর্তমানে জাহাজে আক্রমণ করছে সেগুলোর শিক্ষা তারা এসব উপস্থাপনা থেকেই পেয়েছে বলে বিশ্লেষকরা বলছেন।

নেতানিয়াহু চান ইসরাইলের সমালোচনা যেন বন্ধ করা হয়। তিনি মনে করেন, স্বাভাবিকীকরণ চুক্তিগুলো আরব দেশগুলোকে সহযোগিতামূলকভাবে ইসরাইলের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। নেতানিয়াহু বলেছেন, 'ইসরাইল ও সৌদি আরবের মধ্যে শান্তি একটি নতুন মধ্যপ্রাচ্য তৈরি করবে'। এসব বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে নেতানিয়াহু ও ইসরাইলি কূটনীতিকরা নিয়মিতভাবে জাতিসঙ্ঘের বিরুদ্ধে ইসরাইলবিরোধী এবং ইহুদিবিরোধী পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে আসছে। ইসরাইল ইহুদিবিদ্বেষকে অপরাধ বলে আইন তৈরি করে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে বহুদিন ধরে। নেতানিয়াহু তাদের সব কাজকামের জন্য জাতিসংঘে দায়মুক্তি চান। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ এসব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইসরাইলি সব প্রচেষ্টায় আমেরিকা কিছু অংশে দায়িত্ব পালন করে। মুসলিম বিশ্বকে কাছে টানার ইতিহাস বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি বারাক ওবামা প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ওবামার ২০০৯ সালের 'কায়রো ভাষণের' লক্ষ ছিল আরব দেশ, মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের সাথে মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্কের পুনর্গঠন। ওবামার জন্য, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে মার্কিন সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল শুধু তার পূর্বসূরিদের ইরাকে বিপর্যয়কর আক্রমণের কারণেই নয়; বরং এই অঞ্চলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ন করার আমেরিকার লজ্জাজনক রেকর্ডের কারণেও। যুক্তরাষ্ট্র তেলআবিবকে বার্ষিক ৩.৮ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়, এটি রুটিন কাজ। ওবামা জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি ফিলিস্তিনকে বহু বছর উপেক্ষা করার পরে মার্কিন অ্যাজেন্ডায় ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার লিখিত ৯০০ পৃষ্ঠার বই 'এ প্রমিজড ল্যান্ড' স্মৃতিচারণে এসব কথা লিখেছেন।

এখন ২০২৩-২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন আঞ্চলিক ব্যবস্থার গঠন এবং অগ্রগতি দৃশ্যত সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃত্বে ঘটতে শুরু করেছে। হুথিবিরোধী আমিরাত ও রিয়াদ এখন আগের মতো ভোকাল নয়। হুথিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণে সৌদি আরব সমর্থন দিচ্ছে না। তা ছাড়া ইরানপন্থী হামাস, হিজবুল্লাহ এদের বিরুদ্ধেও দু'টি দেশ কোনো কূটনৈতিক বা সামরিক কার্যক্রম নিচ্ছে না। এভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আরো যেসব গোষ্ঠী রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কেউ সোচ্চার নয়। তবে তুরস্ক-কুর্দি সমস্যাটি রয়েই গেছে। কুর্দি সমস্যা পুঁজি করে ইরাকের ইরবিলে বিশ্বের বৃহৎ দূতাবাস তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আর সেখানেই মোসাদের বড় ঘাঁটি কাজ করছে যেখানে কয়েক দিন আগে মিসাইল আক্রমণ করেছে ইরান। এসব কার্যক্রম মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, কূটনীতি ও যুদ্ধনীতিকে বদলে দিয়েছে বিশেষ করে ৭ অক্টোবর-২০২৩ হামাসের ইসরাইল আক্রমণের পর।

সৌদি আরব দীর্ঘকাল ধরে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একটি বিশাল ক্ষেত্র দখল করে আছে। রিয়াদ পাকিস্তান এবং পশ্চিমের স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন করে থেকে, সেই সাথে সুদান এবং পূর্ব আফ্রিকার অবকাঠামো তৈরিতেও রিয়াদ প্রধান অংশীদার, যার ওপর মুসলিম বিশ্ব এবং অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশ বিভিন্নভাবে নির্ভর করে। দক্ষিণ এশিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকার নেতারা সবসময় সঙ্কট ও উন্নয়নে সৌদির দ্বারস্থ হন। এই কাজে কাতার ও আমিরাতের উদ্যোগও কম নয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে খেলোয়াড় হিসেবে জাহির হয়েছে। এ জন্য একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে তার শক্তি সম্পদ এবং মর্যাদা ব্যবহার করছে। আফ্রিকায় প্রচুর বিনিয়োগ করেছে এবং পূর্ব আফ্রিকার বন্দরগুলোতে তার প্রভাব বিস্তার করছে। হাফতার, মোহাম্মদ হামদান দাগালো ও বাশার আল আসাদের মতো ব্যক্তিদের সমর্থন করছে। আবুধাবি বিদেশে প্রক্সিদের অর্থায়নের ক্ষমতা ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সৌদি আরব চলমান সিরিয়া সঙ্কট থেকে সরে এসেছে এবং আসাদ সরকারের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্নির্মাণ বিষয়ে 'যুদ্ধ' সম্পর্কে পাঁচ বছর আগে বক্তৃতা দিয়ে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্য 'নতুন ইউরোপ' হতে পারে। তিনি মূলত অর্থনীতি ও উন্নয়নের বিষয়ে স্মার্ট মেগাসিটি এবং গ্র্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রজেক্ট নিউমের কথা বলছিলেন। কাতার, ওমান, বাহরাইনের বিশেষ করে আমিরাতের নান্দনিক উন্নয়নকে টেক্কা দিয়ে আরো প্রসারিত ও আধুনিক টেক নগর বানানোর মতও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ ও ধ্বংসের পরিবর্তে শান্তি ও উন্নয়নের মডেল বানানোর মহাসড়কে সফর শুরু করেছেন। তিনি বলেছিলেন কিংডম এবং আশপাশের অঞ্চল 'পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ আলাদা হবে' এখন দেখা যাচ্ছে, তিনি সঠিক ছিলেন।

রিয়াদ ও আবুধাবি নতুন মধ্যপ্রাচ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক উদারীকরণে নেতৃত্ব দিতে চায় এবং একই সাথে শক্তিশালী চীন ও রাশিয়ার সাথে বাস্তবসম্মত ভারসাম্য রাখতে চায়।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

শাস্তি দিলেই কি বিচারকেরা কটুকথা থেকে সুরক্ষিত থাকবেন?

॥ শাহাব উস্ত ॥

পাকিস্তানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারের কারণ কী খুঁজে দেখতে সরকার একটি যৌথ তদন্ত দল গঠন করেছে। এই দলে তদন্ত ও গোয়েন্দা সংস্থার বেশ কজন কর্মকর্তা আছেন।

এই প্রেক্ষাপটে তিনটি জরুরি প্রশ্ন তোলা যায়। যৌথ তদন্ত দল যাকে আমরা জেটিআই বলছি, তাদের পক্ষে কি প্রকৃত তথ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে? যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রকটভাবে বিভক্ত ও বিষাক্ত? সরকার কি সত্যিই জানে না বিচারকেরা কেন নিশানা হচ্ছেন?

আদালত থেকে কিছু রায় এসেছে, যেগুলোকে বিতর্কিত বলে ধারণা করছেন অনেকে। সেটিই কি কারণ? তৃতীয় প্রশ্ন হলো, জেআইটি অপরাধীদের শনাক্ত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেই কি বিচারকেরা কটুকথা থেকে সুরক্ষিত থাকবেন? যখন আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়মিত বিতর্ক চলছে এবং আদালতের অভ্যন্তরীণ বিভক্তি স্পষ্ট? এই প্রশ্নের জবাব পেতে বিচার বিভাগসহ আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য এবং জনগণের ওপর তাদের প্রভাব অনুধাবন করতে হবে।

গণতন্ত্রে বিচারকসহ সরকারি সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাজ জনগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে। প্রকৃতপক্ষে সাংবিধানিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে কারা নিয়োগ পাচ্ছেন, তার সঙ্গে জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের মূল্যায়ন কী করে হবে, সেই বিধিবিধান ঠিক করে দেওয়া হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা কাজ করেন জনগণের অংশ হিসেবে; যে জনগণের পয়সায় তাঁদের বেতন হয়। ফলে তাঁদের কাজ করা উচিত জনস্বার্থে।

গণতন্ত্রে বিচার বিভাগ একটি পৃথক কিন্তু বিশেষ শাখা। তাই বলে বিচারকদের কাজ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের চেয়ে আলাদা নয়। তাদের অবশ্যই জনসাধারণের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আইন ও সংবিধানের মধ্যে থেকে যেন রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে বিচারকদের কাছ থেকে পেশাদারি ও নৈতিকতা কাঙ্ক্ষিত। এর ব্যত্যয় ঘটলে মানুষ তিরস্কার করবেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পশ্চিমা গণতন্ত্রে বিচারকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যে আইন তা বহু আগেই গুরুত্ব হারিয়েছে। নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে শুধু বিচার বিভাগের নির্দেশ অমান্য করার চেষ্টায়।

পর্যাপ্ত সুরক্ষার অনুপস্থিতি থাকলেও বিচারকেরা কখনো বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন, এমন ঘটনা বিরল। যোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকেরা সব সময়ই শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ, তাঁরা জনগণকে সুরক্ষা দেন। ব্যক্তিমানুষ এবং সমষ্টিকে তাঁরা তাঁদের মতোই মানুষ বা কর্তৃপক্ষের বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচান। তাঁরা কেবল অসদাচরণ বা প্রশ্নবিদ্ধ বিচারের কারণে সমালোচিত হন।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দুজন বিচারপতি–থমাস ক্লারেন্স ও স্যামুয়েল অ্যালিটো মারাত্মক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। প্রথমজন দামি দামি উপহার নিয়েছিলেন আর দ্বিতীয়জন বিনা পয়সায় ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু জনগণের এই সমালোচনা বিফলে যায়নি। দ্রুতই বিচার বিভাগ আদালতের সদস্যদের আচরণবিধি নিয়ে আইন করে। একইভাবে রিপাবলিকানদের বসানো রক্ষণশীল বিচারকেরা গর্ভপাত, এলজিবিটি, বন্দুক এবং ভোটাধিকার-সংক্রান্ত আইনকে ওলটপালট করে আপত্তির মুখে পড়েন।

আমাদের নৈতিক ও আইনি কিছু সমস্যা আছে। সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কোনো এক রহস্যজনক কারণে আরেক বিচারপতিও পদ ছেড়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর ব্যক্তিগত নথিপত্রে কিছু ঝামেলা আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা রীতি আলাদা। আমাদের বিচারকেরা পান থেকে চুন খসলেই তাঁদের ভাবমূর্তি গেল কি না, তা নিয়ে পেরেশান হয়ে যান। কিন্তু তাঁদের এখতিয়ার মোতাবেক কর্তৃত্ব দেখানোয় চিন্তিত নন।

আদালতের প্রতি লাখ লাখ মানুষের মনোভাব বদলে যাবে–কর্তৃপক্ষ বা বিচারকদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, মানুষ মনে করে আদালত তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। বরং পরিবর্তন দরকার বিচার বিভাগের আচরণের। মানুষ নিরাপত্তা, মুক্তি ও মর্যাদাপ্রত্যাশী। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতারা দেশের নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। প্রত্যেক বিচারকও এই প্রত্যাশা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আদালত অবমাননার অভিযোগে অনেক রাজনীতিকের শাস্তি হয়েছে পাকিস্তানে। তবে বিচারকদের সম্মান রক্ষার ঔপনিবেশিক এই রীতি ক্রমে অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু দন্ডবিধি আর রাষ্ট্রযন্ত্র সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমই জনগণের একমাত্র আশ্রয়, যেখানে তারা তাদের অসন্তুষ্টি জোরেশোরে প্রকাশ করতে পারেন। মানুষ সমালোচনা করছে কারণ, বিচারকেরা কোনো না কোনো শিবিরে কিংবা রাজনৈতিক দলের দিকে হেলে পড়েছেন বলে ধারণা তৈরি হয়েছে।

আদালতের প্রতি লাখ লাখ মানুষের মনোভাব বদলে যাবে–কর্তৃপক্ষ বা বিচারকদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, মানুষ মনে করে আদালত তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। বরং পরিবর্তন দরকার বিচার বিভাগের আচরণের। মানুষ নিরাপত্তা, মুক্তি ও মর্যাদাপ্রত্যাশী। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতারা দেশের নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। প্রত্যেক বিচারকও এই প্রত্যাশা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিকেরা সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে আইন পাস করার চেষ্টা করে থাকেন; কিন্তু গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বিচার বিভাগও আইনকানুন নিয়ে কখনো এগোন, কখনো পেছান। আইন নিয়ে তাঁরা গুটি খেলেন। সাম্প্রতিক রায় তার প্রমাণ। নতুন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আদালত এ সময়ে বিভিন্ন রায়ে কিছু কর্মকান্ডকে সংশোধন ও উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো শাস্তিরও বিধান দিয়েছেন।

সংশোধনমূলক কাজের অংশ হিসেবে আদালত সংবিধানের ৬২ (১) এর (এফ) অনুচ্ছেদের অপসারণ করেছেন। ওই অনুচ্ছেদে রাজনীতিকদের যাবজ্জীবন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সুযোগ ছিল।

ধারণা করা হয়, বিবেকের তাড়না এবং কলঙ্কমুক্ত থাকতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসি দেওয়ার যে দায়, তা থেকে বিচারকেরা মুক্তি চান। কিন্তু আদালতের ভালো সিদ্ধান্ত হঠাৎ উল্টে যায়। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি বেঞ্চ পিটিআই যেন নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ না পায়, সেই আবেদনে সাড়া দেয়। ফলে দলটি নির্বাচনের বাইরে চলে যায়। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত হয়তো সঠিক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং অতীত দৃষ্টান্ত নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়।

প্রধান বিচারপতির কি এমন কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইস্যুতে বিচারে বসা উচিত, যিনি ক্ষমতায় থাকার সময় তাঁর (প্রধান বিচারপতি) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাঁর ক্ষমতা ও ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছেন এবং তাঁর পরিবারকে হতাশায় নিমজ্জিত করেছেন?

যদি বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থাকত (যেমনটা তারা করেছিল নির্বাচন কমিশনের বেলায়), তাহলে কি পিটিআইকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথ করে দেওয়াই শ্রেয় হতো না? কারণ, পিটিআই একটা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। তারা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা যেত।

বেনজির ভুট্টোর মামলাসহ বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আদালতের হাতে ছিল। সেখান থেকে তাদের কেন সরে আসতে হলো? অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ইতিহাসেই এসব প্রশ্নের জবাব আছে। যদিও যে জবাব আমরা পেয়েছি, তা ছিল বিয়োগান্ত। যেমন সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ, ভুয়া ভোট, বিচার বিভাগের মেরুকরণ, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, রাজনীতিকদের ওপর নির্যাতন ইত্যাদি; কিন্তু আমরা কখনোই কিছু শিখলাম না।

জেআইটি অথবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে বিচার বিভাগের বিপথে যাওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের যে মনোভাব, তাকে নিয়ন্ত্রণও করা যাবে না। আইনি ন্যায্যতা এবং আইনের ব্যাখ্যায় ধারাবাহিকতাই বিচারপতিদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ বন্ধ করতে পারে। ইতিহাস বলে, নির্বাচনকে হাত করতেই বেছে বেছে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

লেখক: আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ।

পাকিস্তানের ডন পত্রিকার অনলাইন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

মানুষের নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই মেলেনি মহানবীর

নঈম নিজাম

যে ক্ষতি আমি নিয়েছিলাম মেনে, সেই ক্ষতি পূরণ করতে কেন এলে, কী খেলা তুমি নতুন করে যাবে আবার খেলে... । মান্না দে'র গাওয়া গানটা শুনছিলাম । সৃষ্টির পর থেকে মানুষ পরস্পরের ক্ষতি করে আনন্দ পায় । পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (আ.)-এর সন্তানরা একজন আরেকজনকে খুন করে লাশ লুকিয়েছিল । সারা জীবন যাকে বন্ধু ভাববেন তিনিই আপনার ক্ষতি করবেন সবার আগে । পৃথিবী এখন যুদ্ধমুখী । শান্তি-স্বস্তি কোথাও নেই । দাঙ্গাহাঙ্গামা মানুষের বিকৃত আনন্দ অথবা রাগের অংশ । মহাত্মা গান্ধী ভারত স্বাধীন করার পরই হত্যার শিকার হন । দেশটা স্বাধীন করার পর আমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করেছিল খুনিরা । দুনিয়ার সেরা মানুষই নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলেন ।

এক গাভির বাছুর তার মায়ের কাছে প্রশংসা করছিল মানুষের । সদ্যপ্রসবিত বাছুর দেখল তার মায়ের সেবাযত্ন করছে স্বয়ং বাড়ির গৃহকর্তা । কাজের লোকজন তো আছেই । সবাই সারাক্ষণ গাভিকে খাবার দিচ্ছে । যত্ন করছে । হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে । সাবান-শ্যাম্পু দিয়ে গোসল করাচ্ছে । দুনিয়ায় সদ্য আসা বাছুরটি মুগ্ধ হলো । দুনিয়ার মানুষের এমন সুন্দর ব্যবহার তাকে আপ্লুত করল । তারপর বাছুর মাকে বলল, দেখ মানুষ কত ভালো । আমাদের সেবা করছে । যত্ন করছে । তোমাকে তিন বেলা ঘাস দিচ্ছে । খইল খাওয়াচ্ছে । পুষ্টিকর সব খাবার দিচ্ছে । আমাকেও আদর করছে । মানুষ অনেক ভালো । বাছুরের কথা শুনে মা-গরুর চোখে পানি চলে এলো । বাছুর বলল, তুমি কাঁদছ কেন? আনন্দে কি তোমার চোখে পানি? জবাবে গাভিটি বলল, বাবারে! দুনিয়ায় মাত্র এলি । তোয়াজ আর চাটুকারিতার প্রথম অধ্যায় দেখলি । খারাপটা দেখলে তোর মনের ভাব কী হবে তা ভেবে কাঁদছি ।

কিছুদিন পর টের পাবি মানুষ কত ভয়াবহ । দুনিয়াদারি কতটা কঠিন । সব সেবাযত্ন হচ্ছে তোকে বঞ্চিত করে দুধ নেওয়ার জন্য । তোর পাওনা দুধ থেকে তোকে বঞ্চিত করছে । তোকে আটকে রেখে সকালবিকাল দুধ নিয়ে নিচ্ছে । নিজেরা সবটুকু নিয়ে সামান্য দিচ্ছে ।

বাছুর অবাক হলো । মায়ের কথা শেষ হয়নি । তার পরও বলল, যখন বড় হবি তখন দেখবি বাকি ভয়াবহতা । মানুষের মিষ্টি কথায় তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই । তোর আগে এ দুনিয়ায় এসেছিল তোর ভাইটি । তোর ভাইটিকে তারা লালনপালন করল । বড় হওয়ার পর বিক্রি করল বাজারে । খালাসিরা বাজার থেকে তোর ভাইকে কিনল । তারপর জবাই করল । চামড়া বিক্রি করল লেদার ফ্যাক্টরিতে । সেই চামড়া দিয়ে বানাল জুতা । আর মাংস, হাড় একসঙ্গে কেটে কেজি দরে বিক্রি করল । কলিজা, ফুসফুস, মগজ বিক্রি করল আলাদা । খাবার তালিকায় মানুষ এনেছে পশুর নাড়িভুঁড়ি । সেগুলোও তারা বেচাকেনা করে । তারপর সেই নাড়িভুঁড়িও খায় । মানুষের ভয়াবহতার বর্ণনা পেয়ে বাছুরটি মন খারাপ করল । তারপর প্রশ্ন করল, মানুষ পশুদের ওপর এমন বর্বরতা কেন করে? জবাবে মা বলল, শুধু পশু নয়, অন্য প্রাণীদের সঙ্গেও মানুষ এমনই করে । এমনকি মানুষ ছাড়ে না নিজেদের জাতিকেও । মানুষ হত্যা করে মানুষকে ।



মানুষ জানে কেয়ামতের দিন কেউ কারও নয় । সেদিন মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে । পালিয়ে যাবে আপনজন ছেড়ে । চেষ্টা করবে শুধু নিজেকে রক্ষা করতে । চিৎকার করতে করতে বলবে, আমাকে বঁচাও । আমাকে বাঁচাও । ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি । তার পরও কেউ কারও পাশে দাঁড়াবে না । যার যার চিন্তায় অস্থির থাকবে । মানুষের এ কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না একজন । তিনি হজরত মুহাম্মদ (সা.) । তিনি ছুটে আসবেন । দাঁড়াবেন নিজের উম্মতের পাশে । আল্লাহর কাছে হাত পাতবেন নিজের অনুসারীদের রক্ষা করতে । আর বলবেন, ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি । হাশরের মাঠে শয়তানকেও দেখা যাবে । শয়তান তখন নিজের সাফাই দেবে । মানুষ তাকে দায়ী করলে নিজের ব্যাখ্যা তুলে ধরবে । শয়তান মানুষকে বিপথগামীর জন্য সবার কম ইমানকে দায়ী করবে । আল্লাহ সেদিন দুনিয়ার মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবেন । স্থাপন করবেন ন্যায়বিচারের জন্য মানদন্ড । কারও প্রতি অবিচার হবে না । দুনিয়ায় যে যতটা ভালো কাজ করেছে এবং নিজেকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে রেখেছে সে মূল্যায়ন পাবে । সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন । যারা আরশের ছায়া পাবে না, তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ । তার পরও একটা আশার আলো আছে মুসলমানের জন্য । শেষ ভরসাস্থল হয়ে মহানবী লড়বেন তাঁর উম্মতের জন্য । অথচ সেই নবীও দুনিয়ায় শান্তি পাননি । তাঁর ওপর বারবার আঘাত হানা হয় । হত্যার চেষ্টা করা হয় । সে অবস্থান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে নবীজি (সা.) হিজরতে চলে যান মদিনায় । মক্কার মানুষ আল্লাহর প্রিয় নবীকে অপদস্থ করলেও মদিনাবাসী আনন্দের সঙ্গে তাঁর পাশে দাঁড়ায় ।

মক্কায় এক ভয়াবহ অরাজকতার সময় জন্ম নেন হজরত মুহাম্মদ (সা.) । তিনি শান্তির বাণী নিয়ে এলেন দুনিয়ায় । কিন্তু মানুষের ভয়াবহতা জানতেন বলে ইসলামের ডাক দিতে তাঁকে ৪০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল । মহানবী (সা.) ৬১০ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়ত লাভ করেন । তিনি আল্লাহর অনুসারী হতে সবাইকে দাওয়াত দেন । সে আহ্বান রাখার পর সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা আসতে থাকে আপনজনদের কাছ থেকে । নিজের বংশের লোকজনও তাঁকে ছাড় দেয়নি । কঠিন পরিস্থিতি অনুধাবন করেই প্রথম তিন বছর নবীজির ধর্ম প্রচারে গোপনীয়তা ছিল । পরে তিনি সাফা পাহাড় থেকে প্রকাশ্যে সবাইকে ইমানের পথে আসার আহ্বান জানান । এতে ক্ষুব্ধ হয় কাছের মানুষ । তারা নবীজির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয় । নবীজিকে হত্যার পরিকল্পনা আঁটে । তারা বুঝল মানবতার মহানায়ক মুহাম্মদ (সা.) জীবিত থাকলে দলে দলে মানুষ তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে মুসলমান হবে । কোনোভাবে তা ঠেকানো যাবে না । আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে দুনিয়ার মানুষ । কারণ জন্মের পর থেকে নবীজি ছিলেন মানুষের কাছে বিশ্বস্ততার প্রতীক ।

মক্কার সব গোত্রের শক্তিশালী প্রধানরা নবীজির বিরোধিতা শুরু করল । তারা সমবেত হয় আবু জাহেলের আমন্ত্রণে । বৈঠকে আলাপ করল কীভাবে ইসলামের এগিয়ে চলা থামানো যায় । বৈঠকে সোচ্চার ভূমিকায় ছিল আবু জাহেল । তার সাফ কথা, কোনোভাবেই ইসলামের প্রচারকারীকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না । যে কোনোভাবে তাঁকে সরাতে হবে । তার যুক্তি ছিল, মুহাম্মদ (সা.) জীবিত থাকলে তাঁর উম্মতের সংখ্যা বাড়বে । আর উম্মতের সংখ্যা বাড়লে আবু জাহেলদের দিন শেষ । সবকিছু থামাতে হলে আল্লাহর নবীকে চিরতরে সরিয়ে দিতে হবে । কীভাবে তাঁকে শেষ করা হবে সে আলোচনা হলো । আবু জাহেল প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে যুবক বাছাই করল । অস্ত্র চালনায় এ তরুণদের কোনো তুলনা ছিল না । সিদ্ধান্ত দিল বলশালী যুবকের সবাই একযোগে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর হামলা করবে । সমবেত সবাই এতে সমর্থন করল । তারা বলল, সঠিক সিদ্ধান্ত । বাছাই করা যুবকদের বলা হলো জীবিত বা মৃত মুহাম্মদ (সা.)-কে দারুন নদওয়ায় (নদওয়া ঘর) হাজির করতে হবে । কারণ বৈঠকটি হচ্ছিল সেখানে । যে যুবক নবীজিকে হত্যা করতে পারবে, তাকে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হবে । যুবকরা হাতে হাত রেখে শপথ নিল, রাতেই নবীজির ঘরে হামলা করবে । তারা চিরদিনের জন্য শেষ করে দেবে আল্লাহর নবীকে । আবু জাহেল খুশিমনে অপেক্ষায় থাকল মহানবীর কফিনের ।

কাফেরদের ভয়াবহ পরিকল্পনার কথা আল্লাহ জানিয়ে দেন রসুল (সা.)-কে । ওহির মাধ্যমে নবীজি পান হিজরতের আদেশ । আল্লাহ বলেছেন, 'হে নবী! মক্কার মানুষ আপনাকে চায় না । অন্যদিকে মদিনার মানুষ আপনার জন্য সীমাহীন আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে । আপনি হিজরত করে মদিনায় চলে যান ।' এ নিয়ে সুরা আনফালে (আয়াত ৩০) স্পষ্ট বলা আছে, 'স্মরণ কর, কাফেররা তোমাকে বন্দি বা হত্যা করার জন্য কিংবা নির্বাসিত করার চক্রান্ত করে; তখন আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন । আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী ।' নবীজি তাঁর বিরোধী কাফেরদের ধ্বংস চাইতে পারতেন আল্লাহর কাছে । তিনি তা চাইলেন না । আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে মদিনার পথে বেরিয়ে পড়েন । তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন আবু বকর (রা.) । মক্কা ত্যাগের আগে মহানবী তাকালেন চারদিকে । তারপর বললেন, 'হে মক্কা! খোদার কসম, তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় শহর, আমার প্রতিপালকের কাছেও বেশি পছন্দের শহর তুমি । যদি তোমার অধিবাসীরা আমাকে বের করে না দিত, আমি কখনো বের হতাম না ।' (তিরমিজি-৩৯২৫) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর নবীজি মক্কা ত্যাগ করেন । ২৩ সেপ্টেম্বর মদিনার নিকটবর্তী কুবায় পৌঁছান । এ খবরে মদিনাবাসীর মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে । তারা দিনরাত অপেক্ষা করতে থাকে তাদের প্রিয় নবীর জন্য । ২৭ সেপ্টেম্বর এ অপেক্ষার অবসান হয় ।

অবশেষে সব প্রতিকূলতা পায়ে মাড়িয়ে নবীজি মদিনায় পৌঁছালেন । মদিনাকে আল্লাহর নবীর বেছে নেওয়ার অনেক কারণ ছিল । ৬২১-২২ খ্রিস্টাব্দে একদল মদিনাবাসী মক্কায় এসে নবীজির কাছ থেকে বাইয়াত নেন । তাঁরা তখন শপথ নিয়েছিলেন, ইসলামের প্রচারে তাঁরা জীবন দিয়ে আল্লাহর নবী (সা.)-কে রক্ষা করবেন । কুরাইশ বংশের কোনো চক্রান্ত তাঁকে শেষ করতে পারবে না । ভৌগোলিকভাবে মদিনা ছিল তিন দিক থেকে পাহাড়, খেজুর গাছ বেষ্টিত নিরাপদ স্থান । মদিনাকে বেছে নেওয়ার এটাও আরেকটি কারণ ছিল আমাদের নবীজির । ভরদুপুরে নবীজি যখন পৌঁছালেন তখন কড়া রোদ উপেক্ষা করে মদিনাবাসী খোলা আকাশের নিচে অপেক্ষায় । একনজর দেখা, তাঁকে কাছে পাওয়ার সেই অপেক্ষার অবসান হলো । বাঁধভাঙা মানুষের স্রোত বেরিয়ে এলো শরীর পোড়ানো তীব্র রোদ, গরম উপেক্ষা করে । সবাই নবীজিকে পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল আল্লাহর কাছে । ইসলামের প্রধানকে একদল মানুষ মক্কা থেকে বের করে দিল, মদিনায় আরেক দল গ্রহণ করল তাঁদের প্রাণের অতিথি হিসেবে ।

মহানবী (সা.)-কে একদল মানুষ ছাড় দেয়নি । আরেক দল গ্রহণ করেছিল । বড় অদ্ভুত মানুষের সবকিছু!

লেখক: সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিশ্বজুড়ে গোঁড়া জাতীয়তাবাদের ভূত

॥ প্রতাপ বানু মেহতা ॥

বিশ্ব গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বছর চলমান । ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রভাবশালী দেশের নির্বাচন ২০২৪ সালেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে । কিছু দেশে নির্বাচন হবে কেবল রেওয়াজ হিসেবে । কিন্তু অনেক দেশেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে । সেখানে মেরুকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় এবং কর্তৃত্ববাদের বিপরীত জোয়ার কি দেখা যাবে, নাকি গণতন্ত্রের সংকট স্পষ্ট হবে? প্রতিটি গণতন্ত্রেরই নিজস্ব গতিপ্রকৃতি রয়েছে । প্রতিটি দেশে ভোটাররা মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা এবং তাদের সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারকে বিচার করবে । এর মধ্যে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তা হলো জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক ।

গণতন্ত্রের সংকট বলা চলে আংশিকভাবে জাতীয়তাবাদের সংকট । বর্তমানে সেগুলো চারটি বিষয় ঘিরে আবর্তিত: জাতির সদস্য হওয়ার বিষয়টি কীভাবে নির্ধারিত হয়; তারা কীভাবে ঐতিহাসিক বিষয় জনপ্রিয় করে তোলে; কীভাবে তারা সার্বভৌমত্বকে চিহ্নিত করে এবং কীভাবে তারা বিশ্বায়নের সঙ্গে লড়াই করে । সারাবিশ্বে জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে উদারতাবাদকে শ্বাসরোধ করছে । এ প্রবণতা চলতি বছরে ক্ষতিকরভাবে দেখা যেতে পারে । ২০২৪ সালে নাগরিকরা কেবল নির্দিষ্ট নেতা বা দলের জন্য নয়, বরং তাদের নাগরিক স্বাধীনতার জন্যও ভোট দেবে ।

রাজনৈতিক পরিমন্ডলে জাতির সদস্য হওয়া নিয়ে প্রশ্ন বাড়ছে । দেশ অনুযায়ী এর কারণ ভিন্ন হতে পারে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে অভিবাসীদের চাপ রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে । এমনকি বাইডেন প্রশাসন উদার নীতির কথা বললেও এর বিপরীত কাজ করছে কিংবা করতে বাধ্য হচ্ছে । অভিবাসন সব সময়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা ছিল । কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে এটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে । ট্রাম্পের তথাকথিত মুসলিম নিষেধাজ্ঞা যদিও শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়েছে; এর পরও এটি ভবিষ্যৎ মার্কিন অভিবাসনের স্বরূপ উন্মোচন করে প্রকাশ্য বা গোপন বৈষম্যের নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে ।

বিশ্বব্যাপী সংঘাত এবং অর্থনৈতিক ও জলবায়ু সমস্যার প্রভাব আছে ইউরোপের শরণার্থী সংকটে, যা প্রতিটি দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করছে । সুইডেনের অভিবাসী একীভূত করার মডেল গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে । ২০২২ সালে ডানপন্থি সরকার এর সূচনা করেছে । যুক্তরাজ্যে ব্রেক্সিট অভিবাসন নিয়ে উদ্বেগ আছে । ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাস্তবায়ন করছে । তারা প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা মুসলিম নাগরিকত্ব বাদ দেওয়ার কথা বলছে । একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিবাসীদের অবস্থাও সঙ্গিন ।

জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে প্রতিযোগিতা । সব দেশের জাতীয় ঐতিহাসিক কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে । জাতীয়তাবাদের সে প্রতীকগুলো জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে । সেগুলো সম্মিলিত পরিচয় এবং আত্মমর্যাদার ভিত্তি হতে পারে । ভারতের কথা বললে ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন হিন্দু জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দু । সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যায় দেবতা রামের নামে মন্দির উদ্বোধন করেছেন, যেখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়েছিল । এটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতীক । কিন্তু এটিও ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির বয়ানে ভারতীয়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন হয়ে উঠেছে । ২০২০ সালে রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন তথা ৫ আগস্টকে মোদি ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্টের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন ।

যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় গল্প বা স্মৃতিচিহ্নের ক্ষেত্রে 'ফাউন্ডিং ফাদার'দের কথা তুলে ধরা হয় । তাদেরকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আগের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে বেশি দৃশ্যমান । ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসান্টিস পর্যন্ত আমেরিকান হওয়ার অর্থ কী এবং কীভাবে 'আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলা যায়', তা বলছেন । উদাহরণ হিসেবে ফ্লোরিডার কথা বলা যায় । তারা কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাস শিক্ষাদানে সংশয় তৈরি করেছে । এর মাধ্যমে জাতি ও দাসত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিখন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে । এটি শুধু শিক্ষাবিজ্ঞানের রাজনীতি নিয়ে প্রতিযোগিতা নয়; এর পেছনে রয়েছে বৃহত্তর ও উদ্বেগজনক রাজনৈতিক বিতর্ক । কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতীত কীভাবে স্মরণ করা হবে এবং কীভাবে এর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা হবে, তা এর সঙ্গে যুক্ত ।

সার্বভৌমত্ব ও জনগণের ইচ্ছার বিষয়টি জাতীয়তাবাদের তৃতীয় দিক । সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সব সময়ই ছিল । কারণ সার্বভৌমত্বের জন্য স্বতন্ত্র পরিচয়ে একে অপরের প্রতি বিশেষ সংহতি প্রয়োজন ছিল । ফরাসি বিপ্লবের সময় জাঁ-জ্যাক রুশোর মত ছিল, জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বে প্রত্যেকের ইচ্ছার গুরুত্ব আছে । সবার এক ইচ্ছা হলে তো ভালো । কিন্তু পার্থক্যের ব্যাখ্যা কী? মতভেদ থাকলে কী হবে? এখানে ঝুঁকি থেকেই যায় । এমনকি যখন সবাই গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ধারণাকে গ্রহণ করেছে, সেখানে ঐক্যের বিষয়কে জোর দিয়েছে । কোনো জাতি তখনই জাতি হয়ে ওঠে বা তার ইচ্ছা তখনই পূরণ হয় যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয় ।

জাতীয়তাবাদের চতুর্থ মাত্রা বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত । এমনকি হাইপার গ্লোবালাইজেশন তথা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বিশ্বায়নের যুগেও জাতীয় স্বার্থ কখনও গুরুত্ব হারায়নি । দেশগুলো বিশ্বায়ন বা বিশ্ব অর্থনীতিতে বৃহত্তর একীভূতকরণ মেনে নিয়েছে । কারণ তারা ভেবেছে, এটি তাদের স্বার্থ পূরণ করবে । কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ বছর যে নির্বাচন হবে, সেখানে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার শর্তগুলো পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন আসছে । বিশ্বায়নের প্রভাবের যেমন ভালো দিক আছে, তেমনি মন্দ দিকও বিদ্যমান । এমনকি কভিড ১৯-এর আগেও উৎপাদন খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ চাকরি হারিয়েছে কিংবা ভারতে অকালে বিশিল্পায়নে বিশ্বায়নের প্রভাব আছে । বিশ্বায়ন সম্পর্কে আরও সংশয় হওয়ার প্রবণতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয়টি সামনে আসছে । সে জন্য 'আমেরিকা ফার্স্ট' এবং 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' জাতীয় স্লোগানের কারণটি বোঝা যায় বিশেষ করে এমন প্রেক্ষাপটে, যেখানে চীনের মতো কর্তৃত্ববাদও প্রতিযোগী হিসেবে আবির্ভূত ।

এ বছরের অনেক নির্বাচনে জাতীয় পরিচয়ের এই চারটি মাত্রার সংকট দেখা যাবে । এসব প্রতিযোগিতা গণতন্ত্রকে উজ্জীবিত করতে পারে । কিন্তু সাম্প্রতিক অতীত বলছে, রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের উত্থান উদার মূল্যবোধের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে ।

লেখক: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অতিথি অধ্যাপক এবং সিনিয়র ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ, নয়াদিল্লি

ফরেন পলিসি থেকে সংক্ষেপিত, ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

‘ওরা ১১ জন’ ও বিরোধী দল প্রসঙ্গ

॥ মেজর নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ (অব.) পিএইচডি ॥

মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে স্বাধীনতা লাভের পরপরই নির্মিত এবং স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্রের নাম ‘ওরা ১১ জন’। এই চলচ্চিত্রের পরিচালক চাষী নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করা শিল্পী ও নির্মাণের সঙ্গে জড়িত কলা-কুশলীদের একটি বড় অংশই ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত প্রেক্ষাপট এবং পাকহানাদার বাহিনীর নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের এক বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছিল ওই সিনেমার পরতে পরতে। আরও ফুটে উঠেছিল ১১টি সেক্টরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিকূলতাকে জয় করে ও জীবনবাজি রেখে প্রাণপণ যুদ্ধ করার এক অবিশ্বাস্য কাহিনি। খুব বড় দল বা বাহিনী নয়, ১১ জন অকুতোভয় লড়াকু যোদ্ধা কেবল দেশের মায়ায় কীভাবে মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অস্ত্র হাতে প্রশিক্ষিত বাহিনীর ওপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শেষে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে, তা দেখে প্রবল দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা পেয়েছিল সেদিনের কিশোর, তরুণ ও যুবসমাজ। আজ তাদের অনেকেই মহান সংসদের আসন অলংকৃত করেছেন।

পরিচালক ও মূল অভিনেতাসহ ওরা ১১ জন চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মানুষ আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তবে কিংবদন্তি হয়ে আছে তাদের অমর সৃষ্টি ওরা ১১ জন। ইদানীং ওরা ১১ জন কথাটি বারবার আলোচিত হচ্ছে সদ্য সমাপ্ত ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের পর থেকে। জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ১১ জন সংসদ সদস্য। সংখ্যার বিচারে এটি জাতীয় পার্টির ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল হলেও নির্বাচনবিষয়ক পর্যালোচনায় অনেকের কাছে তারা অসাধ্য সাধন করে জয়ী হয়েছেন। কারণ আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির ২৬ জন সদস্যকে সংসদে পাওয়ার আশায় সংশ্লিষ্ট ২৬টি আসন থেকে নৌকা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তবে সেই ২৬ জন থেকে জয়লাভ করেছেন ১১ জন। সেই সূত্রে জয়ী ওরা ১১ জন অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। এবার আওয়ামী লীগ তার নেতা-কর্মীদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের অনুমতি দেওয়ার কারণে দেশের প্রায় সর্বত্র ট্রাক, ঈগল ও অন্যান্য প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচন করেছেন। তবে এ ১১টি আসনে হার মেনেছেন বাকি সব প্রার্থী। সার্বিকভাবে ৬২ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হলেও এ ১১টি আসনে জিতেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা। তাই তাদের জয়কে খাটো করে দেখার উপায় নেই। তবে সমস্যা বেধেছে অন্য জায়গায়। দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের আজ ছোট করে দেখছেন আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি-উভয় দলেরই একদল নেতা-কর্মী। এ ১১টি আসনে হেরে যাওয়া অন্য দলসহ স্বয়ং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে প্রশাসনের যোগসাজশের কথা বলে চলেছেন। জাতীয় পার্টির হেরে যাওয়া প্রার্থীরা রীতিমতো প্রতিবাদ করেছেন এ ১১ জনের বিরুদ্ধে এবং একটি অংশ তাদের পদত্যাগও দাবি করেছেন। বিজয়ী জাতীয় পার্টির নেতারাও বলেছেন, নির্বাচন ভালো হয়নি, সরকার যেখানে যার জয় দেখতে চেয়েছে, সেখানে তারই জয় হয়েছে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে ‘ওরা ১১ জন’ নির্বাচিত জাতীয় পার্টি সংসদ সদস্য আবার মহান সংসদে বিরোধী দল গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অথচ তাদের নির্বাচনি প্রচারপত্রে লেখা ছিল ‘জাতীয় পার্টি মনোনীত ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত’ কথাটি। এখন তারা কোনমুখে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করবেন, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে। আরও প্রশ্ন এসেছে ১১ জন সংসদ সদস্যবিশিষ্ট দলটির নেতার নামই কি উঠে আসবে দেশের বিরোধীদলীয় নেতার কাতারে, যে কাতারে এক দিন ছিলেন আসাদুজ্জামান, আ স ম আবদুর রব, শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া, বেগম রওশন এরশাদ ও এরশাদের মতো নেতারা?

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ২৯৩টি আসন। অবশিষ্ট আসনের মধ্যে একটি করে আসন পায় জাসদ (সাত্তার, টাঙ্গাইল-১) এবং বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর, ঢাকা-১৯)। অবশিষ্ট পাঁচটি আসন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ২৯৩টি আসন। অবশিষ্ট আসনের মধ্যে একটি করে আসন পায় জাসদ (সাত্তার, টাঙ্গাইল-১) এবং বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর, ঢাকা-১৯)। অবশিষ্ট পাঁচটি আসন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ করেন।

পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী। এর ফলে বস্তুত স্বাধীনতার প্রথম আট বছর (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯) বাংলাদেশের মহান সংসদে কোনো বিরোধী দল বা বিরোধী নেতা ছিল না। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আওয়ামী লীগ (মালেক) এবং দেশের প্রথম সংসদীয় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে আসাদুজ্জামান খান ৩৯ জন সংসদ সদস্য নিয়ে মহান সংসদে প্রবেশ করেন। এ সময় ক্ষমতাসীন বিএনপি আসন পায় ২০৭টি। এরপর ১৯৮৬ সালে এরশাদ আমলে শেখ হাসিনা ৭৬ সংসদ সদস্যবিশিষ্ট বিরোধীদলীয় নেতা হন। ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ২৫১টি আসনের বিপরীতে সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) পায় ১৯টি আসন। এই জোটের নেতা আ স ম আবদুর রব (মূলত জাসদ একাংশের নেতা) হন বিরোধী দলের নেতা। এ সময় থেকেই গৃহপালিত বিরোধী দল কথাটি ব্যাপক প্রচার পায়। এরশাদ পতনের পর ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির কাছে হেরে আওয়ামী লীগ হয় বিরোধী দল। আর বিরোধীদলীয় নেত্রী হন শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটলে একই বছর দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ নির্বাচনে বিএনপির বাইরে উল্লেখযোগ্য কেউ অংশ না নেওয়ায় ফ্রিডম পার্টি একটি আসন পায় ও স্বতন্ত্ররা পায় ১০টি আসন। আর ১২ জুনের নির্বাচনে এই বিএনপির ভাগ্যে জুটে ১২৬টি আসন আর আওয়ামী লীগ পায় ১৪৪টি আসন। ফলে বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেন বেগম খালেদা জিয়া।

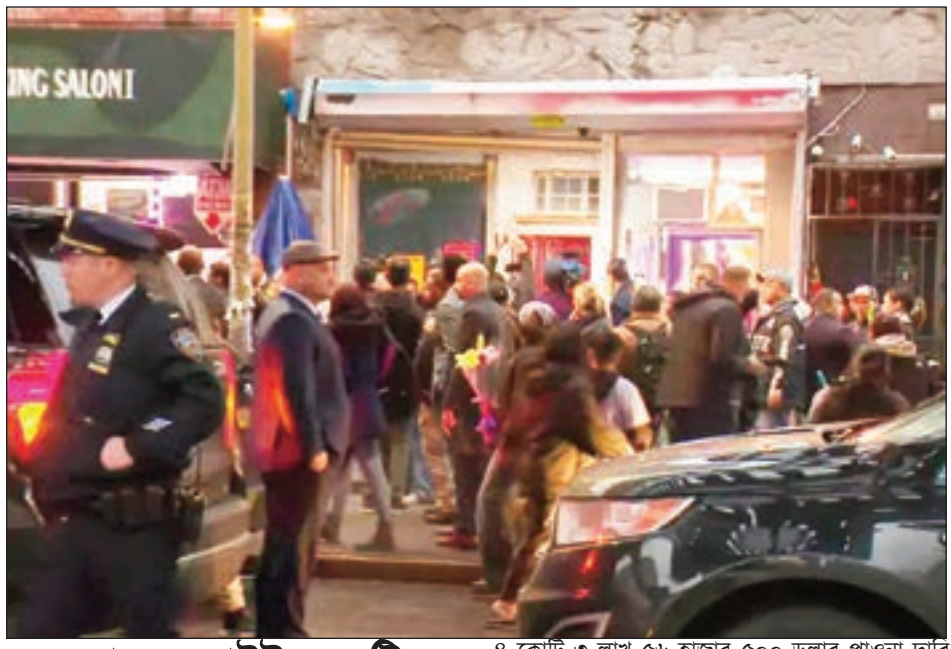
২০০১ সালে শেখ হাসিনা সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরোধীদলীয় নেত্রী হন। কারণ তাঁর দল পায় মাত্র ৬২টি আসন। আর ১৯৩ আসন পেয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে বিএনপি। ২০০৭ সালে ক্ষমতা হারিয়ে বিএনপি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তাই ২০০৮ সালে ৩০ সংসদ সদস্যবিশিষ্ট বিরোধী দলের নেত্রী হন বিএনপির বেগম খালেদা জিয়া। এরপর ২০১৪ সালে বেগম রওশন এরশাদ এবং ২০১৮ সালে এরশাদ ও তাঁর মৃত্যুর পর আবার রওশন এরশাদ বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার হয়তো আসছেন একজন জি এম কাদের। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, কাগজে-কলমে বিরোধী দল বা বিরোধী নেতা হয়েও সংসদে কমই উপস্থিত ছিলেন এসব নেতা। সমালোচনা করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার মতো কোনো পরিস্থিতি অতীতে এসব বিরোধী দল বা বিরোধী দলের নেতারা কেউ সৃষ্টি করতে পারেননি। তবে বিরোধীদলীয় নেতার জন্য বরাদ্দ সব সুবিধা নিয়েছেন এসব নেতা। এই কাতারে এবার শামিল হতে চান, ওরা ১১ জনের নেতা জি এম কাদের। অতীতের বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী হয়েছেন এ ১১ জনের তিনজন। বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে বেগম রওশন এরশাদ সরকারের কাছে মন্ত্রীদের ফেরত চেয়েও পাননি। তারপরও ৬২ জন স্বতন্ত্রের সম্ভাব্য জোটকে টেক্কা দিয়ে বিরোধী দলের পরিচিতি পেতে ১১ জনের আগ্রহ বেশ সাড়া ফেলেছে। বিরোধী দল কী এবং কেন প্রয়োজন, তা নিয়ে আমাদের সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞানের অভাগা শিক্ষার্থীদের অনেক পড়ালেখা করতে হয়েছে। মনে পড়ে রাত জেগে পড়েছি, বিরোধী দল মানে ‘ছায়া সরকার’, যারা সঠিক পথে না চললে অনাস্থা ভোটে সরকারের পতন ঘটাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে নতুন সরকার গঠন করবে। সেই অর্থে বিরোধী দলকে সরকারের জন্য ছদ্মাবরণে মঙ্গল বা ব্লেসিইং ইন ডিসগাইস বলা হতো। সরকারের যত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ থাকে, বিরোধী দলেও তেমনি বিষয়ভিত্তিক সম্পাদক থাকার কথা, যারা নিজ নিজ বিষয়ে সরকারের নীতিগুলোর ভালোমন্দের ওপর জাতিকে অবহিত করবেন। যেমন দেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে সরকারের নানা পদক্ষেপ নিয়ে কথা বলার জন্য বিরোধী শিবিরেও একজন অর্থনীতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ বা ‘শেডো অর্থমন্ত্রী’ থাকার কথা। এসবই যেন আজ কাজির গরু, কেতাবে আছে, বাস্তবে নেই।

বিশ্বজুড়ে আজ বিরোধীদের ধ্বংসের অদ্ভুত ও অনভিপ্রেত তৎপরতা দৃশ্যমান। চীন একটি গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ। বাস্তবে তা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (সিসিপি) দ্বারা শাসিত একটি একদলীয় রাষ্ট্র। সেখানে সিসিপির অধীনস্থ ৮টি ছোট রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। শাসনতন্ত্র মতে চীনে সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হলো, দেশটিতে সব সময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) নেতৃত্ব থাকতে হবে। অন্য একটি ধারায় সংবিধান সিসিপিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সর্বোচ্চ শক্তি বা হায়েস্ট ফোর্স ফর পলিটিক্যাল লিডারশিপ বলে ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমানে চীনের সংসদে ২৯৮০টি আসনের মধ্যে সিসিপির নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের আসন ২০৯১টি। এর বাইরে ৮টি ছোট ছোট দল আছে এবং সিসিপিই তাদের সংসদে এনেছে। রাশিয়া, ভারত ও পাকিস্তানসহ বিশ্বব্যাপী বিরোধীদের আজ নাজুক অবস্থা। আজ থেকে ৫০ বছর আগে (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪) পৃথিবী ছেড়েছেন আমেরিকার লেখক, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ওয়াল্টার লিপম্যান। ৬০ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে কোল্ড ওয়ার, স্টেরিও টাইপ, মিডিয়া অ্যান্ড ডেমোক্রেসি- এমন বহু রাজনৈতিক প্রবাদের সঙ্গে বিশ্ববাসীকে তিনি পরিচয় করিয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক কলাম ও ‘পাবলিক ওপেনিয়ন’ নামক বইয়ের মাধ্যমে। শেষ করব তাঁর একটি বাণী স্মরণ করে। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে কেবল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য নয়, বাঁচিয়ে রাখতে হবে তা অপরিহার্য বিধায়।

লেখক : গবেষক, বিশ্লেষক ও কলামিস্ট







জ্যাকসনহাইটসে ৬টি পতিতালয়

(প্রথম পাতার পর)

জানান ও সেখানে পতিতাবৃত্তি চলে বলে অভিযোগ আনেন। এগুলোর মধ্যে একটি পার্লার স্কুলের ৫০ ফুটের মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে।

সিটি কাউন্সিল মেম্বার ফ্রান্সিসকো মোয়া এ বিষয়ে তার ব্রিফিংয়ে বলেন, মেয়র এরিক অ্যাডামস নিজেই বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন এবং তিনিই পুলিশকে এ ব্যাপারে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন।

গত ২৪ জানুয়ারী বুধবার রাত ১টা ৩০ মিনিটে পুলিশ অভিযান চালিয়ে পার্লারগুলো পুরোপুরি চালু দেখতে পায়। পরে সকালে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়ার কোর্ট অর্ডার সংগ্রহ করে পুলিশ। এবং বিকেলের দিকে অভিযান চালিয়ে ব্যবসার নামে এই অবৈধ ব্যবসার দোকানগুলো বন্ধ করে দেয়। কমিউনিটিতে মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। অভিযানের পর একটি পতিতালয়ের সামনে থেকে তিনি রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলেন। এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এনওয়াইপিডির সহকারী কমিশনার কাজ ডট্রি বলেন, এমন অবৈধ ব্যবসার যারা ভিকটিক তাদের গ্রেফতার করার কোনো আগ্রহ নেই কর্তৃপক্ষে। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের সহায়তা করা, বলে ডট্রি। তবে যারা এসব অবৈধ ব্যবসা পেতেছে তাদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

আবাসন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ৪০ মিলিয়ন

(প্রথম পাতার পর)

অফিস অব এডমিনস্ট্রেটিভ ট্রায়ালস অ্যান্ড হিয়ারিংস এ এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এতে ও কোম্পানিকে ৪০ মিলিয়ন ডলার শ্রমিকের মজুরি ও জরিমানা হিসেবে ফেরত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

সরকারের কাছ থেকে ট্যাক্স সুবিধা নেওয়ার পর নির্মাণ কোম্পানিকে তাদের শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিতে হবে। আর তাতে ব্যর্থ হলে জরিমানা গুনতে হবে। কম্পটওলার অফিসের ব্যুরো অব লেবার ল' এর শ্রমিক অধিকার বিষয়ক পরিচালক ক্লডিয়া হেনরিকোয়েজ বলেন, তার টিম এই কোম্পানিটির বিরুদ্ধে শ্রমিকের মজুরি ভায়োলেশনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য হারে কম মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নিচ্ছে কোম্পানিটি। তিনি বলেন, ৪২১-এর আওতায় ভবন নির্মাণে শ্রম অধিকারের লঙ্ঘন নিয়ে কোনো সমঝোতা চলে না।

প্রতিটি নিউইয়র্কারই ন্যায্য মজুরির দাবিদার, কর্মক্ষেত্রে সমতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এসবই নি-উইয়র্ক সিটির আবাসন শিল্পে অবশ্যপালনীয় শর্ত, এ কথা বলেছেন এইচপিডি কমিশনার এডলফো ক্যারিয়ন। এইচপিডি জবাবদিহিতে বিশ্বাসী আর কম্পট্রোলারের এই মামলায় তাদের পাশে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন এডলফো।

লেবার ল' ব্যুরোর এক অনুসন্ধানে দেখা যায় ৩৫ বছর ধরে ৪২১-এর আওতায় কর রেয়াদ পেয়ে আসা কোম্পানি বিএলডিজি ৪৪ ব্যাপকভাবে ন্যুনতম মজুরি খাতে অনিয়ম করেছে। নির্মাণখাতে ন্যুনতম মজুরি ঘণ্টায় ৩১.৮৮ ডলার। অথচ এর চেয়ে কম মজুরি দিয়ে কোম্পানিটি শ্রমিকদের মোট ৩ কোটি ২২ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ ডলারের অনিয়ম করেছে। ২০১৫ সালের ৫ জুন থেকে ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে এই অনিয়ম করেছে কোম্পানিটি।

নির্ধারিত মজুরির চেয়ে প্রদত্ত মজুরির ফারাক ১৫ শতাংশের বেশি হওয়ায় ২৫ শতাংশ জরিমানা ধার্য করে আরও ৮০ লাখ ৭১ হাজার ৩০০ ডলার যোগ করে মোট ৪ কোটি ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৫০০ ডলার পাওনা দাবি করা হয়েছে কোম্পানিটির কাছে।

ক্যাথি হোকুলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে

(প্রথম পাতার পর)

দেখা গেলো। সিয়েনা রিসার্চ ইনস্টিটিউট বলছে, নভেম্বরে হোকুলের জনপ্রিয়তা ছিলো ৪০ শতাংশ। যা এখন বেড়ে ৪৫ শতাংশ হয়েছে। তার কাজগুলোর প্রতি জনসমর্থনও নভেম্বরের ৪৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫২ শতাংশ হয়েছে।

নিউইয়র্কের রেজিস্টার্ড ভোটারদের মধ্যে এই জরিপ চালানো হয়। তবে জনপ্রিয়তা বাড়লেও অধিকাংশ নিউ-ইয়র্কার এখনো ভাবেন না যে হোকুলের নেতৃত্বে নিউইয়র্ক আরও বেশি নিরাপদ ও বসবাসের জন্য আগ্রহের স্থান হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য সঙ্কট, গৃহায়ন সঙ্কট, নিউইয়র্ককে বিশ্বের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রাজধানী করে তোলার ক্ষেত্রেও তারা কোনো অগ্রগতি দেখতে পান না।

বেশ কিছু ইস্যুতে হোকুল অবশ্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই ভোটারদের ভোট পেয়েছেন। ৭২ শতাংশই মনে করেন হোকুল যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন সেগুলো কার্যকর হতে পারে। এক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটদের ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি। তিন চতুর্থাংশ ডেমোক্র্যাটের সমর্থন রয়েছে তার প্রতি। অন্য দিকে এসব উদ্যোগে রিপাবলিকানদের সমর্থন মিলেছে অর্ধেকেরও কম।

স্কুলে ধর্মভিত্তিক ভীতি আর সকল ঘৃণার বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক

(প্রথম পাতার পর)

সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি আর একের ধর্ম-মতের প্রতি অন্যের সম্মানবোধ জাগ্রত করে একটি মর্যাদাকর শিখণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করবে সিটি ও পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সাম্প্রতিক সময়ের ইহুদিবিরোধী তৎপরতা, ইসলামোফোবিয়ার নামে বিরুদ্ধাচারণ ও অন্যান্য নিরাপত্তা উদ্বেগের পরিপেক্ষিতে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে এ সংক্রান্ত ইস্যুগুলো মোকাবেলা ও নিরসনে কাজ চলবে। আমাদের লক্ষই হচ্ছে স্কুলগুলোকে নিরাপদ করে তোলা। এ কথা বলেছেন স্কুল চ্যান্সেলর ডেভিড সি ব্যাংকস।

নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলের চ্যান্সেলর হিসেবে আমি স্কুলগুলোতে পারস্পরিক সমঝোতা, মর্যাদার সংস্কৃতি তৈরি ও পুর্ণ স্কুল পদ্ধতিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাম্প্রতিক সময়ের ইহুদিবিরোধী মনোভাব ও ইসলামোফোবিয়া আমরা দেখি দেশজুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। এটা কেবলই যে হুমকির তা নয়, আমাদের মূল্যবোধেরও বিরোধী। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, কোনো ধরনের চরমপন্থা ও ঘৃণার প্রতি আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি, বলছিলেন স্কুল চ্যান্সেলর ডেভিড ব্যাংকস।

কমিউনিটি নেতৃত্ব, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেই আমরা একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েই এগুচ্ছি। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী মনে করে তাদের মূল্যায়িত করা হচ্ছে এবং স্কুলে তারা স্বাগত। হোক তা সে যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই আসুক না কেনো।

ব্যাংকস বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের ভবিষ্যত। আমাদের একটি প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা কেবল সুশিক্ষিতই হবে না, অন্য সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে, বলেন ডেভিড ব্যাংকস।

২৯ জানুয়ারি-১৫ এপ্রিল : ট্যাক্স রিটার্ন শুরু

(প্রথম পাতার পর)

কানুন বলা হয়েছে।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ট্যাক্স সেশনে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ১২৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন ট্যাক্স ফাইলিং হবে বলে আশা করছে আইআরএস।

এদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরের মতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিসে বিপরীত হতে পারে। নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, আহমেদ এন্ড কোং, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হিলসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এম্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বেড়েছে। আইআ-রএস'র বরাত দিয়ে এনরোল্ড এজেন্টগণ জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৩ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

মিশিগানে মুসলিম নেতারা ফিরিয়ে দিলেন

(প্রথম পাতার পর)

ইসরাইলকে। আর তারই মদদে গাজায় নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল।

ওইদিন ডেট্রয়েটে বাইডেন ক্যাম্পেইনের নেতারা গিয়েছিলেন এই আলোচনার জন্য। ডেট্রয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আরবি ভাষাভাষীদের সবচেয়ে বড় কমিউনিটির বাস। বাইডেন ক্যাম্পেইন অবশ্য সেখানে গাজা যুদ্ধ ও তাদের ভোটারদের উদ্বেগ নিয়েই আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা শুনতেই রাজি হন নি মুসলিম নেতারা। কতিপয় মুসলিম ও আরব নেতা প্রথমে অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন, সভাটি হতে পারে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর তা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় শুরু থেকেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার প্রশাসন। ইসরায়েলি নৃশংসতায় অকুণ্ঠ সমর্থন দেওয়ায় বাইডেনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমরা। এতে বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে মুসলিমদের এক হওয়ার ডাক দিয়ে আসছেন নেতারা।

চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে আবার লড়বেন বাইডেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলনির্ধারণী (সুইং স্টেট) দেশটির অন্তত ছয়টি অঙ্গরাজ্যের মুসলিম নেতারা আসন্ন নির্বাচনে বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে মুসলিমদের এককাট্টা করার ঘোষণা দেন। মিশিগান এর মধ্যে অন্যতম একটি সুইং স্টেট যা এখন এই বিরোধীতা আরও স্পষ্ট করলো।

সম্প্রতি করা এক জরিপে দেখা গেছে, আরব-আমেরিকান মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন বাইডেন। ২০২০ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম তাকে সমর্থন করতেন। কিন্তু বিগত চার বছরের মধ্যেই এতে বড় ধস নেমেছে। এতে মিশিগানের মতো রাজ্যগুলোয় জয়পরাজয় নির্ধারণী হয়ে উঠতে পারেন মুসলিম ভোট-াররা। কারণ, গত নির্বাচনে এ রাজ্যে বাইডেন মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। আরব-আমেরিকান ইনস্টিটিউটের হিসাবে, মিশিগানের ভোটারদের মধ্যে ৫ শতাংশ মুসলিম।

এছাড়াও উইসকনসিনের মতো রাজ্যে মুসলিম ভোটার আছে প্রায় ২৫ হাজার। গত নির্বাচনে এই রাজ্যে বাইডেন জেতেন মাত্র ২০ হাজার ভোটের ব্যবধানে। অ্যারিজোনায় মুসলিম ভোটার ২৫ হাজারের বেশি। গতবার রাজ্যটিতে মাত্র সাড়ে ১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় পান বাইডেন। এতে সুইং রাজ্যগুলোতে বাইডেনকে সত্যিই বিপাকে পড়তে হবে বাইডেনকে।

একস্লিপ

(শেষের পাতার পর)

কর্মকান্ডে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশ প্রশাসনে অভিযোগ করলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়। খবরটি মূলধারার বিভিন্ন মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রকাশ পেলেও গত ৩/৪ দিনে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির কোন মিডিয়ায় প্রকাশ পায়নি। জনগুরুত্বপূর্ণ এমন খবরটি কমিউনিটির মিডিয়ায় গুরুত্ব না পাওয়ায় সচেতন প্রবাসীদের কেউ কেউ সাংবাদিকদের অভিযুক্ত করছেন। অভিযোগের সুরে কেউ কেউ বললেন- আমাদের কমিউনিটি মিডিয়া কি শুধু 'কাট এন্ড পেষ্ট' সাংবাদিকতাই করবে। অনুসন্ধানী সা-ংবাদিকতা চাই, জনগুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো তাৎক্ষনিক চাই। এমন দাবীও জানালেন কেউ কেউ। একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে দায়িত্ব না এড়িয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা জানালাম। তর্কে না জড়িয়ে বললাম- 'নেক্সট টাইম উই ট্রাই আওয়ার বেষ্ট'।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

ঢাকায় দুই বাংলাদেশী-আমেরিকান ডলারসহ গ্রেফতার

(প্রথম পাতার পর)

জিজ্ঞাসাবাদের জের ধরে নড়েচড়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটি। আটককৃত এই দুই ব্যক্তি হচ্ছেন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন (৩৯) ও মোহাম্মদ রেজাউল (৫৯)। গত শুক্রবার (২৬ জানুয়ারী) বিমানবন্দরের ৫ নম্বর আইএনএস গেটের স্ক্যানিং থেকে তাদের আটক করে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক)। বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, বিমানবন্দরের প্রি-বোর্ডিং চেকে দুইজনকে ১ লাখ মার্কিন ডলারসহ আটক করেছে এভসেক। তাদের এসব ডলার বহনের কোনো অনুমতি ছিল না। আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে আটকদের কাস্টমসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পরে ঢাকা কাস্টমস হাউসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (এআরও) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আটক আমেরিকান দুই নাগরিকের থেকে ১ লাখ ডলার জব্দ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ টাকার সমমানের। এ বিষয়ে পরে বিমানবন্দর থানায় মানিলন্ডারিং আইনে একটি মামলা করা হয়। পরে তাদের আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। অপরদিকে আসামিপক্ষে আইনজীবী রিমান্ড বাতিলসহ জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক তাদের দুইদিন জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।

বাংলাদেশে যখন তাদের বিচার চলছে তখন এই ঘটনাটি টক অব দ্য কমিউনিটিতে পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের মাঝে। কমিউনিটির নেতারা বলছেন, অবৈধভাবে অর্থ নিয়ে আসা নিশ্চয়ই অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য। তবে প্রবাসীদের প্রশ্ন বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র তথা অন্য দেশে আবাস গড়া বাংলাদেশীরা কিভাবে দেশে তাদের নিজের অর্থ আনবেন? যারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, এবং দেশে আর হয়তো কখনোই ফিরবেন না, তারা কিভাবে দেশে তাদের নিজের গড়া সম্পদ কিংব পৈত্রিকভাবে প্রাপ্ত সম্পদ ভোগ করবেন? কিংবা কেউ যদি দেশের সম্পদ বিক্রি করে আনতে চান তা কিভাবে আনবেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

কমিউনিটির দাবি বাংলাদেশ থেকে অর্থ আরও সহজে নিয়ে আসার পথ তৈরি সরকারকেই করতে হবে।

মিয়ানমারের বিপ্লবে চীন যেখানে সফল, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ব্যর্থ

॥ ডেভিড স্কট ম্যাথুসন ॥

ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত ও আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গৃহদাহ–এসব ইস্যুর কারণে ২০২৩ সালের বেশির ভাগ সময়জুড়েই মিয়ানমার বিশ্বের মনোযোগ পায়নি। কিন্তু অক্টোবর মাসের শেষটাতে এসে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যেতে শুরু করে। এ সময় জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো (ইএওএস) অভিযান-১০২৭ শুরু করে।

মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি সেনাচৌকিতে তারা একযোগে হামলা করে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিরাট মজুত তারা নিজেদের আয়ত্তে নেয়। জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর এই হামলার ফলে মিয়ানমার বিশ্ব গণমাধ্যমের শিরোনাম হয় এবং বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের নিষ্ক্রিয়তাতে ঝাঁকুনি দেয়।

আরাকান, কারেননি, সাগায়িং, চীন স্টেটসহ অন্যান্য অঞ্চলে লড়াই ছড়িয়ে পড়ায় মিয়ানমারের থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের (৩বিএ) প্রতিরোধযুদ্ধের বিজয়ের ব্যাপারে বড় আশাবাদ তৈরি হয়। অভিযান ১০২৭ নামের অভিযানটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে মিয়ানমারের বর্তমান জামানার জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ অচলাবস্থায় আটকে নেই। প্রতিরোধযোদ্ধারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের জয় করা এলাকার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মিয়ানমারের যুদ্ধক্ষেত্রে বিপ্লবীদের এই অগ্রগতির বিপরীতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে পদক্ষেপ, সেটা ধারাবাহিকভাবে কোনো প্রভাব রাখতে পারছে না। ২০২১ সালের সেনা অভ্যুত্থানের পর আশা তৈরি হয়েছিল, বিশ্ব এবার মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের সহায়তা করবে, কিন্তু সেটা হয়নি। ২০২২ সালে জাতিসংঘের অবস্থান ঘিরে ক্ষোভ জন্ম হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ বছর যেসব প্রচেষ্টা নেয়, তার সবটাই ছিল দুর্বল।

কিন্তু ২০২৩ সালে মিয়ানমারেরর প্রতিরোধযোদ্ধারা দৃঢ় আত্মনির্ভরতা, সংকল্প, আত্মবিশ্বাস দেখাতে শুরু করেন। বাইরের বিশ্ব থেকে তাঁদের বিপ্লবে কোনো ধরনের সহায়তা আসবে, মিয়ানমারের বিপ্লবীরা সেই প্রত্যাশা করেননি। অনেক তরুণ বিপ্লবী পশ্চিমাদের মানবিক সহায়তা ও জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা শিগগিরই বুঝতে পারেন, এটা নিছক প্রতিশ্রুতি। মিয়ানমারের বিপ্লবীদের একলাই পথ চলতে হবে।

মিয়ানমারের ক্ষেত্রে চীন আন্তর্জাতিক পরিসরের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়। মিয়ানমারের ওপর চীনের প্রভাবকে স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায়। তিন বছর ধরে একটি চিৎকারই প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে যে মিয়ানমারের প্রতিরোধ আন্দোলনে বাইরে থেকে অস্ত্র দরকার। একটা ভুল আশা ছড়িয়ে পড়েছিল যে থাইল্যান্ডের মাধ্যমে ইউক্রেনের মতো মিয়ানমারকে অস্ত্র সরবরাহ করবে যুক্তরাষ্ট্র।

এ দুটি ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মিয়ানমারের নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো। গণনৃশংসতার স্পষ্ট ও চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা নীরব থেকেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে অধিকার প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকা থাকলেও বিচার নিয়ে প্রচারণার ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মিয়ানমারের প্রতিরোধযোদ্ধাদের নীরবে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে চীন। থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের ওপর চীনের কৌশলগত সমর্থন না থাকলে অপারেশন ১০২৭ সম্ভবপর হতো না।

মিয়ানমারের বিপ্লবীরা সেনাশাসনের অবসান এবং নতুন প্রগতিশীল রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে চলেছেন। আর তাঁরা পশ্চিমাদের সহযোগিতা কিংবা আশীর্বাদের জন্য বসে নেই।

পশ্চিমা বিশ্ব অথবা আসিয়ানকে 'কৌশলে পরাস্ত' করছে না চীন। তারা খুব স্বাভাবিকভাবে মিয়ানমারের বিষয়ে একটু বেশি মনোযোগ দিয়েছে এবং আরও বেশি কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে। ১২ জানুয়ারি কুনমিংয়ে অস্ত্রবিরতি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করে চীন। এই চুক্তির ফলে মিয়ানমারের সংঘাত থেমে যাবে অথবা মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে রক্ষা করা যাবে, তা নয়। কিন্তু এই চুক্তির মাধ্যমে চীনের প্রভাবটা স্পষ্ট হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্য থাইল্যান্ড মিয়ানমারের সঙ্গে কারসাজির সম্পর্ক বজায় রাখার নীতিতে চলেছে। আর ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকা ছিল একেবারেই হতাশাজনক। বড় একটা আশা তৈরি হয়েছিল যে থাইল্যান্ডে মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি সরকার গঠন করলে থাইল্যান্ড মিয়ানমারের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি নেবে। কিন্তু বাস্তবে সবাইকে হতাশ হতে হয়েছে।

আর পশ্চিমারা মিয়ানমার প্রশ্নে তিনটা বড় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রথম ব্যর্থতা হলো, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় তারা মিয়ানমার ইস্যু নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ জরুরি ত্রাণ সংস্থার প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস মিয়ানমারে তাঁর বিশেষ দূত নোলিন হাইজারকে সরিয়ে নেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি কাউকে নিয়োগ করা হয়নি।

মিয়ানমারের বাস্তবতায় খাটে, এমন নতুন কোনো কিংবা ভালো কোনো ধারণা জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিম; বরং তারা বেশ কিছু বাজে উদ্যোগের জন্ম দিয়েছে। জান্তা সরকারের কর্মকর্তাদের গোপন একটি বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানায় ফিনল্যান্ড। সুইজারল্যান্ড জান্তা সরকারের কর্মকর্তা এবং মিয়ানমারের গুরুত্বহীন ও নামমাত্র অস্তিত্ব আছে, এমন গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করে।

এ দুটি ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মিয়ানমারের নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো। গণনৃশংসতার স্পষ্ট ও চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা নীরব থেকেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে অধিকার প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকা থাকলেও বিচার নিয়ে প্রচারণার ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা দেশগুলো তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে মিয়ানমারকে অগ্রাধিকার প্রদান করেনি। যুক্তরাষ্ট্রের অতি আশাজাগানো বার্মা অ্যাক্ট আক্ষরিক অর্থে কিছুই জন্ম দিতে পারেনি। একটা ব্যাপার হচ্ছে, ত্রাণসহায়তা বা মানবিক কার্যক্রম যখন প্রধান হয়ে ওঠে, তখন কূটনৈতিক তৎপরতা টোকেনসর্বস্ব হয়ে ওঠে, আর সরকারের সমর্থনও মাঠে মারা যায়।

তৃতীয়ত, মিয়ানমারের জাতীয় ঐক্য সরকার বা এনইউজি আন্তর্জাতিক পরিসরে যাতে কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করে, সে জন্য তাদের সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব।

মিয়ানমারজুড়ে প্রতিরোধযোদ্ধারা যে শক্তি, উদ্যম ও আত্মত্যাগের নজির স্থাপন করে চলেছেন, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পদক্ষেপগুলো বিসদৃশভাবে মিলছে না। এমনকি মিয়ানমারের বিভিন্ন জায়গায় বাস্তব যে লড়াই চলছে, তার সঙ্গে দেশটির নির্বাসিত (সীমান্ত দেশগুলোতে হোক আর দূরের কোনো দেশে হোক) নাগরিকদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে মেলবন্ধন হচ্ছে না।

মিয়ানমারের বিপ্লবীরা সেনাশাসনের অবসান এবং নতুন প্রগতিশীল রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে চলেছেন। আর তাঁরা পশ্চিমাদের সহযোগিতা কিংবা আশীর্বাদের জন্য বসে নেই।

লেখক: সংঘাত, মানবিক সহায়তা ও মানবাধিকার বিষয়ে স্বাধীন বিশ্লেষক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত







টাইমস স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণের কর্মসূচী ঘোষণা

(শেষের পাতার পর)

বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের সফলতা অব্যাহত রাখতে চলতি বছরও টাইমস স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ-১৪৩১ এর অনুষ্ঠান আয়োজনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৪ জানুয়ারী বুধবার জ্যাকসন হাইটসের নেপালী বাঞ্চা ঘর মিলনায়তনে আয়োজিত জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে দু'দিন ব্যাপী (১৩-১৪ এপ্রিল) বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। গেলো বারের মতো এবারও অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের আয়োজন হবে টাইমস স্কয়ারে আর দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায়। আয়োজনে থাকবে এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে ১৪৩১ বাংলা বর্ষবরণ ঘোষণা ও প্রথম মহড়া উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করেন সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান। টাইম স্কয়ারের মূল অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে শতকণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন। এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড'র সভাপতি বিশ্বজিত সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক হোসাইন কবির, অভিনেত্রী লুৎফুন নাহার লতা, শতকণ্ঠের মহড়া পরিচালক মহিতোষ তালুকদার তাপস, প্রজন্ম ৭১ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি শিবলী সাদেক ও আয়োজক সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক কানভীর কায়সার। সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড-এর সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ১৩ ও ১৪ এপ্রিল যথাক্রমে শনিবার ও রোববার দু'দিনব্যাপী বাংলা বর্ষবরণ-১৪৩১ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান হবে ম্যানহাটানের টাইমস স্কয়রে। আর দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হবে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার-সিটি প্লাজায়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকবে শতকণ্ঠে সঙ্গীত, মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বৈশাখী মেলা প্রভৃতি। সংবাদ সম্মেলনা বলা হয়, বাংলা শিল্পসংস্কৃতির বিশ্বয়ানের লক্ষ্যেই টাইমস স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আর সেই লক্ষ্যে গেলো বছরের চেয়ে এবারের প্রত্যাশা আরো বেশী। এবার অনুষ্ঠান আর চাওয়া-পাওয়া গত বছরের আয়োজন ও প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যাবে।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বজিত সাহা জানান, এবারের বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে টাইমস স্কয়ারকে ঢাকার রমনার বটমূলে আদলে সাজানো হবে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় তিন স্তর বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীর পকিল্পনা করা হয়েছে। মূল অংশগ্রহনকারীদের সাথে যুক্ত হবে পরিবারের শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা। তিনি বলেন, আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিন প্রজন্মের মেলবন্ধন ঘটাতে চাই। এই নিউইয়র্ক থেকেই বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বময় করে তুলতে চাই।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, আমার পরিচয় আমার শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যেই। তাই বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আমাদের টানে, আমরা যাই। এমন অনুষ্ঠানে না যাওয়া মানেই আমরা জীবিত অবস্থায় যেনে মৃত। চলমান বিশ্বে বাংলা ভাষা, বাঙলা শিল্প-সংস্কৃতি, বাংলাদেশের নেতানেত্রী নিজ যোগ্যতায় আজ বিশ্বময়।

অধ্যাপক হোসাইন কবির বলেন, টাইমস স্কয়রে গতবছর প্রথমবারের মতো আয়োজিত বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ছিলো মাইলফলক অনুষ্ঠান, প্রবাসে বাঙালীর আরেকটি বিজয়। আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রয়েছে। যার প্রতিনিধিত্ব আমরাই করছি।

মহিতোষ তালুকদার তাপস বলেন গত বছর টাইমস স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলা শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে চিনতে পাড়ছে, জানতে পারছে, আমাদেরও পরিচিতি ঘটেছে। সংবাদ সম্মেলন শেষে স্থানীয় শিল্পরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়ায় অংশ নেয়। এতে বিপুল সংখ্যক নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি ছিলো লক্ষনীয়।

পুষ্টিগুণে ভরা লাউ

(শেষের পাতার পর)

লাউ দিয়ে যেমন পাতলা ঝোল রেঁধে ফেলা যায় তেমন পায়েস বানানো যায়। এ ছাড়া মাছের মাথা দিয়ে লাউ, চিংড়ি দিয়ে লাউ খেতেও দারুণ লাগে। করলার থেকেও পুষ্টিগুণে অনেক এগিয়ে লাউ।

কার্বোহাইড্রেট কম থাকায় এই সবজি শরীরের জন্য খুব ভালো। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে, অন্ত্রের যত্ন নিতে এই সবজি ডায়েটে রাখা আবশ্যক। পাকস্থলী, লিভার পরিষ্কার রাখতে, যেকোনো চর্মরোগ সারিয়ে দিতে এই লাউয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। লাউয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ পানি থাকে, যা শরীর **ঠান্ডা** রাখে। এছাড়াও এর মধ্যে কোনো রকম ক্যালোরি নেই ফলে তা হার্টের জন্যও খুব ভালো। অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় লাউ জ্বর, জন্ডিস, ডায়াবেটিস, হজমের সমস্যা মেটাতেও ভীষণ রকম উপকারী।

শরীরে ভালো খারাপ দুই রকম কোলেস্টেরল থাকে। তবে কোলেস্টেরল বাড়তে দেয়া একেবারেই ঠিক নয়। এতে চাপ পড়ে হার্টের ওপরে। যে কারণে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকটাই। যে কারণে নিজেকেই খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বুঝে শুনে খাবার খান। কোনোভাবেই বেশি কিছু খেয়ে ফেলবেন না। এতে শরীর খারাপের ঝুঁকি বাড়ে। আর তাই ব্যালান্সড ডায়েট, হালকা খাবারই শরীরের জন্য সবচাইতে ভালো। লাউয়ের মধ্যে ফাইবার অনেকটা বেশি পরিমাণে থাকে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয় না, অন্ত্র পরিষ্কার থাকে। তাই নিয়ম করে অবশ্যই এই লাউ খান। রোজ একটা করে লাউয়ের সবজি খেলে পেটও অনেক ঠান্ডা থাকবে। অনেকের কম বয়সে মুখে বৃদ্ধের ছাপ পড়ে। সেটা দূর করতেও কাজ করে লাউ।

লাউয়ে পানির পরিমাণ বেশি আর ক্যালোরি একেবারেই নেই। যে কারণে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে, ক্ষুধা পায় না। ফলে চর্বি গলতে শুরু করে তাড়াতাড়ি। শরীরের ডিটক্সিফিকেশনের জন্য লাউয়ের জুড়ি মেলা ভার। তাই শরীর সুস্থ রাখতে রোজ অবশ্যই নিয়ম করে খান লাউ।







যুক্তরাষ্ট্রের অমানবিক মৃত্যুদন্ডের নিন্দায় জাতিসংঘ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্ব মানবতার কন্ডারি যুক্তরাষ্ট্রে অমানবিক মৃত্যুদন্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারী) বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক আসামিকে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োগে কার্যকর করেছে মৃত্যুদন্ড। তার নাম ছিল 'কেনেথ স্মিথ'। দেশটির এমন পদক্ষেপে ভীষণ ক্ষেপেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। আর এই নিয়েই ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে ওয়াশিংটন। মৃত্যুদন্ডের প্রক্রিয়াটিকে শুক্রবার 'নির্যাতন' বলে উল্লেখ করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক।

সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে তুর্ক বলেন, 'আমি গুরুতর উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও আলাবামায় কেনেথ ইউজিন স্মিথের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য গভীরভাবে অনুশোচনা করছি। নাইট্রোজেন গ্যাস দ্বারা শ্বাসরোধের অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিটি নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ।'

যুক্তরাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপে মুখ খুলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও। ইইউর একজন মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, 'নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতিটি একটি বিশেষ নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক শাস্তি।' মৃত্যুর আগে একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে স্মিথ বলেছিলেন, 'আজ রাতে আলাবামা মানবতাকে এক ধাপ পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা রাজ্যে নাইট্রোজেন হাইপোক্সিয়ার মাধ্যমে কার্যকর করা হয় স্মিথের মৃত্যুদন্ড। মাস্কের সাহায্যে নাইট্রোজেন গ্যাস তার শরীরে প্রবেশ করানো হয়। প্রচন্ড খিঁচুনি দিয়ে ২২ মিনিটের মাথায় মৃত্যু হয় তার। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী ইনজেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হতো। সূত্রঃ এএফপি, সিএনএন।





'নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা' ২৪-২৭ মে

(শেষের পাতার পর)

প্রকাশকবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। মেলায় নিউইয়র্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের সাহিত্য সংগঠনকেও তাদের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ৩২তম বইমেলায় প্রায় ৩০টির মত প্রকাশক ও সংগঠন অংশগ্রহণ করবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এছাড়াও মেলাটি সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়।

এক প্রশ্নের উত্তরে আয়োজকরা বলেন, প্রবাসীদর অংশ গ্রহন ছাড়াও নতুন প্রজন্মকে আরো ব্যাপকভাবে বইমেলায় সম্পৃক্ত করাই এবারের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও মেলার ভালোমন্দ নিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের মতামত নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, বিগত মেলার মতো এবারের ৩৩তম মেলাতেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে 'জি এফ বি/মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার' দেওয়া হবে। এই পুরস্কারের মূল্যমান ৩,০০০ ইউএস ডলার। ইতিপূর্বে যারা এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নির্মলেন্দু গুণ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, দিলারা হাশেম, শামসুজ্জামান খান ও আসাদ চৌধুরী। এছাড়াও মেলায় অংশগ্রহণকারী সেরা প্রকাশককে 'চিত্তরঞ্জন সাহা প্রকাশক পুরস্কার' প্রদান করা হবে। এই পুরস্কারের মূল্যমান হবে ৫০০ ইউএস ডলার।



প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

লেখক আহবাব চৌধুরীর গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

মৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্নতা আহবাব চৌধুরীকে অনন্য লেখকে পরিণত করেছে

॥ অধ্যক্ষ কবি কালাম আজাদ ॥



লেখক আহবাব চৌধুরী খোকনের 'মুক্ত মনের ভাবনা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন অধ্যক্ষ কবি কালাম আজাদ সহ অতিথিবৃন্দ

ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ ও কবি কালাম আজাদ বলেছেন, চিন্তার ক্ষেত্রে যে যত উন্নত, সে তত বড় মানুষ। মনন বুদ্ধিবৃত্তির নিরিখে আহবাব চৌধুরী খোকনের লেখালেখি সাহিত্যমূল্যের বিবেচনায় নিঃসন্দেহে সফল। মৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্নতা আহবাব চৌধুরীকে অনন্য লেখকে পরিণত করেছে। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁর লেখালেখিতে ফুটে উঠে। আহবাব চৌধুরী খোকনের কলম জেগে থাকলে দেশের ইতিহাসে তাঁর নাম উজ্জ্বলভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ কলম কাউকে নিরাশ করে না।

বিশিষ্ট লেখক ও সমাজকর্মী আহবাব চৌধুরী খোকনের ৩য় গ্রন্থ 'মুক্ত মনের ভাবনা'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

'এসএসসি ব্যাচ ১৯৮৬' বাংলাদেশ ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) বিকালে ফেঞ্চুগনস্থ আনন্দ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল ইসলাম। 'এসএসসি ব্যাচ ১৯৮৬' বাংলাদেশ সিলেট বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গল্পকার ও সাংবাদিক সেলিম আউয়াল, প্রবাসী কবি শিউল মনজুর, সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য নাহিদ হাসান চৌধুরী, হৃদয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ অনলাইন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ, ফেঞ্চুগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মামুনুর রশীদ।

আব্দুল্লাহ শামসুজ্জামান দিনারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সাহিত্য সমালোচক মো. আবদুল বাছিতের মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি নাঈমা চৌধুরী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফেঞ্চুগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসেন পাপ্পু। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুলাউড়া প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি খালেদ সাহাবুদ্দিন, বুরহান উদ্দিন, মনসুর আলম চৌধুরী টিপু, প্রভাষক বিকাশ রঞ্জন দেবনাথ, কবি সোহেনা আক্তার হেনা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মাসুক আহমদ।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল ইসলাম বলেন, মননশীল চিন্তা ও কথায় সামগ্রীক সময়কে ধারণ করেছেন লেখক আহবাব চৌধুরী খোকন। তাঁর বইয়ে ফেঞ্চুগঞ্জের কৃষক-শ্রমিক, মাটি ও মায়ের কথা সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে রেখাপাত করেছেন। তাঁর বই পড়ার পর মানুষের উপলব্ধির জগত বিস্তৃত হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গল্পকার সেলিম আউয়াল বলেন, আহবাব চৌধুরী ভিন্ন দেশে থেকেও ফেঞ্চুগঞ্জের কথা ভাবেন। তাঁর হৃদয়ে সবসময় স্বদেশ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও এলাকার মানুষ বিরাজমান। আমেরিকার ব্যস্ততম জীবনে থেকেও তিনি তিনটি বই উপহার দিয়েছেন। যখন তাঁর হৃদয়ে স্পন্দন উঠে, তখনই তিনি কলম নিয়ে বসে যান।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us







নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের উদ্যোগে দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক মুকতাবিস-উন-নূরের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: সিলেট প্রেসক্লাবের দীর্ঘকালীন সাবেক সভাপতি, দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকা'র সম্পাদক মুকতাবিস-উন-নূর এর নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। গত ১৫ জানুয়ারী সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই সভার আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদারের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও ইয়ক বাংলা সম্পাদক রশীদ আহমদ।

সভায় সম্পাদক মুকতাবিস-উন-নূর তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, টাইম টিভির সিইও ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, নি-উইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, সদস্য হাবীবুর রহমান হাবীব প্রমুখ। সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ সা-ংবাদিক জয়নাল আবেদীন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলমগীর সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, দফতর ও প্রচার সম্পাদক মাহাথির খান ফারুকী, কার্যকরী কমিটির সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান, কবি নাসির উদ্দিন আহমেদ, শফিক উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম মাসুমসহ আরো অনেক উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রবীণ সাংবাদিক মুকতাবিস-উন-নূর ব্যক্তিগত সফরে এক সপ্তাহের জন্য নিউইয়র্কে আসেন। আগামী ২৯ জানুয়ারী তার বাংলাদেশ ফেরার কথা রয়েছে। তার সফরকালীন সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য সফর করেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় এভিয়ান ফ্লু আতঙ্ক, ১০ লাখ মুরগী নিধন, পুড়ে ফেলা হচ্ছে ডিম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গেলো মাসে মাইক ওয়েবার নাম এক মুরগী খামারির খামারে মুরগীর শরীরে এভিয়ান ফ্লুর অস্তিত্ব মেলার পর খামারের ৫ লাখ ৫০ হাজার ডিম দেওয়া মুরগী নিধন করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ফ্রান্সিসকোর সোনোমা কাউন্টিতে এই খামারটিকে ফ্লুর সংক্রমন থেকে বাঁচাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। গোটা ক্যালিফোর্নিয়ায় এভিয়ান ফ্লু এখন এক আতঙ্কের নাম। যদিও এর আগের এভিয়ান ফ্লু সংক্রমনে গোটা মধ্য পশ্চিমা স্টেটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্যালিফোর্নিয়া ছিলো ব্যতিক্রম। এবার সেখান থেকেই শুরু হলো এই রোগের বিস্তার। গত দুই মাসে কয়েক ডজন ফার্ম থেকে ১ মিলিয়নের বেশি মুরগী নিধন করা হয়েছে এই সংক্রমন প্রতিরোধে। যা মুরগি খামারি, খামারের কর্ম ও সাধারণ ক্রেতার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে।

এদিকে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ক্যালিফোর্নিয়ার পোল্ট্রি ফার্মগুলোয় এই রোগের বিস্তার ঠেকাতে বায়োসিকিউরিটি নেওয়া হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রির কর্মকর্তারা এখন আশঙ্কা করছেন, ব্যাকইয়ার্ড চিকেনের মধ্যে এই রোগ যত বেশি ছড়াবে তত বেশি তা কমার্সিয়াল ফার্মেও ছড়িয়ে পড়বে।



বিয়ের পর নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন পরিণীতি



ঢাকা ডেস্ক: গত বছরই আপ নেতা রাঘব চাড্ডার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা করে বড় হয়েছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত বিনোদন সংস্থা এন্টারটেইনমেন্ট কনসালট্যান্ট এলএলপির সঙ্গে চুক্তি করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের ক্যাপশনে পরিণীতি লিখেছেন, 'সংগীত আমার কাছে সবসময়ই আমার আনন্দের জায়গা। আমি বিশ্বব্যাপী অগণিত সংগীতজ্ঞদের মঞ্চে পারফরম করতে দেখেছি এবং এখন অবশেষে সেই বিশ্বের অংশ হওয়ার সময় এসেছে'।

তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি আমার জীবনের একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য খুব ভাগ্যবান, আশীর্বাদ এবং চাপ অনুভব করছি। আমি এই সংগীত যাত্রা শুরু করতে কতটা উত্তেজিত তা আমি সত্যিই বলে বোঝাতে পারব না। একটি যাত্রা যা আমাকে একসঙ্গে দুটি ক্যারিয়ার করার সুযোগ করে দেয়! মজার কিন্তু! অজানাকে আলিঙ্গন করা এবং আমার সব ভয়ের মুখোমুখি হওয়া এবং গান গেয়ে ডেবিউ করা'।

পরিণীতি লিখেছেন, 'এই বছর আপনাদের জন্য বেশ কিছু আশ্চর্যজনক জিনিস রয়েছে। আশা করি আপনারাও এটার জন্য আমার মতোই উত্তেজিত'।

বছর ৩৫-এর অভিনেত্রী সংগীত জগতের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত। কারণ ২০১৭ সালে 'মেরি পেয়ারি বিন্দু' ছবিতে 'মানা কে হাম ইয়ার নেহি' গানটি গেয়েছিলেন তিনি।

ঐশ্বরিয়ার বিচ্ছেদ গুঞ্জন, রহস্যজনক পোস্ট অভিষেকের

ঢাকা ডেস্ক: বলিউডের তারকা দম্পতি ঐশ্বরিয়া রাই ও অভিষেক বচ্চন। ভালোবেসে বিয়ের পর বহুবার তাদের সংসার ভাঙার গুঞ্জন প্রকাশ পেয়েছে। এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও বলিউডের একসময়ের শক্তিশালী জুটি ঐশ্বরিয়া আর অভিষেক সম্পর্কে বহুদিন ধরেই চলছে টানাপড়েন।



তার মধ্যেই অভিষেক বচ্চন সম্প্রতি একটি রহস্যজনক পোস্ট করলেন। তিনি এদিন তার ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন, যা দেখে তাদের ডিভোর্সের জল্পনা ফের চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেখানে তিনি জীবনের হার, ব্যর্থতা থেকে কী শিক্ষা নেওয়া উচিত সেই বিষয়ে কথা বলেছেন।

অভিষেক বচ্চন এদিন আনন্দ চুলানি নামক এক ব্যক্তির পোস্ট ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে শেয়ার করেন। সেখানে লেখাওদ্য ফিয়ার অব ফেইলিং উইল ডেস্ট্রয় ইয়োর ড্রিমস। লার্নিং ফ্রম ফেই-লিউর উইল বিল্ড ইয়োর ড্রিমসএ অর্থাৎ হেরে যাওয়ার ভয় স্বপ্নকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিলে সেটা আপনার স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলে।

প্রসঙ্গত এর আগে গত ২৪ জানুয়ারি অভিষেকের দিদি শ্বেতা বচ্চন একটি পোস্ট শেয়ার করেন ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে, সেখানে লেখা ছিল যে, শব্দের জোর কতটা আর কেমন হতে পারে। তার সেই পোস্ট যেন অভিষেক এবং ঐশ্বরিয়ার ডিভোর্সের জল্পনায় ঘৃতাহুতি দিয়েছিল।

অনেকেই ভেবেছেন সেই পোস্ট থেকে অভিষেক এবং ঐশ্বরিয়াকে নিয়ে পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদির বিষয়ে তিনি আভাস দিয়েছেন।

‡শ্বতার শেয়ার করা সেই পোস্টে লেখা ছিল– শব্দরা ইভেন্টের মতো, তারা যেমন জিনিস ঘটায় তেমন বদলায়ও। বক্তা ও শ্রোতা দুজনকেই বদলে দেয় শব্দ। এনার্জি বাড়িয়ে দেয় শব্দ। বোঝাপড়া ও ইমোশনকেওএ তবে অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের বিচ্ছেদ নিয়ে যতই জল্পনা চলুক কেউই এ বিষয়ে এখনো মুখ খুলছেন না।

প্লিজ যেও না', কাকে বললেন মিমি

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : মিমি চক্রবর্তী। একে সাংসদ, তার উপর তিনি জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তাই এই নামটা বারবারই আলোচনায় উঠে আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। মঙ্গলবার সকাল থেকেই হঠাৎ আলোচনায় মিমি। তার কাতর আর্তি, 'দয়া করে থেকে যাও, যেও না'। কিন্তু হঠাৎ করে কেন, কার উদ্দেশ্য একথা বলছেন মিমি?

তাহলে একটু খোলসা করেই বলা যাক

২২ জানুয়ারি ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শীতলতম দিন। ওই দিন সাদা ট্রাউজার আর লাল ক্রপ শোয়েটারে ধরা দেন মিমি। চোখে তার সান গ্লাস, চুলটা খোলাই রেখেছিলেন অভিনেত্রী। তবে তিনি শীতে কাতর নন। বরং শীতকে ভালোবেসে মিমি লিখেছেন, 'ডরহঃবৎ ঢ়ষু ংঃধু', অর্থাৎ চলে না গিয়ে শীতের কাছে থেকে যাওয়ার কাতর আর্তি করেছেন মিমি।

মিমির এই রূপে মুগ্ধ তার অনুরাগীরা ওসুন্দরী সাংসদ অভিনেত্রীর এই পোস্টে কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে। বহু লোকজন মিমিকে তার এই পোস্টে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কেউ আবার মিমিকে একটু হেলদি ভালো লাগে দাবি করে ১০ কেজি ওজন বাড়ানোর পরামর্শও দিয়ে বসেছেন। লিখেছেন, 'নাইস, বাট তোমাকে একটু হেলদিই ভালো লাগে, আরও ১০ কেজি ওজন বাড়িয়ে নাও।'

সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যেটিতে শীতের মেয়াদ বড়ই কম। খুব বেশি হলে হাতে গুনে মাত্র ২ মাস শীত থাকে। এই সময়টাতেই শুধু শীতের পোশাক পরার সুযোগ মেলে। তারপর আবারও সেগুলো বাক্স বন্দি হয়ে পড়ে থাকে। আর শেষ কয়েকদিন জমিয়ে শীত পড়েছে ঠিকই, তবে তার বিদায়ের ঘণ্টাও বেজে গেছে। তাই বহু শীতপ্রেমীরই তাতে মন খারাপ। এই তালিকায় হয়তো মিমিও পড়েন।







দ্বিতীয় বিয়ে করলেন স্বাগতা

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : ডিসেম্বরে বিয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী জিনাত সানু স্বাগতা। জানুয়ারিতে শুভ কাজ সেরে ফেললেন তিনি।

বুধবার (২৪ জানুয়ারি) প্রেমিক ও বন্ধু হাসান আজাদের সঙ্গেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন স্বাগতা। ওই দিন দুপুর ১২টায় রাজধানীর মহাখালীর গাউসুল আজম মসজিদে বিয়ে হয় তাদের।

বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী।

স্বাগতা জানান, তার স্বামী একজন লন্ডন প্রবাসী। তার জন্ম ও পড়াশোনা সবই যুক্তরাজ্যে। সংগীত জগতের সঙ্গে জড়িত তিনি। ড. হাসান একাধারে গান লেখেন, সুর ও মিউজিক কম্পোজ করেন। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করা হাসান পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

স্বাগতা বলেন, গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে একদিন এক বান্ধবীর সঙ্গে রাজধানীর একটি ক্লাবে যান তিনি। সেখানেই হাসান আজাদের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। পরিচয়ের পর অনেক দিন দেখা হয়নি তাদের। তবে নভেম্বরে আবার তাদের দেখা হয়। সেই সময় হাসান আজাদ আমাকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা ক‡রছেন তিনি আমাকে পছন্দ করেন। এর পরেই কথা বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিই একসঙ্গে হওয়ার।

এর আগে দীর্ঘ ৭ বছর প্রেমের পর চিত্রগ্রাহক রাশেদ জামানকে বিয়ে করেন স্বাগতা। ছয় বছর সংসারের পর ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিচ্ছেদ হয় তাদের।

Ônতুন কুঁড়ি' প্রতিযোগিতায় ছড়া গান বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছিলেন স্বাগতা। এ ছাড়া 'মহাকাল' নামে একটি ব্যান্ড দল করেন তিনি। 'ভালোবাসি তোমাকে', 'মহ-াকাল', 'স্বপ্নচূড়া'সহ কয়েকটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। এ ছাড়া ওয়েব সিরিজ 'কাইজার'-এ অভিনয় করে আলোচনায় আসেন স্বাগতা।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি অভিষিক্ত



















নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি অভিষিক্ত

















নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি অভিষিক্ত




















LAW OFFICE

এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন;ক্রিমিনাল, ডিভোর্স,বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট,ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজ্যুরী।

Rafi : 917-432-7458



সাহিত্য সাময়িকী

কেউ আর কাউকে চিনতেই পারছি না

মতিন বৈরাগী

এখানে নোংরা জলের উপর জমে যাওয়া দুর্গন্ধ,
সময়ের অন্ধকারে প্রেত শাকচুন্নির নৃত্য আওয়াজ।
বিস্তীর্ণ ভূভাগজুড়ে আশঙ্কা আর আহাজারির এক অদ্ভুত স্তব্ধতা
কয়েদখানার ইটলোহা ভেদী হৃদফাটা আর্তনাদ
বিষ্ঠাবমির ছেকে আসা জলীয়র মতো ভেজা মৃত্তিকায়
চৌকিদারদের হাকানি আর মহাকীর্তির মহা-আস্ফালন।
ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ানো দুর্গন্ধের মহাদাপটের এই লিলাভূমি
অবলিলায় শ্রেণিচ্যুত মানুষের মুক-বধিরতার নতুন সংক্রমণ,
ধুঁকছে দোয়েল শ্যামা চৈতালীর ভাঙাচুরা মুখ
অবোধ বালকের মতো এক চাহনিছাড়া অশিষ্টের অবশিষ্ট
আর যে কিছু নেই।

রাতের গভীরতা থেকে আসমানের স্তব্ধতা নিয়ে নামছে সময়ের
নানা রসায়নের আনুপাতিক বিশ্লেষণী তত্ত্ব;
ইতিহাস বুলডজারে পিষ্ট হতে হতে চিৎকারে চিৎকারে
দীর্ণ করছে মানব জমিন। জীবনের যাবতীয় অনুষঙ্গের মৌল
হাহাকারের রব পাথর শীতলতার মতো অসহায়ত্ব নিয়ে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে নদীতে ভূমিতে বদ্বীপের হলকুমে
ভুঁতুড়ে এক রাত অগুণতি মানুষের সিথানে
বাড়িয়ে দিয়েছে আঙুল তার শষণ শিরায়।
তাতারা হাঁকছে এ তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে,
আর এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে আকাশের চাঁদ
কাঁপুনির হিমে নিস্বরণের জল-ভেজা পাখা নিয়ে
তলিয়ে আছে সৌর-কণার বরিষণে।

কান্নাই যখন সামগ্রীক
তখনও বহুর চোখের জলের নুন বাষ্প হয়
এক আতঙ্ক জীবনের গায় লেপ্টে গলায় বিঁধে থাকা
কাঁটার মতো
এ যেনো সেই সময় সেই কোনো একদিনের বুটের মুখরতা
স্মৃতিগুলো ধূসর বেবুনের মতো নির্জীব নিশ্চুপ
লাউ লতায় ঝুলছে পচে যাওয়া সময়ের হরতাল।

আমি তুমি সে কেউ আর কাউকে
চিনতেই পারছি না।

ঢেকেছে পাথরে পাথর

আবু আফজাল সালেহ

মধুর স্বপ্ন দেখিয়েছে তোমার রক্তিম ঠোঁট
কাছে গিয়ে দেখি শুধু রক্তের ছোপ।

ট্রয় নিয়ে ছুটেছি নদী সাগর
টুটেছি অন্ধকার অসীম সাহসে
তবুও শুধু হেলেনের মুখ ভাসে চোখের সামনে।

তৈরি হয়েছে মরীচিকা পথ, ঢেকেছে পাথরে পাথরে।

কোথায় যাব

নাসরীন নঈম

অথচ বার বার শেষ হয়ে যায়
পক্ষকাল ভাববার বিষয়
কথা দিয়েও এলে না কেন যে
পূর্ণিমা দেখতে চেয়েও এলে না
নিষিদ্ধ দরজা ঠেলে
ঢুকতে পারলে না।

অথচ বেরুতে গেলেই চরাচর অপেক্ষায় থাকে
ধানরঙা শাড়িটায় টানপড়ে আলগোছে
মধ্যবর্তী প্রলাপ কথন জেনে যায় সবাই।

যুদ্ধ শেষে স্বস্তির স্বাক্ষর তবু
থাকে আবশ্যিক মানসঘূর্ণন
ভেবে দেখ আজ কতদিন পূর্ণিমা দেখিনি।

সমাজের মানুষগুলো মিথ্যা
নিয়ে বেসাতি সাজায়
সত্যকে সাপের ঝাঁপিতে লুকিয়ে রাখে
মিথ্যা কথার পোস্টার লিখে
কোথায় যে যাব পথ দেখি না।

চম্পা নদীটাও ডেকেছিল
যাইনি। কিভাবে যাব পথ
চিনিনা তবে পূর্ণিমা দেখার
আকূলতা ঘুরপাক খায়।

আকস্মিক

রুদ্র সাহাদাৎ

আকস্মিক থমকে যাই চলতি পথে
জীবন্মৃত চোখ কিছুই দেখে না-
কোনোখানে
কানে বাজে সহস্র শ্লোগান- ভিন্ন ভিন্ন
কথা
কেউ কেউ বলছে দে তালি দে তালি
বুঝে- না বুঝে দিচ্ছি তালে তালে তালি
মহাসড়কে আছি লাইসেন্সহীন যৌবন
কে- কখন- কোনপথে যাই কেউ জানে না
ভিন্নতায় গাইছি গান বেসুরে মিউজিক.....

আকুতি নির্ঝর

কাজী আতীক

হতে পারতো অফুরন্ত সময় সংযোগ
যদি নির্বোধ বোধেরা সেদিন
শুনতে পেতো ফরিয়াদ
হৃদয় গভীরে বহমান অকুতি নির্ঝর।

আরাধ্য হৃদয়ে যার অবিকল অনুনাদ
হয়তো সাপেক্ষ অনুবাদ হয়নি নিখাদ
তাই প্রকৃতির মতো উদাসীন অনুভবে
অবোধ বোধেরা তোমার থেকেছে নীরব।

যদিও অজস্র সংযোগ তবু পৃথিবী একা,
যেমন গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র নিযুত,
একই এক আকাশে ভাসমান তবু
নিজ কক্ষপথে ঠিকই একাকী সবাই।

আমার অবাধ্য বোধেরা কখনো
বুঝেনি এসব মাহাত্য সমীকরণ,
তাই নীরব কান্নার মতো আমার এই
উপশমহীন উপসর্গ- দহন অবিরাম।

তুমি কি অবনত হবে

বহ্নি কুসুম

এই তুমুল কাজের হুলুস্থুল থামিয়ে- যেদিন
চলে যাবো আমি, তুমি
সেদিন থমকে যাবে?
উন্মাদের মতো বেসামাল দৌড়
দৌড়াতে থাকবে শবের গন্তব্যে?
তোমার কি মনে পড়ে যাবে সেই
আনত কিশোরী মুখ,
আর সজল দু'চোখ?
প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে চেয়ে
যার চোখের প্রদীপ হয়েছে ধূসর।
সাজিয়ে স্মৃতির পাহাড় থরে-বিথরে
তুমি অবনত হবে সে অসাড় মুখে?

দু'ফোটা অশ্রুর জলে ঋণী করে যাবে
হেলায় উড়িয়ে দেয়া অথই জীবন?

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

অবশেষে ভারতের ভিসা পেলেন শোয়েব বশির

ঢাকা ডেস্ক : ভিসা জটিলতার কারণে ইংল্যান্ডের টেস্ট স্কোয়াডের সঙ্গে ভারত যেতে পারেননি ২০ বছর বয়সি নবাগত অফ স্পিনার শোয়েব বশির। অবশেষে অবসান হয়েছে সেই জটিলতার, ভিসা পেয়েছেন তিনি। এ সপ্তাহের শেষেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বশির।



বশিরের ভিসা পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) মুখপাত্র। তিনি বলেন, শোয়েব বশির ভিসা পেয়েছেন। এ সপ্তাহের শেষেই তিনি দলের সঙ্গে যোগ দিতে ভারত যাবেন। আমরা আনন্দিত যে সমস্যাটির সমাধান হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ এবং লিস্ট এ ক্রিকেটে ৭টি ম্যাচ খেলেছেন এ অফ স্পিনার।

প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ছয় ম্যাচে ৬৭ গড়ে ১০ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। মাত্র ছয় মাস আগে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করা বশিরের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি ছিল চমকে দেওয়ার মতো।

তবে সেই আলোচনা ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে তার ভিসা জটিলতার খবর। ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন বশিরকে ছাড়া ভারত সফরে আসবেন না তারা– এমন চিন্তাও করেছেন। এ ছাড়া তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন স্বাগতিক দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও।

শোয়েব বশিরের জন্ম ও বেড়ে ওঠা সারেতে হলেও তিনি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত। এর আগেও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ইংলিশ ক্রিকেটারদের ভিসা জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ২০১৯ সালে ভিসা না পাওয়ার কারণে ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে ভারত সফর করা হয়নি পেসার সাকিব মাহমুদের। এ ছাড়া ২০২২ সালে ভিসা জটিলতার কারণে আইপিএলে আসতে বিলম্ব হয়েছিল অলরাউন্ডার মঈন আলির।

পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অজি ক্রিকেটার উসমান খাজাকে এ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরে দলের সঙ্গে যোগ দিতে বিলম্ব হয়েছিল তার।

ব্যাটসম্যানদের যে পরামর্শ দিলেন রিজওয়ান

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলমান ১০ম আসরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে খেলতে এসেছেন পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার মোহাম্মদ রিজওয়ান।



বিপিএলে খেলতে এসে সময় পেলেই টাইগার ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন পাকিস্তানের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।

কুমিল্লার উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান জাকের আলী অনিক বৃহস্পতিবার সিলেটে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'উনি কোনো না কোনো বিষয়ে বলতে থাকেন। খেলাধুলার ক্ষেত্রে হোক, দৈনন্দিন জীবনে হোক, কিভাবে ভালো হয়, আরও ভালো করা যায় সেটা উনি সবসময় বলতে থাকেন। উনার সাথে আমিই একটু বেশি থাকি। উনার ভালো দিকগুলো নিতে চাই। সবসময় ইতিবাচক কথাবার্তা বলেন। আপনি যদি যান আপনার সাথেও এরকমই কথা বলবে।'

জাকের আলী আরও বলেন, 'গত বছরও টানা ৩ ম্যাচ হারের পর রিজওয়ান ভাই আসেন। উনি সবসময় এসেই সবাইকে একসাথে করার চেষ্টা করেন। এবারো... ম্যাচের দিন রাত প্রায় ১২টা-১টার দিকে আসেন। সকালে এসেই সবার সাথে নিজ থেকে কথা বলেছেন। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। কিপিং নিয়ে আমার এতটা কথা হয়নি।'

টিভি প্রোগ্রামে সানাকে রাখার জন্য প্রযোজকদের অনুরোধ করতেন শোয়েব

ঢাকা ডেস্ক: ভারতীয় টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার সঙ্গে ১৩ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা জাভেদকে সম্প্রতি বিয়ে করেন শোয়েব মালিক।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে বিয়ের তিন বছর আগ থেকেই সানা জাভেদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শোয়েব মালিকের।



পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে যখন কোনো টিভি প্রোগ্রামে ডাকা হতো, তখন সেখানে সানা জাভেদকে রাখার জন্য প্রোগ্রামের প্রযোজকদের অনুরোধ করতেন শোয়েব।

সম্প্রতি পাকিস্তানি টিভি চ্যানেল সামা টিভিতে এক পডকাস্টে দেশটির শীর্ষ এক সাংবাদিক নাঈম হানিফ শোয়েব ও সানার সম্পর্ক নিয়ে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে।

হানিফের মতে, এ দুইজনের প্রথম দেখা হয় একটি রিয়্যালিটি শোয়ের সেটে। এরপর তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়।

নাঈম আরও বলেন, শোয়েবকে যখন কোনো টিভি প্রোগ্রামে ডাকা হতো, তখন সেখানে সানাকে আনার জন্যও প্রোগ্রামের প্রযোজকদের অনুরোধ করতেন তিনি। দুইজনকেই পূর্বের দাম্পত্য জীবনে সুখী মনে হলেও সানা-শোয়েবের মধ্যে সম্পর্ক আরও গাঢ় হয় বলে জানান পাকিস্তানি সাংবাদিক।

তাদের গোপন এ অভিসারের কথা জানতে পারেন সানিয়া মির্জা, তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে শোয়েব মালিকের পরিবারকে জানাতে উদ্যোগ নেন। এর প্রতিক্রিয়ায় শোয়েবের পরিবার দুবাই গিয়ে পরিস্থিতি ঠিক করে নিতে সানিয়া-শোয়েবকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনই ডিভোর্সের পথ বেছে নেন।



আজ শুরু হচ্ছে বিপিএলের সিলেট পব

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের ঢাকায় প্রথম পর্বের খেলা শেষ। বিপিএলের দলগুলো এখন সিলেটে। আজ থেকে শুরু হচ্ছে সিলেট পর্বের খেলা। বিপিএলের সিলেট পর্বের প্রথম ম্যাচে আজ মাঠে নামবে খুলনা-রংপুর।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল
জোকোভিচ-সিনার
সকাল ৯-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২, ৩ ও ৫
মেদভেদেভ-জভেরেভ
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২, ৩ ও ৫
ব্রিসবেন টেস্ট-২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২
হায়দরাবাদ টেস্ট-২য় দিন
ভারত-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, স্পোর্টস ১৮-১, টি স্পোর্টস
বিপিএল
খুলনা-রংপুর
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি
সিলেট-কুমিল্লা
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল
ঢাকা আবাহনী-বসুন্ধরা কিংস
বেলা ২-৪৫ মি., নিউজ ২৪
এফএ কাপ
চেলসি-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১-৪৫ মি.,সনি স্পোর্টস ১
ব্রিস্টল সিটি-নটিংহাম
রাত ১-৪৫ মি.,সনি স্পোর্টস ৫
টটেনহাম-ম্যান সিটি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

হাফিজের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে পারে পিসিবি



ঢাকা ডেস্ক: পাকিস্তানের জাতীয় দলের ডিরেক্টর মোহাম্মদ হাফিজের জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিষয়ে বৈঠক করেছেন নতুন দায়িত্ব পাওয়া চেয়ারম্যান এবং নির্বাচন কমিশনার শাহ খাওয়ার।

বৃহস্পতিবার লাহোরে আসার পর হাফিজ অন্তর্বর্তী পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যানের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন, যার সঙ্গে চিফ অপারেটিং অফিসার সালমান নাসিরও উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র থেকে জানা গেছে, বৈঠকের সময় হাফিজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলের সাম্প্রতিক ত্রুটিগুলোর একটি বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এবং সুপারিশ প্রদান করেছেন।

হাফিজ বলেন, খেলার প্রতি খেলোয়াড়দের মনোযোগের অভাব ছিল। কারণ তাদের প্রাথমিক মনোযোগ ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে সম্পর্কিত চলমান টি-টোয়েন্টি লিগে অংশগ্রহণের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

হাফিজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া এক মাসের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

পিসিবি আন্তঃপ্রাদেশিক মন্ত্রকের কাছ থেকে নির্দেশিকা চেয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। যাই হোক, একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হলো মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নির্দেশনা, যা বোর্ডকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির প্রস্তাব থেকে বিরত রাখে।

শাহ খাওয়ার এবং হাফিজের মধ্যে প্রায় আধাঘণ্টা বৈঠক হয়। এ সময় দলের পারফরম্যান্সের সমালোচনামূলক দিক এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। উপরন্তু, মোহাম্মদ হাফিজ সালমান নাসিরের সঙ্গে একটি পৃথক বৈঠক করেছেন। চলমান আলোচনার গুরুত্বকে আরও জোর দিয়েছেন।

ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে ইসরায়েল

॥ গাজীউল হাসান খান ॥

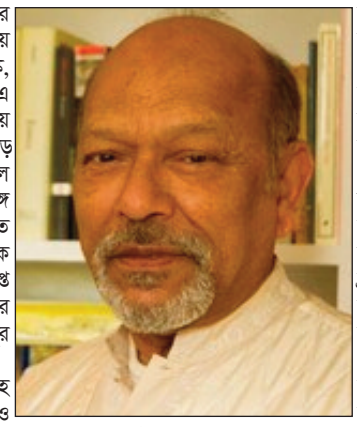
ইসরায়েলের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতি, কূটনীতি ও এমনকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'ধূর্ত ও কৌশলী শয়তান' বলে পরিচিত শাসক নেতানিয়াহুর বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে বলে এখন হামেশাই গণমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেতানিয়াহু তাঁর শাসনকালকে আরো দীর্ঘায়িত করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছেন বলে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত হাজির করা হচ্ছে প্রতি-নয়ত। সে কারণে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় নেতানিয়াহু যে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তাকে আরো দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হামাসকে নির্মূল ও গাজা ভূখন্ডকে নিরাপত্তাজনিত কারণে ইসরায়েলের কঠোর নিয়ন্ত্রণে নেওয়া এবং পাশাপাশি তার শাসনকালকে আরো দীর্ঘায়িত করা।

ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে ইসরায়েলজাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের সব পরাশক্তি দ্বিরাষ্ট্রের ভিত্তিতে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যার সমাধান করতে চাইলেও নেতানিয়াহু তা মানতে রাজি হচ্ছেন না। তাঁর সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হচ্ছে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ড় ফিলিস্তিনী ভূখন্ডসহ একটি বৃহত্তর ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করা এবং নিজের অনৈতিক ও অন্যায্য শাসনকে আরো সুদৃঢ় করা। কিন্তু ৭ অক্টোবরের হামলার পর থেকে মাত্র এক মাসের মধ্যেই এ ব্যাপারে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে।

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদি ধর্মাবলম্বীরাসহ শান্তিকামী বিশ্ববাসী ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল সমস্যার রাজনৈতিকভাবে একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে পেতে তৎপর হয়ে ওঠে। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে (১৯৪৮) বিগত ৭৫ বছর এবং বিশেষ করে ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল ফিলিস্তিনীদের জন্য নির্ধারিত ভূমি দখল করার পর বিগত ৫৬ বছর যে অন্যায় ও বেআইনি দখলদারি, নির্যাতন ও নিষ্পেষণ চালিয়েছে ফিলিস্তিনীদের ওপর, বিশ্ববাসী এখন তার সম্পূর্ণ অবসান চায়। সবাই চায় এই দীর্ঘ সমস্যার একটি দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র শান্ড়িপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করুক। সব সংঘাত এড়িয়ে এই অঞ্চল স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে নেতানিয়াহু চান সব কিছু ওলটপালট করে দিতে। তিনি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে রাজি নন। তাঁর উদ্দেশ্য গাজা যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত ও হামাস যোদ্ধাদের নির্মূল করা, যা কোনোমতেই সম্ভব নয় এবং এ অবস্থায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্রুত উত্তেজনা বৃদ্ধি করে মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিকভাবে সংঘর্ষ ছড়িয়ে দেওয়া। ইহুদিবাদী ইসরায়েলের শাসক নেতানিয়াহু চান বর্তমান পরিস্থিতি দ্রুত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে মোড় নিক এবং যুক্তরাষ্ট্র ইরান আক্রমণ করুক। ইরানের যাবতীয় পরমাণু স্থাপনাগুলো ধ্বংস করুক এবং পাশাপাশি লেবাননের গেরিলা সংগঠন হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের গেরিলা সংগঠন আনসারউল্লাহর সদস্যদের নির্মূল করুক।

সে কারণেই ইহুদিবাদী ইসরায়েলের শাসক নেতানিয়াহু এখন গাজা ও পশ্চিম তীর ছাড়াও লেবানন ও সিরিয়ার দিকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে তুরস্ক, মিসর, জর্দান কিংবা সৌদি আরব এ ব্যাপারে তেমন সরব কিংবা সক্রিয় হয়ে উঠতে চাচ্ছে না। তারা মুখে মুখে ফিলিস্ড়িনিদের মুক্তির কথা বললেও তলে তলে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশেষ করে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার কথা ভাবছে। এতে তুরস্ক ও সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাবে অত্যাধুনিক জঙ্গিবিমান ও পর্যাপ্ত পরমাণুসমৃদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য অগ্রসর প্রযুক্তি। আর মিসর ও জর্দান পাবে প্রচুর অর্থ সাহায্য এবং অন্যান্য সুবিধা।



ইরান তার প্রক্সি গেরিলা যোদ্ধা হিজবুল্লাহ ও হুতি বাহিনী দিয়ে দক্ষিণ লেবানন ও ইয়েমেনের উপসাগরীয় অঞ্চলে হামলা অব ্যাহত রাখলেও নিজে কোনো বড় ধরনের সংঘর্ষে জড়াবে না। যুক্তরাষ্ট্র নিজেও চায় না ইরানের বিরুদ্ধে এ মুহূর্তে কোনো বড় অভিযান পরিচালনা করতে। কারণ আন্ড়র্জাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে বর্তমানে দ্রুত যে ভাটা বা নিম্নগামিতা দেখা দিয়েছে, তা ক্রমে ক্রমে তার অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। তা ছাড়া আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অবস্থা অনেকটাই সংকটজনক বলে প্রচারিত হচ্ছে। এ অবস্থায় তাঁর রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইমারিগুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেতে দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন আইনি জটিলতায় ট্রাম্পের ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত হলেও তাঁর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে জনসমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ডেমোক্রেটিক শিবিরে যথেষ্ট উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার ছায়া ফেলেছে। এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি ও সমর কৌশলের ধারক ও বাহক হয়েও প্রেসিডেন্ট বাইডেন গাজা ও বৃহত্তর ফিলিস্ড়িনসহ ইসরায়েল কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে সংঘর্ষ আরো ছড়িয়ে পড়ুক, তা এ মুহূর্তে চান না। এতে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের শাসক নেতানিয়াহুর প্ররোচনায় তিনি ক্ষমতা ও আধিপত্য সবই হারাবেন বলে আশঙ্কা করছেন। সে কারণেই স্থায়ীভাবে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একটি সমাধানের দিকে তিনি দ্রুত এগোতে চান।

অন্যদিকে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ হলে এবং একটি দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে এগোনোর সুযোগ হলে ইহুদিবাদী নেতানিয়াহুকে দ্রুত ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হবে। ইসরায়েলসহ যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিরা মনে করছে নেতানিয়াহুর দিন ফুরিয়েছে। অতি দ্রুত তাঁর শাসনের অবসান হওয়া উচিত। তাঁর নেতৃত্বে ইসরায়েলের অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব আর কোনোমতেই সম্ভব নয়। ইসরায়েলের গণহত্যা, সম্প্রদায়গত বিপর্যয় কিংবা বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ এবং সমস্যা ফিলিস্তিন দখলের অন্যায্য ও বেআইনি কার্যক্রমকে কোনোমতেই আর এগোতে দেওয়া যাবে না। 'পিস ফরল্যান্ড' এবং 'নট ইন আওয়ার নেইম'সহ ইহুদি নাগরিকদের বিভিন্ন সংগঠন এখন ফিলিস্তিন সমস্যার একটি ন্যায়সংগত ও দ্রুত সমাধানের জন্য প্রকাশ্যে রাজপথে আন্দোলন শুরু করেছে। তারা অবিলম্বে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তির জন্য রাজনৈতিকভাবে চাপ দিতে শুরু করেছে। তারা এ ব্যাপারে তেল আবিব ও জেরুজালেমে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করা থেকে শুরু করে অবিলম্বে নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবি করে গণজমায়েত ও মিছিল করে যাচ্ছে। তবে এর বিরুদ্ধেও নিত্যনতুন ফন্দিফিকির আঁটতে তৎপর রয়েছেন নেতানিয়াহু। এতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন, যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক দলের নেতৃবৃন্দ ও ইসরায়েলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমেই আরো বাড়ছে। সে কারণে নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কিংবা অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে ইহুদিবাদী নেতানিয়াহুসহ ইসরায়েলের চরম দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের এখন বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দেওয়া শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। কিন্তু তার পরও ইসরায়েলি ইহুদিবাদী নেতৃত্ব কিংবা ইসরায়েলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, সমর্থন ও সহযোগিতা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে থেকেই যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক, কূটনীতিক ও পুঁজিপতিদের ইহুদিপ্রীতির পেছনে যে কারণটি প্রধান বিবেচ্য হিসেবে কাজ করে তা হচ্ছে, জনসংখ্যার দিক থেকে অতিসামান্য হলেও ইহুদিরা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। তা ছাড়া রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তারাই যুক্তরাষ্ট্র চালায় এবং নীতিনির্ধারণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমেরিকান-ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি (AIPAC) নামে শক্তিশালী একটি কেন্দ্রীয় ইহুদি লবির (প্রতিষ্ঠান) অর্থে কংগ্রেসের উভয় হাউসের অনেক সদস্য নির্বাচন করে থাকেন। নির্বাচনের জন্য ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান দলের বিভিন্নপ্রার্থীকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। তা থেকে বিভিন্ন দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরাও বাদ পড়েন না। মূলত সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য ও এমনকি প্রেসিডেন্টরাও ইহুদি লবির কাছে বাঁধা পড়ে যান। ইহুদিদের সিদ্ধান্ড় কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তির বাইরে গিয়ে বিভিন্ন রাজনীতিক, সিনেট কিংবা প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের স্বাধীনভাবে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইহুদি লবির মন জুগিয়ে কাজ করতে হয় স্বয়ং প্রেসিডেন্টকেও। ইহুদি সংস্থার নেতারা নির্ধারণ করেন অস্ত্র রপ্তানিসহ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যাংক, বীমা, পুঁজিসহ বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য। তাঁরাই নেতৃস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, শিপিং লাইনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। সে কারণেই ইহুদিবাদী ইসরায়েল রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এরই প্রতিফলন দেখা যায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রদানের ক্ষেত্রে। ইসরায়েলের স্বার্থের পরিপন্থী, তা যত অন্যায় কিংবা অন ্যায্যই হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র চোখ বন্ধ করে তাতে ভেটো প্রদান করে। ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সম্মতি ছাড়া কোনো আরব কিংবা মুসলিম দেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র বিক্রি করতে পারে না। সে কারণেই তুরস্ক, সৌদি আরব, আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্য অথবা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চায়। আর তখনই ইহুদিবাদী ইসরায়েল তাদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করতে থাকে।

উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলকে অতি কৌশলের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন ও মুক্ত নাগরিক সমাজ সে অবস্থা থেকে এখন বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। পাশাপাশি শান্ড়িকামী, মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ইহুদিরাও সে ষড়যন্ত্রের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন এখন অত্যন্ড় কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। কয়েক মাসের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিশ্ববাসী কিছু পরিবর্তন বা উন্নতি দেখবে বলে আশা করা যায়।

লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
e-mail: gaziulhkhan@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

হুথি নেতাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে বিদ্রোহী মিলিশিয়াদের হামলার পেছনে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ হুথি নেতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।



বৃহস্পতিবার ট্রেজারি ফর টেরিরিজম অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আন্ডার সেক্রেটারি ব্রায়ান ই নেলসন এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে বৈধভাবে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ এবং তাদের বেসামরিক ক্রুদের ওপর হুতিদের অব্যাহত সন্ত্রাসী হামলা আন্তর্জাতিক সরবরাহ চেইন ও নৌ চলাচলের স্বাধীনতা ব্যাহত করার হুমকি সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিক এবং স্বাধীন চলাচল গুরুত্বপূর্ণ।

নিষেধাজ্ঞা আরোপকারীদের মধ্যে গোষ্ঠীটির তথাকথিত 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী' মোহাম্মদ আল-আতিফি এবং হুথি নৌবাহিনীর নেতারাও রয়েছেন।

ইরান সমর্থিত হুতিরা বলছেন, লোহিত সাগরে এই হামলা গাজায় ইসরাইলের সামরিক অভিযানের প্রতিশোধ।

নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োগে বিশ্বের প্রথম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ঢাকা ডেস্ক: নতুন মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে পদ্ধতির ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র। নানা সমালোচনার মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে বিশ্বের প্রথম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে দেশটির আলাবামা অঙ্গরাজ্য।

বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এই পদ্ধতিতে কেনেথ ইউজিন স্মিথ নামে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এ সময় তাকে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর বিবিসির।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলাবামার গভর্নর কে আইভি বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন– নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে শ্বাসরোধ করে প্রথম মৃত্যুদণ্ড সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মাধ্যম দেশ মারণ ইনজেকশনের একটি সহজ বিকল্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অঙ্গরাজ্য সরকারের দাবি, এটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সবচেয়ে কম বেদনাদায়ক ও মানবিক পদ্ধতি হিসেবে মানুষের কাছে পরিচিত। মূলত মারণ ইনজেকশন ব্যবহারের বদলে মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতি আরও সহজ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে আলাবামা সরকারের নেওয়া এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ও স্মিথের আইনজীবী। কিন্তু আলাবামা সরকার নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীর দাবি, পদ্ধতিটি ঝুঁকিপূর্ণ, পরীক্ষামূলক এবং এটি একটি নির্যাতনমূলক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা পদ্ধতি। এমনো হতে পারে, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির মৃত্যু না হয়ে, সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।

এর আগে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে কেনেথ ইউজিন স্মিথের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের গড়ায় মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট। সেখানেও সিদ্ধান্তটি বহাল থাকে। সে হিসাবে এটি যুক্তরাষ্ট্রে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রথম ঘটনা। ডেথ পেনাল্টি ইনফরমেশন সেন্টার বলছে, এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বিশ্বে এটিই প্রথম।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ল্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR



চিকিৎসায় সাফল্য

১১ বছরে প্রথম শুনতে পেল বধির শিশু

ঢাকা ডেস্ক: ১১ বছর আগে মরক্কোতে জন্মগ্রহণ করে আইসাম ড্যাম। তখন থেকেই কানে শুনতে পেত না সে। তবে যুগান্তকারী জিন থেরাপি চিকিৎসায় প্রথমবারের মতো শুনতে পেয়েছে বধির শিশুটি। মঙ্গলবার তাকে জিন থেরাপি দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার শিশু হাসপাতালে (সিএইচওপি) চিকিৎসার পর সে কানে শুনতে পায় বলে জানিয়েছেন শিশুটির বাবা। এএফপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

থেরাপির পর আইসাম গাড়ি ও কাঁচির শব্দ শুনতে পেয়েছে বলে জানান তার বাবা। জানা গেছে, শুনতে পেলেও হয়তো কথা বলতে পারবে না সে। হাসপাতালের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম যুগান্তকারী জিন প্রতিস্থাপন করেছে ফিলাডেলফিয়ার শিশু হাসপাতাল। জন্মগত বধিরদের কানে শোনার জন্য এই চিকিৎসাপদ্ধতি আশা জাগিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি এই পদ্ধতির প্রশংসাও করা হয়েছে।

সিএইচওপির অটোল্যারিঙ্গোলজি বিভাগের ক্লিনিক্যাল গবেষণার পরিচালক সার্জন জন জার্মিলার বলেন, শ্রবণশক্তির ক্ষেত্রে জিন থেরাপি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। শিশুকালে শ্রবণশক্তি হারানো শিশুদের পুনরায় শোনার আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

জার্মিলার আরও বলেন, এই কাজ বা গবেষণা ভবিষ্যতে ১৫০টিরও বেশি জিন নিয়ে কাজ করবে। যে জিনগুলো মূলত শ্রবণশক্তি হ্রাস করে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ নিয়ন্ত্রক ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গবেষণা উদ্ধৃত করে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, নতুন করে শুনতে পাওয়া আইসাম হয়তো কখনো কথা বলতে পারবে না। কারণ কথা বলা শেখার মস্তিষ্কের স্তরটি প্রায় পাঁচ বছর বয়সেই বন্ধ হয়ে যায়।

আইসাম এক বিরল কারণে বধির হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল বলে জানা গেছে। জন্মস্থান মরক্কোতে হলেও পরে স্পেনে চলে যায় সে।

কমিউনিটির সংগঠনের সাথে মতবিনিময় ২৯ জানুয়ারী

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রতি বছরের মত এবারও প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রিড়া, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠন অংশ নেবে সোসাইটির এই আয়োজনে। থাকবে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা।

আয়োজনটি সফল করতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরীকে আহবায়ক এবং ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুবকে সদস্য সচিব করে আহবায়ক কমিটির গঠন করা হয়েছে। সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, আহবায়ক কমিটিতে যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে রয়েছেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও যুগ্ম সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন কার্যকরী সদস্য সুশান্ত দত্ত। কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেনকে প্রধান সমন্বয়কারী ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক টিপু খানকে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

নিবন্ধন উপকমিটিতে রয়েছেন সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়া, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ আখতার বাবুল ও শাহ মিজানুর রহমান।

স্মরণিকা উপকমিটিতে থাকছেন সংগঠনের সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ ও কার্যকর সদস্য ফারহানা চৌধুরী।

সাংস্কৃতিক উপকমিটি রয়েছেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, সদস্য আবুল বাশার ভূঁইয়া ও মোহাম্মদ সাদি মিন্টু।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে এবারও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন করা হবে। বিশাল এই আয়োজনটি সফল করতে আগামী ২৯ জানুয়ারী সোমবার সোসাইটি ভবনে প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রিড়া, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সবার আয়োজন করা হয়েছে। মতবিনিময় সভায় সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ। সকলের মতামতের ভিত্তিতে আয়োজনটি-কে সাজানো হবে বলে জানান সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার স্যালমন রাইস	$ 17.99
অরিজিনাল স্যালমন রাইস	$ 17.99
অরিজিনাল শ্যারবাবেলেস রাইস	$ 9.99
চোপার স্যালমন রাইস	$ 18.99
শাহার স্যালমন রাইস	$ 13.99
মুলাকলো স্যালমন রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সাক্ষাৎকারে ড. আসিফ নজরুল

ভোট ১০ শতাংশও পড়েছে কিনা সন্দেহ

খালিদ বিন আনিস

খালিদ বিন আনিসঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল একাধারে একজন কলাম লেখক, ঔপন্যাসিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের আইন বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৭ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৯৯ সালে সোয়াস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর জার্মানির বন শহরের এনভায়রনমেন্টাল ল' সেন্টার থেকে পোস্ট ডক্টরেট ফেলোশিপ অর্জন করেন। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের আগে তিনি কিছুকাল সাপ্তাহিক বিচিত্রায় কাজ করেছেন।

প্রশ্ন : এবারের নির্বাচনকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. আসিফ নজরুল : এ নির্বাচনটা হচ্ছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিকল্পনা মতো একটা সাজানো নির্বাচন। এতে সত্যিকার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, জনগণের পক্ষে কোনো বিকল্প বাছার সুযোগ ছিল না। এ রকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য আমার ধারণা, সরকার পরিকল্পনা মোতাবেকই বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে দুটি পদক্ষেপ নিয়েছে। একটা হচ্ছে অবাধে গ্রেফতার, মামলা প্রদান এবং গণহারে সাজা। আর সেকেন্ড হচ্ছে, ২৮ অক্টোবরের পরপরই রাজনীতির মাঠ থেকে বিএনপিকে বিতাড়িত করা। এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে বিএনপি চাইলেও আর নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে। কারণ নির্বাচনে অংশ নিতে গেলে দেখা যেত তাদের অধিকাংশ কর্মী হয় জেলে, অথবা সাজা পেয়েছেন। আর সাজা পাওয়ার কারণে হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের ফলে তারা নির্বাচনে অংশই নিতে পারত না। ফলে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও পারত না। একটা একতরফা মাঠ সরকার চেয়েছিল, সেটা করে সরকার যেভাবে ক্ষমতায় এসেছে, যেভাবে সংসদে সব আসনই তারা বা তাদের ডামি-মরা বা অনুগতরা দখল করেছে তা একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : অনেক ভোটারই তো এবারের নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। তাহলে কি এটি অংশগ্রহণমূলক হয়নি?

আসিফ নজরুল : অনেক ভোটার কি ভোট দিয়েছে? এখানে সিইসি বলেছেন ২৭ শতাংশের মতো, তারপর উনি এক ঘণ্টা পর বলেছেন ৪০ শতাংশ। আমার মতে, এটা করে কৌশলে নির্বাচনে ২৭ শতাংশ, নাকি ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে, এ ধরনের একটা বিতর্কের জন্ম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে বিতর্কটা হওয়া উচিত, নির্বাচনে আসলে ২৭ ভাগ ভোট পড়েছে, নাকি আরও অনেক কম পড়েছে। আমার ব্যক্তিগত যে পর্যবেক্ষণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব খবর দেখি, আশপাশের লোকজন থেকে যেসব কথা শুনি, তাতে আমার তো মনে হয় ১০ শতাংশও ভোট পড়েছে কিনা, সন্দেহ আছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক ছবি আমরা দেখেছি, যেখানে শিশুরা ভোট দিয়েছে, এক ব্যক্তি অনেক ভোট দিয়েছে। একাধারে একটা প্রতীকে সিল মারা হয়েছে। কাজেই এ নির্বাচনে আসলে কতটা ভোট পড়েছে, সেটা একটা গবেষণার বিষয়। আমার মনে হয় না, নির্বাচনে এমন ভোট পড়েছে যেটাকে আমরা সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল বলতে পারি।

প্রশ্ন : এ নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য কী কল্যাণ বয়ে এনেছে? না এনে থাকলে ভবিষ্যতে এর প্রভাব কী হতে পারে?

আসিফ নজরুল : গণতন্ত্রের জন্য এ নির্বাচন কোনোই কল্যাণ বয়ে আনছে না। গণতন্ত্র মানে হচ্ছে বহু মতের চর্চা। বিশেষ করে সংসদে সত্যিকারের বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং এটা হচ্ছে সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোর উপস্থিতি। এ তিন দিক দিয়েই গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ এ নির্বাচনে জনগণের বিকল্প বাছার সুযোগ ছিল না। এবারের সংসদে প্রকৃত কোনো বিরোধী দল থাকবে না, এটা আপনারা সবাই জানেন। এরা হয় সরকারের অনুগত অথবা সরকারের ডামি অথবা সরকারি দলে যোগদানে ইচ্ছুক। কাজেই এরা কখনোই সরকারকে কোনোরকম জবাবদিহিতার আওতায় আনবেন না। আর এরকম একতরফা নির্বাচন হলে রাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠানগুলো থাকে, সেগুলো সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ে, অনুগত হয়ে পড়ে। যেমন, এ ধরনের সরকারগুলোতে আপনি দেখবেন, গত দুই টার্মের সরকারের আমলে যে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, যেমন ব্যাংক লুটপাট করার ঘটনা, প্রকল্প অতিমূল্যায়িত করার ঘটনা, শেয়ার মার্কেট লুটপাট হওয়ার ঘটনা-এগুলোর কোনোটারই সুষ্ঠু তদন্ত করবে না দুদক। বা করলেও সেটা খুব কম ক্ষেত্রে নামেমাত্র করবে; কিন্তু ১৫ বছর আগে বা ২০ কিংবা ২৫ বছর আগে কী দুর্নীতি হয়েছে,



তারা দেখবেন যে বিপুল বিক্রমে দশগুণ উৎসাহ নিয়ে তা খুঁজতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারের দুর্নীতির দিকে নজর রাখার চেয়ে সরকারের সহায়ক হিসাবে বিরোধী দলগুলোর আমলে কী হয়েছিল, তাতেই উৎসাহী হবে। রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানকেই এটা করতে দেখা যায় ভুয়া ও একতরফা নির্বাচনের পর।

প্রশ্ন : নির্বাচনের পর আমরা দেখেছি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য বাদে বিদেশি অনেক রাষ্ট্রই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছে। তাহলে কি এ নির্বাচন বিদেশি মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি?

আসিফ নজরুল : এ নির্বাচনকে বিদেশিদের কারা শুভেচ্ছা জানিয়েছে বা কারা এতে আপত্তি তুলেছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি এগুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়া। বিদেশিরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানায় বিভিন্ন স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেটা যে কোনো দেশ, ভারত হোক, পাকিস্তান হোক বা আমেরিকা হোক, তারা যত কথাই বলুক, তাদের কাছে নিজের দেশের স্বার্থ আগে, তারপরে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ। ফলে তারা যে খুব নির্মোহভাবে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বা হয়নি, এ ধরনের মন্তব্য করে, সেটা আমার সবসময় মনে হয় না। আবার তারা যেটা বলে, সেটা যে কূটনৈতিক ভাষা হিসাবে বলে, নাকি মিন করে, সেটা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। যেমন আপনি জানেন যে অনেক সময় এ ধরনের নির্বাচনে জিতে আসার পর বিদেশি রাষ্ট্রগুলো বলে, আমরা বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বা সরকারের সঙ্গে কাজ করব। সরকারের সঙ্গে 'বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল' কাজ করা বা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করা আর সরকারকে মেনে নেওয়া কিংবা নির্বাচনের প্রশংসা করা এক জিনিস না। আমরা যারা নির্বাচনটা নিয়ে প্রশ্ন তুলি, এ নির্বাচন সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্বশীল কিনা প্রশ্ন তুলি, এমনকি কেউ কেউ এ ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে আসা সরকারগুলো বৈধ কিনা সে প্রশ্ন তুলি, আমরা কি এ সরকারকে মেনে নিই না? আমরা কি ট্যাক্স দেই না? আমরা কি এ সরকারের নিয়ম-কানুন মেনে নেই না? আমরা কি এ সরকারের আমলে নাগরিক দায়িত্ব পালন করি না? তো মেনে নেওয়া, নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করা আর বৈধতার স্বীকৃতি দেওয়া এক জিনিস না। এখন বিদেশিরা ভবিষ্যতে কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে-না দেখাবে, সেটার চেয়েও আমার অনেক বেশি প্রত্যাশা থাকবে, সরকারের শুভ বোধোদয় হোক বা বাংলাদেশের মানুষ সরকারকে এ বোধোদয় ঘটাতে বাধ্য করুক। সেটা আমার কাছে অনেক বেশি ইতিবাচক মনে হবে।

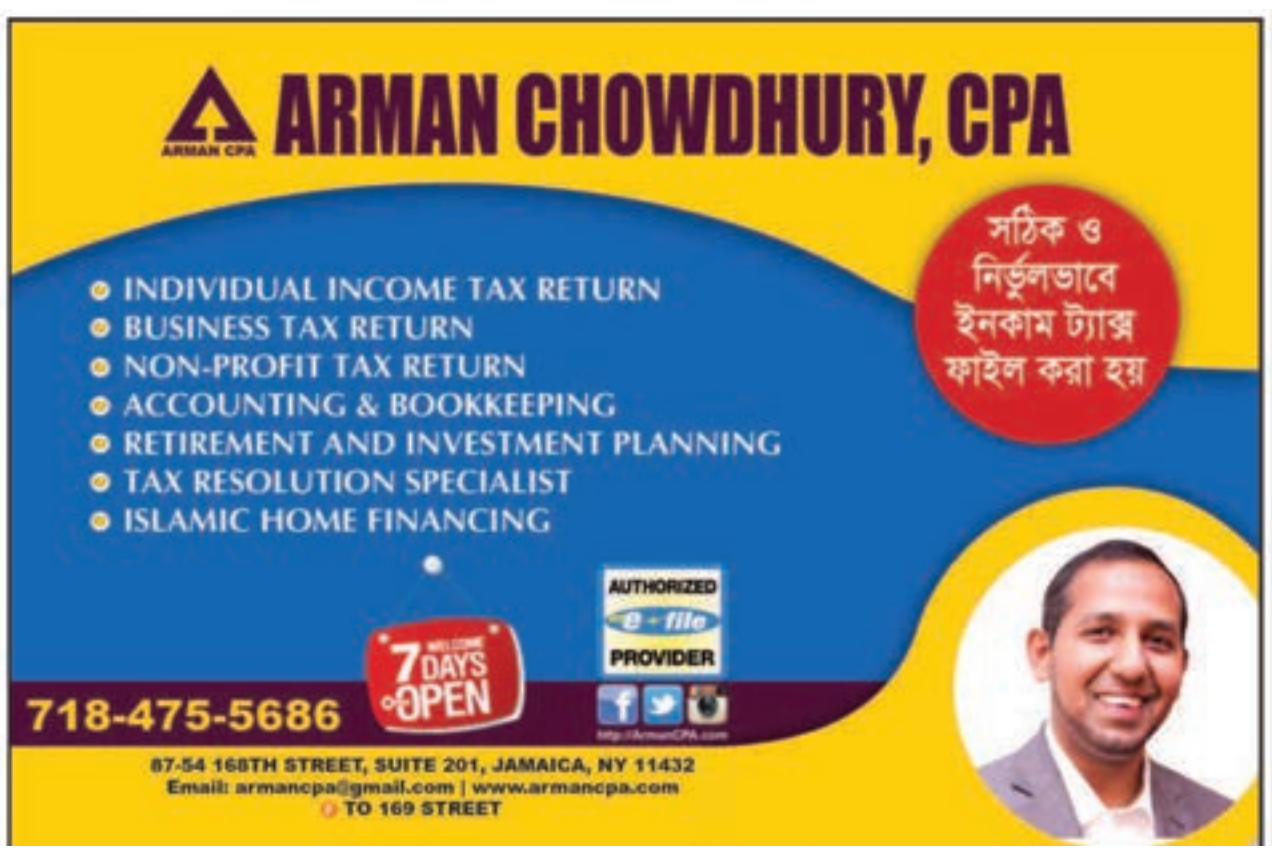
প্রশ্ন : একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাই কি সর্বোৎকৃষ্ট? এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা কি আদৌ আছে? যেহেতু এ প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দল দুই মেরুতে অবস্থান করছে।

আসিফ নজরুল : বাংলাদেশের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবশ্যই সর্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু এটার কোনো বিকল্প নেই, আমি তা মনে করি না। এ বিকল্পগুলো নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। একটা তো হতেই পারে নির্বাচনকালীন সরকার। যেখানে ক্ষমতাসীন সরকারও থাকবে, বিরোধী দল থাকবে। যেহেতু সংসদে বিরোধী দল নামেমাত্র, এজন্য সংসদের বাইরে থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী থাকবে, ওয়ান-টেন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী থাকতে পারে। এছাড়া অনির্দিষ্টসংখ্যক টেকনোক্র্যাট উপদেষ্টা কিংবা সংসদের বাইরে থাকা দলগুলোর মধ্য থেকেও উপদেষ্টা থাকতে পারে। এটা নিয়ত ভালো থাকলে করা যেতে পারে। এছাড়া কিছু কিছু বিষয়, যেমন বাংলাদেশে হয় কী, এই ৫-১০ শতাংশ বেশি ভোট পেলেই দেখা যায় একটা দল দুশ-সোয়া দুশ আসনে জিতে আসে। এবং আরেকটা দল দেখা যায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ কম ভোট পেয়েছে, এজন্য সে মাত্র ৩০ থেকে ৫০টা আসন পায়। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ, দুটো দলের ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা অতীতে ঘটেছে। আবার দেখা যায়, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট দল আছে, যেমন সিপিবি'র মতো দল, তারা হয়তো দুই শতাংশ ভোট পেল; কিন্তু সংসদে তার কখনো প্রতিনিধি থাকে না। এখন এসব সমস্যার সমাধান করা যায়, যদি আমরা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে পারি। অর্থাৎ কোনো নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ পায় ৩০ শতাংশ ভোট, তাহলে আওয়ামী লীগ পাবে ৩০ শতাংশ সংসদে আসন। বিএনপি যদি পায় ৩০ শতাংশ ভোট, তাহলে বিএনপি সংসদে পাবে ৩০ শতাংশ আসন। যদি সিপিবি পায় দুই শতাংশ ভোট, তাহলে সংসদে তাদের আসন থাকবে দুই শতাংশ। আবার নুরুল হক নূরের দল যদি পায় তিন শতাংশ ভোট তাহলে সংসদে তার থাকবে তিন শতাংশ আসন। এটা করা গেলে সব দলের জন্য একটা উইন উইন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আমরা করতে পারি নাকি, এসব বিকল্প এখন থেকেই খুব সিরিয়াসলি ভাবা দরকার।

প্রশ্ন : একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি আদায়ের বিষয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার পেছনে কী কী ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

আসিফ নজরুল : বিরোধী দলগুলোর ব্যর্থতা-ত্রুটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলার সুযোগ এখন আবার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সবসময় জানি যে, বিজয়ীর প্রশংসা সবাই করে আর বিজিতের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে। এটাও বলা হচ্ছে, বিএনপির একটা 'প্ল্যান বি' থাকা দরকার ছিল। সরকার যদি কোনোভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার না মানে তাহলে অন্য কোনো বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া যায় কিনা, মানে সর্বদলীয় সরকারের, এ ধরনের চিন্তা থাকা প্রয়োজন ছিল। এরকম অনেক কিছু বলা যেতে পারে। বিএনপির বিভিন্ন ইস্যুতে আরও জনসম্পৃক্ত হওয়া উচিত ছিল। এরকম আরও অনেক কিছু বলা যেতে পারে। তবে এ নির্বাচন ঠেকাতে বিরোধী দল যে ব্যর্থ হলো, এটার মূল কারণ কিন্তু বিরোধী দলের জনসম্পৃক্ততা কম, আগ্রহ কম, কর্মসূচি কম ছিল-এটা আমি মনে করি না। এর মূল কারণ হচ্ছে সরকারের নিপীড়ন এবং দমন নীতির সক্ষমতা। আমি সবসময় বলি, এ সরকার আগের যে কোনো সরকারের তুলনায় দমন-নিপীড়নমূলক কাজে অনেক বেশি দক্ষ হয়েছে। ১৫ বছরে দিনে দিনে এ দক্ষতা আরও বেড়েছে। এছাড়া এ সরকার ঐতিহাসিকভাবে ভারতের সমর্থন পেয়ে আসে, কারণ এ সরকারের আমলে ভারতকে অনেক বেশি কিছু দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, ভারতকে এমন কিছু দিয়েছি, যা তারা কখনো ভুলবে না। এত সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখা ভারত তার স্বার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। এখানে ভারত একটা অত্যন্ত শক্তিশালী রোল প্লে করেছে। এসব কারণ উপস্থিত থাকার বাস্তবতায় বিরোধী দলের পক্ষে আসলেই কতটুকু করার ছিল, কতটুকু করার ভবিষ্যতে আছে, সেটা এখনই চট করে বলা যাবে না। আমি মনে করি, অবশ্যই বিরোধী দলের 'সোল সার্চিং'-এর প্রয়োজন আছে। যে কোনো পরিস্থিতিতে বিকল্প খুঁজে নেওয়া বা সমান্তরাল পথ খুঁজে নেওয়াই হচ্ছে বিরোধী দলের দায়িত্ব। তারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য অভিজ্ঞতার আলোকে কী কী করতে পারে, বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে কী কী করতে পারে, এটা আসলে তাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে, বিভিন্ন দলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মুক্তভাবে তাদের সমালোচনাগুলো শুনতে হবে। তবে এর পাশাপাশি আমাদের সমাজে যারা কথা বলি, তাদের এবং গণমাধ্যমের উচিত এ নির্বাচনটা হয়ে যাওয়ার পেছনে বিরোধী দলের ব্যর্থতা খোঁজার পাশাপাশি সরকারি দলের নিপীড়নযন্ত্র কীভাবে কাজ করেছে, সেটাও হাইলাইট করা।





নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি অভিষিক্ত

(শেষের পাতার পর)

আহমদ। অনুষ্ঠানে ক্লাব প্রবর্তিত 'সাংবাদিক ফাজলে রশীদ সম্মাণনা' প্রদান করা হয়। এবার এই সম্মাণনা পান নিউইয়র্ক প্রবাসী প্রবীন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও লেখক অধ্যাপক সিরাজুল হক এবং নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী-আমেরিকান সাংবাদিক, দ্য এলএ টাইমস'র সাবেক প্রতিনিধি ও বিখ্যাত গার্ডিয়ান-এর প্রতিনিধি জোহানা ভূঁইয়া-কে বিশেষ সম্মানণা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ক্লাব সদস্যদের সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রশংসা এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে শুক্রবার (২৬ জানুয়ারী) সনধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। খবর ইউএনএ'র।

এরপর ক্লাবের সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় শুরু হওয়া আনুষ্ঠানিক পর্বের শুরুতে পবিত্র থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাব সদস্য যাকারিয়া ভূইয়া এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর ক্লাব সদস্য মরহুম মাঈন উদ্দিন আহমেদ সহ দেশী-বিদেশী নিহত সকল সাংবাদিক স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিষেক আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান। এরপর ক্লাবের নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। এসময় নির্বাচন কমিশনের অপর সদস্য এবিএম সালেউদ্দিন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সভাপতি আবু তাহেরের সমাপনী বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। এরপর কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিক ও অ্যাসাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাউদ্দিন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ ও জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও নিউইয়র্ক সিটির ডিষ্ট্রিক্ট-৩৭ (সানি সাইড-লং আইল্যান্ড) থেকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী এটর্নী জোহানা কামনা, সানম্যান এক্সপ্রেস-এর সিইও মাসুদ রানা তপন, মুনা'র মিডিয়া বিভাগের আনিসুর রহমান, বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের সভাপতি আলীম মুহাম্মদ এবং ক্লাবের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অন্যতম উপদেষ্টা মইনুদ্দীন নাসের, সাবেক সহ সভাপতি মাহমুদ খান তাসের ও সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন।

বক্তব্য পর্ব শেষে প্রদান করা হয় সম্মাণনা। এই পর্বে বিশেষ সম্মাণনার প্ল্যাগ তুলে দেয়া হয় গার্ডিয়ান-এর প্রতিনিধি জোহানা ভূঁইয়া-কে, 'সাংবাদিক ফাজলে রশীদ সম্মাণনা'র প্লাক দেয়া হয় প্রবীন সাংবাদিক সিরাজুল হক-কে এবং প্রধান অতিথির প্ল্যাক তুলে দেয়া হয় প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ-কে। প্ল্যাক প্রদানের আগে সিরাজুল হক ও মনজুর আহমদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন যথাক্রমে ক্লাবের নবনির্বাচিত সহ সাধারণ সম্পাদক আলমগীর সরকার ও কার্যকরী পরিষদ সদস্য রওশন হক। এই পর্বে জোহানা ভূঁইয়া ও মনজুর আহমদ-কে এক গুচ্ছ ফুল দিয়ে অভিবন্দন জানান নতুন প্রজন্মের সায়েরা তাহের। এছাড়াও অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পাড়া অধ্যাপক সিরাজুল হকের পক্ষে তাঁর সম্মাণনা গ্রহণ করেন কন্যা সাঈদা আখতার রেজভীন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ ও মারিয়া মরিয়ম সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং বাংলাদেশ পারফর্মিং ফাইন আর্টস (বাফা)-এর শিল্পীরা দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রেসক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'ভয়েস' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বর্ণমালা.কম সম্পাদক ও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সাবেক ছাত্রনেতা ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আলী ইমাম, বিশিষ্ট গীতিকার মেহফুজুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মোশারফ হোসেন মিয়া, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব, সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক-এর সভাপতি মোহাম্মদ সামাদ মিয়া (জাকারিয়া) ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইমরান আলী টিপু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, হেলাল উদ্দিন, এমলাক হোসেন ফয়সাল, পরভেজ সাজ্জাদ, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, এ ইসলাম মামুন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আকিব হোসাইন, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সৈয়দ এ ইসলাম, শো টাইম মিউজিক-এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ক্লাবের অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মনোয়ারুল ইসলাম মনোয়ার (সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক কাগজ), সহ সভাপতি- শেখ সিরাজুল ইসলাম (সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা), সাধারণ সম্পাদক- মোমিনুল ইসলাম মজুমদার মোমিন (সাপ্তাহিক বাংলাদেশ/বিএনিউজ২৪.কম), সহ সাধারণ সম্পাদক- আলমগীর সরকার (সাপ্তাহিক দেশবাংলা), অর্থ সম্পাদক- রশীদ আহমদ (ইয়র্ক বাংলা), সাংগঠনিক সম্পাদক- সৈয়দ ইলয়াস খসরু (টাইম টেলিভিশন), দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক- মাহাথীর ফারুকী (ফ্রিল্যান্স) এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে রওশন হক (সাপ্তাহিক প্রথম আলো), এসএম জাহিদুর রহান (নিউজ-বিডিইউএস.কম), আবিদুর রহীম (টাইম টেলিভিশন) ও মোস্তাফিজুর রহমান (সাপ্তাহিক যুগান্তর)।



Sarwor Khan
LIC. Real Estate Saleperson
Cell: 347-665-7580

EXIT REALTY PRIME

This is the best time to Buy or Sell your home

বাড়ী কিনার এখনই উপযুক্ত সময়
সুলভে বাড়ী কিনতে
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

- Residential
- Commercial
- Co-op Condo
- HUD
- Pre-Forclosure
- Rental & Short Sale

- রেসিডেনসিয়াল
- কমার্শিয়াল
- কো-অপ কনডো
- HUD-বাড়ি
- প্রি-ফরক্লোজার
- ভাড়া ও শর্ট সেল





189-10 Hillside Ave, Jamaica NY 11423
Tel: 718-262-0205 Cell: 347-665-7580
Email: sarworexitrealty@gmail.com, Web:Exitprimeny.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সিভিল সার্ভিস ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির মিলনমেলা অনুষ্ঠিত











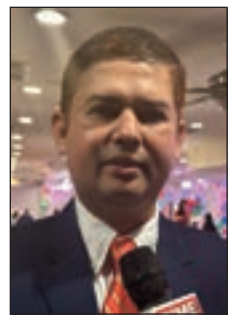


















(শেষের পাতার পর)

আল আকসা পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, নবাগত কর্মকর্তা ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৈশভোজ প্রভৃতি। এতে সিটির এইচ আর বিভাগে কর্মরত দুই শতাধিক কর্মকর্তা ও তাদের পরিবার সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশী-আমেরিকান মীর বাসার, বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন লীডার এন্থনী ওয়েলস ও সাপাতাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ। যৌথভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এইচ আর বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর বাংলাদেশী-আমেরিকান রুহুল কদ্দুস ও রহিমা বেগম। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান আয়োজকদের অন্যতম জাহাঙ্গীর আহমেদ।

অনুষ্ঠানে মেয়র অফিসের পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রোক্লেমশান হস্তান্তর করেন প্রধান অতিথি মীর বাসার। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইব্রাহীম ভূইয়া, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি ডা. নাফিজুর রহমান, উপদেষ্টা মোমেন ভূইয়া প্রমুখ। সমাপনি বক্তব্য রাখেন আয়োজকদের অন্যতম আনোয়ার পারভেজ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মঞ্জুর কাদের, নূপুর চৌধুরী ও আব্দুল জলিল।

জনপ্রিয় সঙ্গীত 'আগুণের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে.....' গান দিয়ে শুরু অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে পুথিপাঠ করেন আরেক কর্মকর্তা অবনি কুন্ড এবং আবৃত্তি করেন মুমু আনসারী। এছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব সহ নতুন প্রজন্ম ও স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এক সময় ছিলো সিটি প্রশাসনে কোন বাংলাদেশীর খোঁজখবর ছিলো না। প্রথম প্রথম যারা সিটি জবে যোগ দিয়েছেন তারা বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য অফিসে কোন লোক পেতেন না। আর এখন অর্থাৎ গত ৫/১০ বছরে হাজারো বাংলাদেশী কাজ করছেন। অনেকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পদোন্নতি পাচ্ছেন, কেউ কেউ ডেপুটি ডিরেক্টর পদ অলংকৃত করেছেন। সময় আসছে সিটির বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব নেয়ার। বক্তারা বলেন, সময় বেশী দূরে নয়, যেদিন সিটির বিভিন্ন বিভাগের নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশী-আমেরিকানরা।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

পর্দা নামল ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের

(শেষের পাতার পর)

মুজিব মিলনায়তনে শুরু হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইরানি নির্মাতা মাজিদ মাজিদি এবং ভারতের প্রখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর।

এবারের উৎসবে এশিয়ান প্রতিযোগিতা বিভাগ, রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগ, ট্রিবিউট, বাংলাদেশ প্যানারোমা, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিলড্রেনস ফিল্ম, স্পিরিচুয়াল ফিল্মস, শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম এবং উইমেন্স ফিল্ম সেকশনে বাংলাদেশসহ ৭৪টি দেশের ২৫২টি চলচ্চিত্র দেখানো হয়। ২০ জানুয়ারী অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী উৎসবের উদ্বোধন করেন।

রোববার সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হযq। এবার শিশুতোষ চলচ্চিত্র শাখায় বাদল রহমান পুরস্কার পেয়েছে ভারতীয় নির্মাতা বিপুল শর্মা নির্মিত ছবি 'প্রবাস দ্য ট্যুর', অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনার শ্যাম বেনেগাল নির্মিত 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার'।

স্পেশাল অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ভারতের অভিজিৎ শ্রীদাস নির্মিত ছবি 'বিজয়ের পরে'। স্পিরিচুয়াল ফিল্ম শাখায় সেরা ফিচার ফিল্ম হয়েছে রাশিয়ার 'দেয়ার অ্যান্ড ব্যাক', সেরা তথ্যচিত্রের পুরস্কার পেয়েছে কিউবার হ্যানসেল লেইভা ফ্যানেগো নির্মিত 'কুনানফিন্দা: দ্য ল্যান্ড অব ডেথ' এবং স্পেশাল মেনশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে গোলাম রব্বানী নির্মিত 'সুরত'।

নারী নির্মাতা শাখার সেরা ফিচার ফিল্ম ইরানের নির্মাতা মানিজেহ হেকমত নির্মিত 'জাঙ্কস অ্যান্ড ডলস'। এই শাখায় সেরা তথ্যচিত্র যুক্তরাষ্ট্রের ন্যান্সি স্যাভেন্ডসেন নির্মিত 'প্যাসাঙ্গ ইন দ্য শ্যাডো অব এভারেস্ট'।

সেরা নির্মাতা দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ঙমু নোহ 'হাউ টু গেট ইয়োর ম্যান প্রেগনেন্ট'। এ শাখায় বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে চৈতালী সমাদ্দারের 'মুক্তি'।

বাংলাদেশ প্যানারমায় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র শাখায় ফিপরেসি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে পান্থ প্রসাদের 'সাবিত্রী', স্বল্পদৈর্ঘ্যে বৈশাখী সমাদ্দারের 'লায়লা'। স্বল্পদৈর্ঘ্যে প্রথম রানার আপ হয়েছে সুভাশিষ সিনহার ছবি 'ইনাফি', দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে জিয়াউল হক রাজুর ছবি 'অন্তহীন পথে'।

এশিয়ার চলচ্চিত্র শাখায় সেরা চিত্রনাট্য পুরস্কার পেয়েছে কাজাখিস্তানের মুহিউদ্দিন মুজাফফরের 'ফরচুন', সেরা সিনেমাটোগ্রাফির পুরস্কার পেয়েছে অ্যাঞ্জেলোস রালিসের 'মাইটি আফরিন'।

সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন বাদেমা, 'দ্য কর্ড অব লাইফ' ছবির জন্য। 'চালচিত্র এখন' ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন অঞ্জন দত্ত। 'হুইসপারিং মাউন্টেন্স' ছবির জন্য সেরা নির্মাতার পুরস্কার পেলেন জগৎ মানুওয়ারনা। সেরা চলচ্চিত্র চীনের কোয়াইও সিক্সু নির্মিত 'দ্য কর্ড অব লাইফ'। বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে কাজাখিস্তানের আসকার ওজাবায়েভ নির্মিত 'হ্যাপিনেস'। বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছেন 'মাইটি আফরিন' ছবির অভিনেত্রী আফরিন খানম।

অতিথিরা চলচ্চিত্রের নির্মাতা, প্রযোজক ও প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার গ্রহণ করে অঞ্জন দত্ত বলেন, 'তিনি একজন সার্বক্ষণিক অভিনেতা। তাকে অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত করায় সম্মানিত বোধ করেছেন।'

বাংলাদেশ প্যানারোমা শাখার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে মাজিদ মাজিদি জানান, এই উৎসবে থাকতে পেরে তাঁর চমৎকার অনুভূতি হয়েছে। এ সময় তিনি বলেন, 'চলচ্চিত্র সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলচ্চিত্র বঞ্চিতদের কথা বলে। এই উৎসবে অনেক তরুণ নির্মাতা অংশগ্রহণ করেছেন দেখে খুবই আনন্দিত। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম কুড়াবে আশাকরি।'

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, 'আমি মনে করি, এই উৎসবে নানারকম সংস্কৃতির প্রগতিশীল উপস্থাপন হয়েছে। আমরা যে ধরনের সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখি, এই ধরনের উৎসব সে ধরনের সমাজ গঠনে সহায়ক।'

ব্যাপক দর্শক এবারের উৎসব উপভোগ করেছেন বলে জানান উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সংসদ সদস্য শাহ-রিয়ার আলম। উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল জানান, ২০২৫ সালের ১১ থেকে ১৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৩তম আসর।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র উদ্যোগে শহীদ জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালন

তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলবে : জিল্লু

















নিউইয়র্ক: কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুলুর রহমান জিল্লু বলেছেন, বিএনপি দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। যে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের জন্য ১৯৭১ সালে দেশের মানুষ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলো। সেখানে আওয়ামী লীগ জনগনের ভোটের অধিকার হরণ করে সারা দেশে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছে। এমন অবস্থা দেখার জন্য ৭১ সালে মানুষ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেননি। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত দেশে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হবে ততোদিন পর্যন্ত বিএনপি লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। হামলা-মামলা কিংবা হত্যা করে বিএনপিকে রাজপথের আন্দোলন থেকে সরানো যাবে না। শহীদ জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ব্রঙ্কসের নিরব রেষ্টেরেন্টে গত ২৪ জানুয়ারী বুধবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মনসুর আহমদ, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন, কেন্দ্রীয় সদস্য খোরশেদ আলম, বিএনপি নেতা এজিএম জাহাঙ্গীর হোসাইন, ইমরান শাহ রন, আব্দুর রহিম, আনোয়ার জাহিদ, শাহ কামাল উদ্দিন, আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, লিয়াকত আলী, মোহাম্মদ সোলেমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমানের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দোকার মোশাররফ হোসেনের রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মইনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে জসিম ভূইয়া বলেন ৭১ সালে শহীদ জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা না দিলে দেশ স্বাধীন হতো না। অথচ আওয়ামী লীগ এখন শহীদ জিয়াকে অস্বীকার করে দেশের স্বাধীণতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করতে চায়।

অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

- সম্পূর্ণ হালাল খাবার
- ক্যাটারিং
- লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 7.00**	ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 8.00**	ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$10.00**	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$11.00**

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

পাত্র চাই

বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত এক হিন্দু পরিবারের অবিবাহিত ৫০ উর্ধ্ব সুন্দরী পাত্রীর জন্য আমেরিকার গ্রীনকার্ড অথবা সিটিজেন হিন্দু পাত্র চাই (আর্জেন্ট)। পাত্র বিপত্নিক অথবা ডিভোরসি হলেও চলবে।
যোগাযোগঃ**৯১৭-৯৮১-৮৫৩৯**

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্ক সিটির ১২০ মেকহ্যাম এভিনিউ, এলমন্টে তিন বেডরুম, বড় লিভিং রুম ও একটি বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। লন্ড্রি সুবিধা রয়েছে।
যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-০৭২৩

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

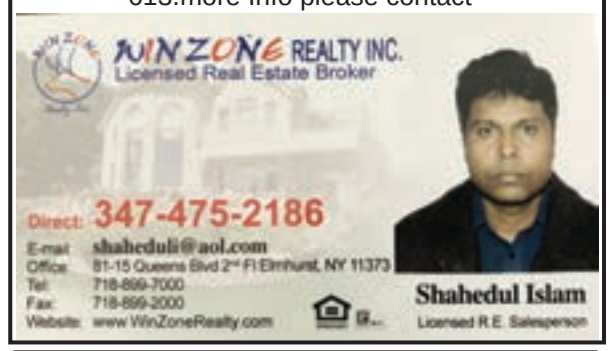
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



বাংলাদেশী নাদিয়ার লিভারে বেঁচে

(শেষের পাতার পর)

ফিরেছে শিশু ডায়না। যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি ষ্টেট এর সেন্ট লুইস হসপিটালে হয়েছে এ জটিল অপারেশন। উল্লেখ্য, বরিশালের ডা. জাকির হোসেন এবং সিলেটের ফারিয়েল সুলতানা, নাদিয়া হোসেনের গর্বিত পিতা-মাতা।

সম্প্রতি লিভারের জটিলতা নিয়েই পৃথিবীর আলো দেখে শিশু ডায়না। জন্মের পরই তাকে নিতে হয় হাসপাতালের নীবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে। ডাক্তাররা জানালেন লিভার প্রতিস্থাপন না করলে ডায়নাকে বাঁচানো যাবে না। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন ডায়নার বাবা, মা। কোথায় পাবেন লিভার? একটা সুস্থ, স্বাভাবিক লিভার কে ডোনেট করবে তাদের সন্তানকে? মমস রাইজিং নামের একটি সংগঠনের মাধ্যমে আবেদন ছুড়ে দিলেন স্যোসাল মিডিয়া প্ল্যাটফরমে। সেই আবেদন চোখে পড়ে নিউজার্সী রাজ্যের বাসিন্দা বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নাদিয়া হোসেনের। তিন সন্তানের জননী নাদিয়া সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি শিশুটিকে লিভার ডোনেট করবেন। হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিউজার্সী থেকে ফ্লাইট করে ছুটে গেলেন মিসৌরি ষ্টেট এর সেন্ট লুইস হসপিটালে। গত ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার সেখানে অপারেশনের মাধ্যমে নাদিয়ার শরীর থেকে লিভার এর অংশবিশেষ কেটে তা প্রতিস্থাপন করা হলো শিশু ডায়নার শরীরে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকলো ডায়না। অপারেশনজনিত ধকল কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠেছেন নাদিয়াও। গত ২১ জানুয়ারী রোববার তিনি বাসায় ফিরেছেন। একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন রক্ষায় দু:সাহসী মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় কমিউনিটির প্রসংশায় ভাসছেন নাদিয়া হোসেন। সূত্র: টাইম টেলিভিশন

সিয়েরা লিওনে মসজিদভিত্তিক সমাজ

(শেষের পাতার পর)

৭১ হাজার ৭৪০ বর্গকিলোমিটার। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান ২০১১ অনুসারে সিয়েরা লিওনের জনসংখ্যা প্রায় ছয় মিলিয়ন।

ফ্রিটাউন দেশটির রাজধানী, বৃহত্তম শহর ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি শহর হলো বো, কেনেমা, ম্যাকেনি ও কাইদু। ২৭ এপ্রিল ১৯৬১ যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে সিয়েরা লিওন।

সিয়েরা লিওন জাতি ও ভাষা বৈচিত্রের দেশ। এখানে ১৬টি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। তবে 'তেমনে' ও 'মেন্দে' গোত্রই সবচেয়ে প্রভাবশালী। 'ক্রিও' দেশটির বেশির ভাগ মানুষের কথ্য ভাষা। দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজি।

১২ ডিসেম্বর ২০০২ ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নির্মিত ৫৪ কিলোমিটার সড়ক উদ্বোধনকালে সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট আহমেদ তেজান কাব্বা বাংলাকে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৯৯১ সালে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশি সেনারা দেশটির শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সিয়েরা লিওনের অর্থনীতি খনিজ সম্পদনির্ভর। হীরা, স্বর্ণ, টাইটানিয়াম, বক্সাইট ও রুটাইল দেশটির প্রধান খনিজ সম্পদ। বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ থাকলেও সিয়েরা লিওনের ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

পিউ রিসার্চের তথ্য মতে, সিয়েরা লিওনের ৭৮ ভাগ নাগরিক মুসলিম। তবে কোনো কোনো গণমাধ্যমে মুসলমানের হার ৬০ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধর্মীয় জনগোষ্ঠী খ্রিস্টান। তাদের হার ২০ ভাগ। অন্যরা প্রাকৃতিক বা আদিবাসী ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু হলেও সরকার ও প্রশাসনে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী অত্যন্ত প্রভাবশালী। রাষ্ট্রীয়ভাবে সিয়েরা লিওন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

সিয়েরা লিওনে ইসলামের আগমন খ্রিস্টীয় ১৬ শতকে প্রতিবেশী মুসলিম দেশের নাগরিক ও সমুদ্রপথে আগত মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে। আদিবাসী সংস্কৃতি, স্থানীয় মূল্যবোধ ও ইসলামী শিক্ষার প্রসার না থাকায় সিয়েরা লিওনের মুসলিমরা ইসলামচর্চায় পিছিয়ে ছিল। নামে তারা মুসলিম হলেও ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধান সম্পর্কে খুব বেশি অবগত ছিল না। ১৮ শতকে সংঘটিত ফুতা জালুন যুদ্ধের পর সিয়েরা লিওনে ইসলামী জাগরণ ঘটে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন মুসলিমদের আরো সংহত করে।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক মুসলিম দাতব্য সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টায় সিয়েরা লিওনে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ঘটছে। তবে এখনো বেশির ভাগ মুসলিম শিশুরা সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তবে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা শুরু হয় কোরআন পাঠ দিয়ে। অন্য বিষয়ে পাঠ করার আগে তারা কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা পাঠ করে। প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলাম অনুসারে সিয়েরা লিওনে মুসলিম শিক্ষার্থীর ১৮ বছর বয়সে ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করে। তখন তাদের পাগড়ি প্রদান করা হয় এবং বিশেষ চেয়ারে বসিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। এরপর তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম হিসেবে নিয়োগ পায়। বলা হয়, সিয়েরা লিওন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় পার করছে। তবে মুসলিম দাতব্য সংস্থার কার্যক্রম শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ বলে অভিযোগ আছে। গ্রাম ও বনাঞ্চলের মুসলিমরা এখনো প্রাচীন কুসংস্কার ও বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। সিয়েরা লিওনের প্রায় প্রতিটি গ্রামের ছোট-বড় মসজিদ রয়েছে। মসজিদগুলো ধর্মীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় সালিস-বিচার, বিয়ে, তালাক, জানাজা-দাফন, চিকিৎসাসেবা প্রদান, ইসলাম প্রচারের কাজগুলো মসজিদেই হয়ে থাকে। জাকাত ব্যবস্থাপনায় মসজিদগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে দেশটিতে। সব মিলিয়ে সিয়েরা লিওনকে মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দেশ বলা যায়। তথ্যসূত্র : মালুমাত ও উইকিপিডিয়া

আল আমিন জামে মসজিদের বার্ষিক সাধারণ সভা





(শেষের পাতার পর)

সাধারণ সভা শুক্রবার (২৬ জানুয়ারী) বাদ জুমআ মসজিদের দোতলায় সভাপতি শাহাব উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মসজিদের পেশ ইমাম জনাব নেছার আহমেদ, দোয়া পরিচালনা করেন মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফেজ মাওলানা লুতফুর রহমান চৌধুরী। সভা পরিচালনা করেন মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমিন হোসাইন।

সভায় গত বারের আয়-ব্যয়ের হিসাব, অডিট রিপোর্ট এবং চলিত বছরের বাজেট তুলে ধরা হয়। এই আলচ্য সূচীর উপর বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন ও খালেদ উর রব,ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রফিক আহমদ, ফজলে আলী চৌধুরী, বোরহান আহমদ, সৈয়দ জসিম আলী, আনছার চৌধুরী, আব্দুল ওয়াহিদ টোফন, আমির আলী, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, আজি-জুর রহমান, আতাউর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুস সালাম, হেলাল আহমেদ, কয়েস আহমদ, ময়ুব মিয়া, ডা আহসান উল্লাহ,জুয়েল, এ সিদ্দিকি, সোহেল আহমেদ, জাবেদ উদ্দিন, এমদাদ তফাদার, হিফজুর রহমান, জাকির হোসেন, মিছবাউর রহমান, মোস্তফা আলমগীর, শাহীন শেখ, মইনুল চৌধুরী, মোহাম্মদ খালেদ আহমদ, মোহাম্মদ জাহেদ আহমেদ এবং কার্যকরী পরিষদের পক্ষে আলোচনায় আংশ নেন কোষাধ্যক্ষ সাফায়ত খান, আব্দুল হান্নান, মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, মোতাহির হোসেন, আব্দুস সালাম মিয়া আজম, জসিম আহমেদ ছাদেক, মোহাম্মদ এন ইসলাম, মোহিত পারভেজ প্রমুখ। সভায় ১৯৯৭ সন থেকে যারা অদ্যাবধি আল আমিন জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় বিভিন্নভাবে সাহায্য, সহায়তা শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন সংশ্লিস্ট সকলকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তাদের এই মেহনত যেন রোজ কিয়ামতে নাজাতের উছিলা হিসাবে আল্লাহ কবুল করেন তা কামনা করা হয়। সেইসাথে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং নিজস্ব কবরস্থান ক্রয়ের চুক্তি সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করায় বিগত কমিটিকে ধন্যবাদ জানান হয়। সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, অডিট এবং বাজেটের উপর বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর কণ্ঠভোটে তা অনুমোদিত হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বজায় রেখে সাধারণ সদস্য, আজীবন সদস্য সংগ্রহের জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। মসজিদে নিয়মিত তাফসির মহফিলে ইংরেজী বক্তা এনে নূতন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং মাদ্রাসায় যে পাঠদান পদ্ধতিতে চলছে তাতে উপস্থিত সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় মাদ্রাসায় ছাত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। পরিশেষে মধ্যাহ্ন ভোজ ও মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন সভাপতি শাহাব উদ্দীন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বিয়ানীবাজার সমিতির নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত

(শেষের পাতার পর)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র নতুন উপদেষ্টা কমিটি গঠিত। গত ২১ জানুয়ারী, রোববার সন্ধ্যায় ওজনপার্কের বিয়ানীবাজার ভবনের সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ আব্দুল মান্নান এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু।

উপদেষ্টা পরিষদের মনোনীত হয়েছেন সংগঠনের সাবেক কর্মকর্তা বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মোঃ ফখর উদ্দিন, গহর কিনু চৌধুরী, হারুন মিয়া এবং ফখরুল ইসলাম বেলাল।

যেভাবে ভেঙে গেল জাভির স্বপ্ন

(শেষের পাতার পর)

হিসেবে ফিরলেন তখন এই দায়িত্বকেও স্বপ্নের মতো বলেছিলেন বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই ফুটবলার। কিন্তু মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে সেই 'স্বপ্নের' চাকরিই জাভির কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নিষ্ঠুর ও অপ্রীতিকর'। তাতে বার্সেলোনায় কোচ জাভির পথচলাটা এই দফায় আর লম্বা হচ্ছে না। যে স্বপ্ন নিয়ে কাতালানদের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তা নিমিষেই ভেঙে গিয়েছে। কেননা চলতি মৌসুম শেষেই চাকরি ছাড়ছেন বার্সেলোনার।

২০২১ সালে লিওনেল মেসির ক্লাব ছেড়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক সংকট, মাঠের বাজে পারফরম্যান্স; সবমিলিয়ে ধুঁকছিল বার্সেলোনা। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় জাভির কাঁধে। খেলোয়াড়ি জীবনে ৭৬৭ ম্যাচ খেলে ২৫ শিরোপা জেতা জাভি যখন দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন লিগ টেবিলের নবম স্থানে ছিল বার্সেলোনা। সেরা চারে থাকা নিয়ে তখন ছিল শঙ্কা। সমালোচনার ঝড় বইয়ে যাচ্ছিল দলটির ওপর দিয়ে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয় জাভি এর্নান্দেসের দল। সম্ভাবনার ফুটবল খেলে দুইয়ে থেকে লিগ শেষ করেছিল বার্সেলোনা।

পরের মৌসুমে বার্সেলোনা হয়ে ওঠে আরো অদম্য। দলের নিয়মকানুনে পরিবর্তন আনেন জাভি। তাতে খেলোয়াড়দের মানসিকতায়ও পরিবর্তন দেখা যায়।

যা কাজে দেয় মাঠের ফুটবলে। জাভির কৌশলে প্রাধান্য ছিল তরুণদের সুযোগ করে দেওয়া। পেদ্রি-গাভি-লামিন ইয়ামালরা নিজেকে প্রমাণ রাখছেন ম্যাচের পর ম্যাচ। কয়েকদিন আগে কোপা দেলরে থেকে বিদায় নেওয়ার পর জাভি বলেছিলেন, বাচ্চাদের নিয়ে খেলছেন তিনি। আক্র-মণভাগে গোল স্কোরিংয়ের অভাব ঘুচাতে নিয়ে আসেন রবার্ত লেভানদোস্কিকে। সবকিছু মিলিয়ে জাভি যে সঠিক পথেই ছিল তাঁর প্রমাণ মেলে স্প্যানিশ সুপার কাপের পর লিগ শিরোপা ঘরে তুলতে পারায়। এরপরেও সমালোচনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি জাভি। চ্যাম্পিয়নস লিগে গ্রুপপর্বে থেকে বিদায় তার অন্যতম কারণ। ঘরোয়া দুইটি টুর্নামেন্ট জিতলেও ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় মুখ থুবড়ে পড়ায় সমালোচনার তীর ছুঁড়ে আসে জাভির দিকে। গত মৌসুমে দুইটি শিরোপা জেতায় এবার বার্সেলোনার চোখ ছিল সংখ্যাটা বাড়ানোয়। কিন্তু হায়! সেটা আর হলো কই? মৌসুমের মাঝ পথে এসেই সব টুর্নামেন্ট থেকেই নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার পথে বার্সেলোনা। সুপার কাপে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর কোপা দেলরের শেষ আট থেকেই বিদায়। লিগেও নেই সুবিধাজনক অবস্থানে। ২১ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে পিছিয়ে আছে দশ পয়েন্টে। চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ ষোলোতে প্রতিপক্ষ নাপোলি। ক্লাবের এমন টালমাটাল অবস্থায় ইতালিয়ান ক্লাবটির বিপক্ষে কেমন করে সেটা নিয়েও জেগেছে শঙ্কা।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

এয়ারলাইন্সের যাত্রীসেবা : সেরা ডেলটা, তলানিতে জেটব্লু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রুটগুলোতে যাত্রী পরিবহনে সেরা এয়ারওয়েজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ডেলটা এয়ারওয়েজ। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সবচেয়ে পছন্দের ও সবচেয়ে অপছন্দের এয়ারওয়েজগুলোর একটি তালিকা এসেছে। এতে দেখা গেছে ২০২৩ সালে ডেলটাই ছিলো সবচেয়ে এগিয়ে। আর ৯টি এয়ারলাইন্সের তালিকায় সবশেষ নামটি এসেছে জেটব্লুর। এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার শীর্ষস্থানে এলো ডেলটা এয়ারওয়েজ। এ বছর ৮৩% অনটাইম অ্যারাইভাল ছিলো এই এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটগুলোর। আর অভিযোগের দিক থেকে সবচেয়ে কম অভিযোগ এসেছে এর বিরুদ্ধে। ফ্লাইট বাতিল করার ঘটনা এবছর আগের বছরের ২ শতাংশ থেকে ১.২ শতাংশে নামিয়ে এনেছে এয়ার-লাইন্সটি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আলাসকা এয়ারলাইন্স। যদিও ২০২৩ সালে একটি ফ্লাইটে মধ্য আকাশে উড়ে গেছে এর দরজা। সিটের হাতল ধরে নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছেন যাত্রীরা।



বায়তল আমান ইসলামিক সেন্টার

ব্রঙ্কসের বায়তুল আমান ইসলামিক সেন্টারে ফ্যামিলী নাইট অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ব্রঙ্কসের বায়তুল আমান ইসলামিক সেন্টারের ফ্যামেলী নাইট অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ মুসল্লী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। মা-বাবা, অভিভাবকদের সাথে শিশু কিশোরদের উপস্থিতে যেনো আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। গত ৩০ ডিসেম্বর মাগরিব নামাজের পর থেকে এশা পর্যন্ত এই আয়োজনে ছিলো বিশিস্ট আলেম ওলামার ইসলামিক আলোচনা ও মহিলাদের লিখিত প্রশ্নোত্তর পর্ব। মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক স্থানে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনায় সভায় বায়তুল আমান ইসলামিক সেন্টার কমিটির সভাপতি সেলিম রেংগেস উপস্থিত ছিলেন।

তরুন সমাজসেবক রাহিন চৌধুরী এবং মঈনুল হক সেলিমের উপস্থাপনায় এতে আলোচনা পেশ করেন বিশিস্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বায়তুল আমান ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা মোহাম্মদ আজিরুদ্দিন, মুফতী ওবায়দুল্লাহ, মাওলানা ইউসূফ। বক্তারা ইসলামের আলোকে সন্তানদের প্রতি বাবা মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং দ্বীনি শিক্ষার গুরত্বরোপ করে বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়া খুব প্রয়োজন। বর্তমান যুগে ডিজিটাল ডিভাইসের কারনে বাচ্চারা হাতের নাগালে যা খুশি তাই দেখতে পারছে। তাই সন্তানদের ব্যাপারে বাবা-মায়ের সতর্কতা দরকার, তাদের আগামী দিনের একজন মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেস্টা করতে হবে।

আলোচনা সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা মোহাম্মদ আজিরুদ্দিন ও মুফতী ওবায়দুল্লাহ। এসময় বিপুল সংখ্যক মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন। এশার নামাজের পর আপ্যায়নের মাধ্যমে শেষ হয় ফ্যামেলী নাইট। বিভিন্ন দায়িত্বপালন করেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ আবুল হোসেন, মাসুদ উর রহমান, আলিম, মাজহার, নাহিদ প্রমূখ।

এদিকে, প্রথমবারের মতো ফ্যামেলী নাইট সফলভাবে শেষ হওয়ার কারনে কমিউনিটির মুসল্লিদের অনুরোধে আয়োজকরা প্রতি মাসেই বায়তুল আমান ইসলামিক সেন্টারে ফ্যামেলী নাইট আয়োজনের ঘোষনা দেন।

উল্লেখ্য, ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা এবং বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীদের আরও বেশী মসজিদমূখী করার চিন্তাভাবনা থেকে সমাজসেবক মঈনুল হক সেলিম এবং রাহিন চৌধুরী ফ্যামেলী নাইট আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের এই মহৎ উদ্যোগে সহযোগিতা করেন বায়তুল আমান ইসলামিক সেন্টারের পরিচালনা কমিটি এবং স্থানীয় মুসল্লীবৃন্দ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

উনবাঙালের ৪১ তম সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: উনবাঙালের ৪১ তম সাহিত্য সভা গত ২০ জানুয়ারি শনিবার বিকেল পাঁচটায় জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুভসূচনা করেন সংগঠনের সভাপতি মুক্তি জহির। তিনি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আলাপচারিতা পর্বটি পরিচালনা করার জন্য কবি সুমন শামসুদ্দিনকে আহবান জানান। এবারের আলাপচারিতার বিষয় ছিল 'প্রবাসে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা'। আলোচক ছিলেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, আবৃত্তিজন আহসান হাবিব এবং সাংবাদিক ও সমাজসেবী শেখ সিরাজ। কাজী জহিরুল ইসলাম আলোচনার পটভূমি তৈরি করতে গিয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের ধারাটি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত বলে উল্লেখ করেন, তিনি সমাজের বিত্তবানদের আহবান জানান প্রকৃত প্রতিভা শনাক্ত করে তাদের তুলে ধরার কাজে সহযোগিতার জন্য।

আহসান হাবিব তার বক্তব্যে বলেন সস্তা বিনোদনের প্রতি পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহ অধিক পরিলক্ষিত হয়, তাদেরকে মেধাবিকাশে আগ্রহী করে তুলতে হবে। শেখ সিরাজ ব্যাখ্যা করে বোঝান কেন সমাজের বিত্তবানেরা প্রতিভা বিকাশে এগিয়ে আসেন না। কারণ তারা সচেতন নাগরিক নন, শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য দরকার পাঠাভ্যাস। এই জায়গাটিতে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

দর্শকদের মধ্যে থেকে অধ্যাপক ইমাম চৌধুরী জানতে চান, ডায়াস্পরা সাহিত্য নিয়ে একটা বিতর্ক আছে, এর প্রকৃত অর্থ কি? কবি মিয়া এম আসকির বিজ্ঞান ও কবিতার দ্বন্দ্ব নিয়ে কিছুটা আলোকপাতের অনুরোধ জানান, কবিতা লেখার জন্য প্রকরণ মানা কি খুব দরকার? তিনি আরো জানতে চান, কেন বিত্তবানেরা গান-বাজনার পৃষ্ঠপোষকতায় অধিক আগ্রহী হন, সাহিত্যের প্রতি হন না। ড. নার্গিস আহমেদ উনবাঙাল শব্দটির অর্থ জানতে চান, এ ছাড়া সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব রবিউল হাসান রুবেল এই সভার তাৎপর্য নিয়ে মন্তব্য করেন। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম ও আহসান হাবিব দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন দিমা নেফারতিতি, নাসিমা আখতার, সুমন শামসুদ্দিন, আহসান হাবিব, সুলতান বোখারী, মিয়া এম আসকির, রেণু রোজা, মুন্না চৌধুরী, সোহানা নাজনীন, নানজীব ইমাম চৌধুরী, নিবরাস ইমাম চৌধুরী, হুমায়ূন কবীর, ওয়াহেদ হোসেন, দেওয়ান নাসের রাজা, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, এস এম মোজাম্মেল হক প্রমূখ। পাঠ পর্বটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক ইমাম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব ছিল পঠিত লেখাগুলোর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বিশ্বসাহিত্যের নানান দৃষ্টান্ত ও উদ্ধৃতি তুলে ধরে পঠিত প্রত্যেকটি লেখার সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করেন এবং লেখকদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের শেষে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী কবি কাজী জহিরুল ইসলামের জন্মোৎসব উদযাপনের জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে শেখ সিরাজ আহবায়ক, দিমা নেফারতিতি এবং সুমন শামসুদ্দিন যুগ্ম আহ্বায়ক এবং আহসান হাবিবকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়। উপস্থিত কবির ভক্ত, সুহৃদ ও অনুরাগী সকলেই এই আহবায়ক কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। আগামী ২৭ জানুয়ারী শনিবার, সন্ধ্যা ছয়টায় জ্যামাইকার স্টার কাবাবে আহবায়ক কমিটির প্রস্তুতি সভা আহবান করা হয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







নিউইয়র্কে বাংলা মুভি ডিস্ট্রিবিউটর প্রিয়জন ফিল্মস'র যাত্রা শুরু









নিউইয়র্ক: বাংলা চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিবেশক প্রতিষ্ঠান প্রিয়জন ফিল্মস এর যাত্রা শুরু হলো। এ উপলক্ষে গত ১৩ জানুয়ারী নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরী অডিটরিয়ামে আয়োজন করা হয় বিশেষ বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এতে প্রদর্শন করা হয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত একটি চলচ্চিত্র। প্রিয়জন ফিল্মস এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, নিউইয়র্কের পরিচিত মুখ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বিশিষ্ট ভাস্কর শিল্পী আকতার আহমেদ রাশা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি শামীম আরা বেগম ও সাধারন সম্পাদক তামান্না শবনম পাপড়ী, সাবেক সভাপতি শমিত মন্ডল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক দুররে মাকনুন নবনী এবং কুইন্স লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ও আউটরীচ অফিসার সেলিনা শারমিন উপস্থিত ছিলেন।

প্রদর্শনী শেষে প্রিয়জন ফিল্মস্ এর কর্নধার লিটু আনাম বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের যে জোয়ার শুরু হয়েছে এখন প্রয়োজন তার বিশ্বায়ন। প্রিয়জন ফিল্মস্ বাংলা চলচ্চিত্রের বিশ্বায়নে কাজ করতে চায়। প্রিয়জন ফিল্মস্ বছরে অনন্ত ৬টি মানসম্পন্ন ও পরিবার নিয়ে দেখার মত বাংলা চলচ্চিত্র সমগ্র আমেরিকা এবং কানাডা ব্যাপী মুক্তি দিবে। প্রদর্শনী শেষে ছবির পরিচালক রনি ভৌমিকের নতুন চলচ্চিত্র 'ফ্লাশ ইট' পোস্টার উন্মোচন করা হয়। এসময় ছবির প্রধান চরিত্র অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলন, কলম্বিয়ান অভিনেত্রী জিমেনা এরিকা, সেবাস্টিন, প্রিতম চৌধুরী, অলিভ আহমেদ, অভিনেত্রী নোভা ফিরোজ এবং শিশু শিল্পী রাফাজ সহ ফ্লাশ ইট এবং প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রক পেপার সিজার পরিবার। উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের বসবাসরত নাটক ও চলচ্চিত্র অঙ্গনের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক ও সাংবাদিক সহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে লিটু আনামের গ্রন্থ 'দার্শনিক ও একজন মহামানব'

নিউইয়র্ক: ঢাকার অমর একুশে বইমেলা ২০২৪ এ প্রকাশিত হচ্ছে নিউইয়র্ক প্রবাসী কথা সাহিত্যিক লিটু আনামের উপন্যাস 'দার্শনিক ও একজন মহামানব'। বই সম্পর্কে লেখক বলেন- 'দার্শনিক ও একজন মহামানব' আমার দশম গ্রন্থ। দার্শনিক সিরিজের এটি তৃতীয় গ্রন্থ। ঢাকা শহরের বুকে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছুটে চলা এক তরুনের গল্প ও সাধনাই হচ্ছে আমার গল্পের উপজীব্য বিষয়। কোন গ্রন্থ পড়ে যদি পাঠক একটি নতুন শব্দ কিংবা একটি নতুন তথ্য না শিখতে পারে তাহলে এমন কোন বই কোন লেখকের লেখা ঠিক না।

'দার্শনিক ও একজন মহামানব' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে প্রিয়মুখ প্রকাশনী থেকে। অমন একুশে বইমেলায় প্রিয়মুখ স্টলে পাওয়া যাবে। মেলার পর রকমারি এবং লিটু আনাম ডক কম নামক লেখকের নিজস্ব ওয়েব পেজ সহ সকল অনলাইন শপ থেকে অর্ডার করা যাবে। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন হোসেন শাহরিয়ার তৈমুর এবং অলংকরণ করেছেন রায়হান শশী।

উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিভাগে স্নাতক ও স্নাতোকত্তর সম্পন্ন করে বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালীদের মধ্যে তরুন উদ্যোক্তা ও সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসেবে তার যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। পেশায় ব্যবসায়ী হলেও বাংলা সাহিত্যর প্রতি অনুরাগ থেকেই সাহিত্য চর্চা শুরু। লেখকের ছোট গল্প চতুষ্কোণ ও চতুর্ভুজ, থ্রিলার নিকিতার অভিযান, ফিকশন- দানব, মহাকাল ও রোশনি, শিশুতোষ গল্প সুজানা এবং দার্শনিক সিরিজের- দার্শনিক কম চিন্তাবীদ বেশী এবং নীলা সেদিন নীল শাড়ি পরেছিল নামে আরো নয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠক প্রিয়তা লাভ করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA



লিভার প্রদানকারী নাদিয়া সাথে শিশু ডায়না

বাংলাদেশী নাদিয়ার লিভারে বেঁচে গেলো আমেরিকান শিশু ডায়নার জীবন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিজের লিভার দান করে এক আমেরিকান শিশুর জীবন বাচালেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নিউজার্সী রাজ্যের বাসিন্দা নাদিয়া হোসেন। নাদিয়ার শরীর থেকে অপারেশনের মাধ্যমে লিভারের অংশবিশেষ কেটে তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে শিশু ডায়নার শরীরে। আর এতেই নিশ্চিত মৃত্যুর দোয়ার থেকে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

এবারের শ্লোগান 'যত বই তত প্রাণ'

'নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা' ২৪-২৭ মে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: 'যত বই তত প্রাণ' এই শ্লোগানে আগামী ২৪-২৭ মে ৩৩ তম 'নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা' অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে এই বইমেলা' অনুষ্ঠিত হবে। রোববার (২৮ জানুয়ারী) দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এবারের মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।



জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বইমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. নূরুন নবী ও আহবায়ক হাসান ফেরদৌস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মেলার সাবেক আহ্বায়ক ফেরদৌস সাজেদীন, গোলাম ফারুক ভূইয়া, নিনি ওয়াহেদ, সউদ চৌধুরী, রানু ফেরদৌস, নতুন প্রজন্মের সেমন্তী ওয়াহেদ ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী বিশ্বজিত সাহা। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রবাসের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন মুক্তধারার আয়োজনে গত তিন দশকের বেশি ধরে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সর্ববৃহৎ বাংলা বইমেলা ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন হিসাবে ইতোমধ্যেই সর্বত্র আদৃত হয়েছে। বিগত ঐতিহ্য অনুসরণ করে ৩৩তম আসরেও বাংলা ভাষার সেরা লেখক এবং উভয় বাংলার জনপ্রিয় **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



সিয়েরা লিওনে মসজিদভিত্তিক সমাজ

আবরার আবদুল্লাহ

পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম দেশ সিয়েরা লিওনের সাংবিধানিক নাম 'সিয়েরা লিওন প্রজাতন্ত্র'। যার উত্তরে রয়েছে গিনি, দক্ষিণ-পূর্বে লাইবেরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। দেশটির মোট আয়তন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

একস্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

গেলো সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটির ৬টি পতিতালয় বন্ধ করে দিয়েছে এনওয়াইপিডি। কুইন্স বরোর করোনায় ম্যাসাজ পার্লারের আড়ালে পতিতাবৃত্তি ও যৌনপাচারের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২৪ জানুয়ারী বুধবার বিকেলে এগুলো বন্ধ করা হয়। ঘটনাটি অত্র এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কেননা, পতিতাবৃত্তি আর যৌনপাচারের **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

সাংবাদিক ফাজলে রশীদ সম্মানণা পেলেন সিরাজুল হক, বিশেষ সম্মানণা পেলেন জোহানা ভূঁইয়া

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি অভিষিক্ত





প্রেস ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠানে সম্মাননা গ্রহণ করছেন জোহান ভূইয়া (বাঁয়ে) ও মনজুর আহমদ (ডানে)। ছবি- সামিউল ইসলাম

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবদিকদের প্রথম প্রেসক্লাব 'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' এর নব নির্বাচিত দ্বি-বার্ষিক (২০২৪-২০২৫) কার্যকরী কমিটি অভিষিক্ত হয়েছেন। প্রেসক্লাব আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ফুলেল শুভেচ্ছায় তারা অভিষিক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মনজুর **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

আল আমিন জামে মসজিদের বার্ষিক সাধারণ সভা

নিউইয়র্ক: এস্টোরিয়ার আল আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ২০২৪ সনের বার্ষিক **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

টাইমস স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণের কর্মসূচী ঘোষণা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির বিখ্যাত টাইমস স্কয়ারে গত বছর আয়োজিতব **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

বিয়ানীবাজার সমিতির নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে উপজেলা পর্যায়ের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

খেলার খবর

যেভাবে ভেঙে গেল জাভির স্বপ্ন

রানা শেখ: খেলোয়াড়ি জীবনে দীর্ঘ ১৭ বছর বার্সেলোনায় কাটিয়েছেন জাভি এর্নান্দেস। সাফল্যের পর সাফল্য পেয়েছেন ক্লাবটির জার্সিতে। ২০২১ সালে সেই জাভি যখন বার্সেলোনার কোচ **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

হেলথ টিপস

পুষ্টিগুণে ভরা লাউ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লাউয়ের পুষ্টিগুণ বেশি থাকলেও এর মধ্যে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম। ক্যালোরি, কার্বোহাইড্রেট একেবারেই নেই। ফলে ওজন কমানোর জন্য লাউ সেরা। **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়**

বিনোদন

পর্দা নামল ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের

বিনোদন ডেস্ক: পর্দা নেমেছে ৯ দিনব্যাপী দ্বাবিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। রোববার (২৮ জানুয়ারী) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইন্টিগ্রেশন এবং ডিডিটাইজেশনীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com



বর্ণাঢ্য আয়োজনে সিভিল সার্ভিস ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজনে ইউএস-বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (এইচ আর বিভাগ) ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৮ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com